যুগের বাণী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সমাদ্দার

ভূমিকা

এই নাটকটী ১৯৩৯ খৃঃ অঃ লিখিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত নানা কারণে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। আমার সহকর্মী শ্রীমান্ ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহা প্রকাশে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি উদ্যোগী না হইলে এই বই হয় ত কোন দিনই প্রকাশিত হইত না। প্রুফ দেখার কাজ তিনি নিজেই করিয়াছেন। তাড়াতাড়ির জন্ম কিছু মুদ্রাপ্রমাদ থাকিয়া গেল। ইহার জন্ম সহৃদয় পাঠক পাঠিকার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

বাজারে নাটকের অভাব নাই যদিও ভাল নাটক আমাদের দেশে কম। 'যুগের বাণী' শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইবে এই ভরসায় ইহা প্রকাশে সাহসী হইয়াছি।

নভেম্বর ১৯৪৬
৫১ ষ্টিফেন হাউস
ডালহৌসী স্কোয়ার (ইষ্ট)
কলিকাতা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সমাদ্দার

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ সাল

মূল্য—দেড় টাকা

হিন্দুস্থান বুক ডিপো—
১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতার পক্ষে প্রকাশক
শ্রীসন্তোষকুমার সেনগুপ্ত।
৩৫নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর
ষ্ট্রীটস্থ ম্যাগনেট প্রেসের
পক্ষে মুদ্রাপক শ্রীবিমলা-
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

যুগের বাণী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সমাদ্দার

ভূমিকা

এই নাটকটী ১৯৩৯ খৃঃ অঃ লিখিত হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত নানা কারণে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। আমার সহকর্মী শ্রীমান্ ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহা প্রকাশে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি উদ্যোগী না হইলে এই বই হয় ত কোন দিনই প্রকাশিত হইত না। প্রুফ দেখার কাজ তিনি নিজেই করিয়াছেন। তাড়াতাড়ির জন্ত কিছু মুদ্রাপ্রমাদ থাকিয়া গেল। ইহার জন্ত সহৃদয় পাঠক পাঠিকার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

বাজারে নাটকের অভাব নাই যদিও ভাল নাটক আমাদের দেশে কম। 'যুগের বাণী' শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইবে এই ভরসায় ইহা প্রকাশে সাহসী হইয়াছি।

নভেম্বর ১৯৪৬
৫১ ষ্টিফেন হাউস
ডালহৌসী স্কোয়ার (ইষ্ট)
কলিকাতা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সমাদ্দার

পূজনীয় পিতৃদেবের শ্রীচরণে
বইখানি উৎসর্গ
করিলাম।

পুরুষগণ

সারদা রায়	...	...	নন্দনপুরের জমিদার
অরুণ রায়	...	...	ঐ পুত্র
কেদার সরকার	...	...	ঐ নায়েব
অরবিন্দ দত্ত	...	...	বিলাত ফেরৎ বৈজ্ঞানিক
শিশির ঘোষ	...	...	ঐ শ্যালক

ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, জুরীগণ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, পাইকগণ, ভৃত্যগণ, গ্রামবাসীগণ, সাধু ইত্যাদি—

স্ত্রীগণ

রেণুকা	...	...	অরবিন্দর স্ত্রী
সরমা	...	....	জনৈক প্রতুল বোসের বিধবা স্ত্রী
মালা	...	...	ঐ কন্যা
কমলা	...	...	সারদা রায়ের স্ত্রী
কল্পনা, আরতি	...	...	অরবিন্দর ভগ্নিদ্বয়

প্রস্তাবনা

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জনৈক পথিক নদীর ধার দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে—যেতে হবে তাকে ঐ মাঠের আঁকা-বাঁকা রাস্তা পেরিয়ে বাঁশের গাছ ও লতা-পাতায় ঢাকা আপন ঘরে—

গীত

জল ভরা দুটী আঁখি ডাকে যে মোরে
লতা-পাতা-ছায়া ঘেরা ওই অদূরে ॥
নদীর বাঁকে মাঠের শেষে
আঁধার কালো ঘনিয়ে আসে
যেতে হবে ত্বরা করি আপন ঘরে ॥
সোহাগ মাখা হৃদয় নিয়ে
আছে প্রিয়া আশায় চেয়ে
ব্যাকুল এ হিয়া খানি পরশ তরে ॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পল্লীর একপ্রান্তে দুখানি খড়ের কুটীর—ছোট্ট আঙ্গিনাটুকু ধপ্ ধপ্ করছে—এক কোণে একটী তুলসী মন্দির সূর্য্য সবে অস্ত গিয়েছে—বিধবার একমাত্র কন্যা "মালা" সন্ধ্যা প্রদীপ তুলসীমূলে রেখে একটী প্রণাম ক'রে আন্‌মনে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে আছে—দুই বৎসর পূর্ব্বের সুখময় স্মৃতি আর বর্ত্তমানের নিদারুণ দুঃখক্লিষ্ট অসহায় অবস্থার চিন্তা তাকে কোন্ এক অজানা রাজ্যে নিয়ে ফেলেছে—হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল সে মায়ের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে—বাইরের দু একখানা কাপড় ও সামান্য আস্‌বাব পত্র ঘরে তুল্‌তে তুল্‌তে তার মা সরমা ডাক্‌লেন—মালা-ও মালা—এখনও নিশ্চিন্তমনে ব'সে আছিস্? দেখ্ দেখি একবার পেছন পানে চেয়ে—

(মালা অনিচ্ছাসত্ত্বে একবার পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে আবার তেমনি নিশ্চলভাবে ব'সে রইল)

সরমা—লক্ষ্মী মা আমার—শীগ্‌গীর উঠে আয়—আকাশের যা অবস্থা তাতে মুহূর্ত্তে যে কি প্রলয় সৃষ্টি হবে তাই ভেবে আড়ষ্ট হ'য়েছি—তোর প্রাণে কি একটুও ভয় নেই?

মালা—ভয়! কেন মা—কিসের ভয়? কাল বৈশাখীর ঐ

কাল মেঘকে ? কতটুকু ক্ষমতা ওই দৈত্যের যে আমার এই অচেতন প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করবে! ভয় তারা ক'রবে মা মৃত্যুকে, যাদের জীবনে দিন রাত্রি আনন্দের ফোয়ারা বইছে—যাদের প্রাণ ভবিষ্যতের রঙ্গীন্ নেশায় ভরপূর হ'য়ে আছে। শুধু নিরাশা, দৈন্য আর প্রতিবেশীর নিষ্ঠুর বিদ্রূপ নিয়ে যার বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ ও যার ঐ কালো মেঘেরই মত গাঢ় অন্ধকারময়—তার মরণকে ভয় কিসের ? ভয়ত আমার করেই না বরং আমি আঁকড়ে ধরতে চাই তাকে এই বুকের মাঝে—বুঝেছ মা ?

(ধীরে ধীরে মালার কাছে এসে হাত ধ'রে উঠিয়ে)

সরমা—সব জানি—সব বুঝি! তবু—অদৃষ্টের এই নির্ম্মম পরিহাস উপেক্ষা ক'রে বেঁচে আছি শুধু তোর মুখ পানে।

(হঠাৎ শত সহস্র কামান গর্জ্জনে বজ্রধ্বনি হ'য়ে উঠল—মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণে আকাশ ঝল্‌শে উঠতে লাগল—দাওয়ায় উঠতে না উঠতে ভীম পরাক্রম প্রভঞ্জন প্রকৃতির বুকে প্রলয় নর্ত্তন সুরু ক'রে দিল—মালা দাওয়ায় উঠতে উঠতে বল্‌ল—)

মালা—এত দুঃখেও হাসি পাচ্ছে মা তোমার কথা শুনে! আমার মুখ পানে চেয়ে সব ভুলে আছ এই ত বল্‌তে যাচ্ছিলে ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মা—আমার এই মুখে এমন কোন আশার চিহ্ন কি দেখ্‌তে পাও যা' তোমায় মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি এনে দেয়! শান্তি !!! কোথায়

পাবে মা তুমি শান্তি! এই সমাজ—যেখানে অর্থ সবার ওপরে—সেখানে আমার মত নিঃসহায়া দরিদ্রার কন্যা—থাক্ তার শত রূপ—শত গুণ—মায়ের মনে প্রতিনিয়ত যে দারুণ একটা উদ্বেগ, ভীষণ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রছে তা কি আমি বুঝি নে-! তবু যদি বাবা থাকতেন! তুমি একা আর কত ভার সইবে মা! তাইত সময়ে সময়ে মনে হয়—

সরমা—ছিঃ মা! ও কথা মুখে আনাও পাপ—"মানুষ হ'য়ে জন্মেছি আমরা—বাঁচ্‌তে হবে আমাদের মানুষেরই মত—শত বিপদ—শত দুঃখ—সহস্র অপমান পায়ে দ'লে" এ কথা যে তিনি তোমায় অতি ছোট বেলা থেকে শিখিয়ে-ছিলেন এরি মধ্যে তা' ভুলে গেলে? বড়র সঙ্গে তুলনা করো না মা! তুলনা করতে শেখো তোমার চেয়েও হীন অবস্থার যারা তাদের সঙ্গে—দেখ্‌বে—আপনি শান্তি পাবে। উঃ!!! কি ভীষণ ঝড়! এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই—শুধু বিদ্যুতের খেলা আর মেঘের গর্জ্জন—মনে হচ্ছে যেন সৃষ্টি লোপ পাবে। না জানি কত অভাগা আজ নিরাশ্রয় হবে—কত দরিদ্র প্রাণ হারাবে!

মালা—বিশ্বের তাতে কতটুকু ক্ষতি হবে মা! এই যে প্রতিদিন কত সহস্র দীন দরিদ্র ধরার বুক থেকে স'রে যাচ্ছে—অনাহারে—রোগে—শোকে যাতনায় ভুগে ভুগে—

ক'জন তার হিসেব রাখে আর ক'জনই বা তাদের মৃত আত্মার প্রতি সামান্য একটু মৌখিক সহানুভূতি ও দেখিয়ে থাকে! প্রতীকারের ব্যবস্থাও দূরের কথা!!! কিন্তু ভগবান না করুন—আজ এই দারুণ দুর্য্যোগে যদি কোন ধনীর প্রাণহাণী হয় কাল দেখবে কত ঘটা ক'রে তার শবদেহের মিছিল বেরিয়েছে—পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে কত না শোক সভা হ'চ্ছে—সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা ছেয়ে গিয়েছে তার কাল্পনিক অতুলনীয় গুণের মহিমায়! কিন্তু—যাদের হৃদয় নেংড়ান এক এক ফোঁটা শোনিত দিয়ে সেই ধনীর ধনভাণ্ডারের পুষ্টি হ'য়েছে তারা সমাজের কেউ নয়। হা অন্ন হা অন্ন ক'রে ম'রে গেলে ও সেই ভাণ্ডারের দ্বার তাদের কাছে চির রুদ্ধ থাকবে!!! এত বড় অসামঞ্জস্য এত বড় অবিচারের কথা ভাবলে আমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠি—শুধু মনে বলে ভগবান কেউ নেই—থাক্‌লে—তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর বুকে কখনই তিনি এতখানি অরাজকতা সহ্য ক'রতেন না।

সরমা—ছ্যাখ মালা! অতটা বাড়া বাড়ি ভাল নয়—মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিস্—মেয়ে মানুষের মতই থাক্—সমাজনীতি, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার করে না তাতে ফল ও নেই—লাভের মধ্যে দুকুল হারা হবি। অনেকক্ষণ বাইরে ব'সে আছিস্ ঘরের ভেতর আয়—ঠাণ্ডা লেগে আবার অসুখ ক'রবে।

মালা—না মা! এমন সুন্দর দৃশ্য উপভোগ থেকে বঞ্চিত ক'রে আমায় ঘরে যেতে ব'লো না। কি সুন্দর শৃঙ্খলা প্রকৃতির এই বিশৃঙ্খলতার মধ্যে!! বুঝ্‌তে পাচ্ছ না মা—এ যে আমারই মনের প্রতিচ্ছবি! দেখ! দেখ! চেয়ে দেখ! ঐ যে বড় বড় গাছগুলো—যারা এতকাল গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করেছিল—ছোটদের ওপর বিদ্রূপ আর ঘৃণাই ছিল যাহাদের জীবনের লক্ষ্য—ভাব্‌ত—তাদের দিন বুঝি এমনি যাবে চিরকাল—দেখ—দেখমা! কি সুন্দর ন্যায় বিচার!!! একটির পর একটীর গর্ব্বিত শির নির্ম্মম হস্তে মাটীতে লুটিয়ে দিচ্ছে—অথচ দুর্ব্বল যারা—আশ্রিত যারা তাদের ওপর কত দয়া! কত স্নেহ! বা! বা! এইত চাই—একেই বলে শক্তি আর এই শক্তিরই পূজারিণী আমি। ঐ, ঐ আর একটি—(মড় মড় শব্দে আর একটী বৃক্ষ শাখার পতন—সঙ্গে সঙ্গে "রক্ষা কর—কে কোথায় আছ র—" এই অসম্পূর্ণ ধ্বনি একবার মাত্র উচ্চারিত হ'য়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল। দুজনেই চম্‌কে উঠল) একি! এ কার আর্ত্তনাদ—নিশ্চয় কোন অভাগা পথিকের জীবন বিপন্ন হ'য়েছে—চল—চল মা—শীগ্‌গীর চল—না না তুমি থাক—তুমি পারবে না—আমি একাই যাই—(এই ব'লে নাম্‌বার উপক্রম ক'রতেই তার হাত চেপে ধ'রে)

সরমা—তুই কি পাগল হ'লি? কোথায় যাবি তুই? একে ঘোর

অন্ধকার—তায় দারুণ দুর্য্যোগ। পথে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণের আশঙ্কা! আমি তোকে কিছুতেই যেতে দেবো না।

মালা—কি বল্‌ছ তুমি মা! আমাকে যে যেতেই হবে। বিপন্ন কাতর কণ্ঠে সাহায্য চাইছে আর আমি জড়ের মত ঘরে বসে রইব! না মা! সে শিক্ষা আমি পাইনি কোন দিন—আমার দ্বারা তা হবে না। আর দেরী নয়—রক্ষা ক'রতে পারি জানব সার্থক জীবন আমার—না পারি—চেষ্টা ক'রেছি এটা ও আমার পক্ষে কম সান্ত্বনার জিনিস হবে না। নইলে কি কৈফিয়ৎ দেবো মা আমি নিজের কাছে! (মালা অগ্রসর হ'তে লাগলো—অগত্যা সরমা তার হাত ধ'রে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌লেন—পথ দেখা যায় না—ইতস্ততঃ ডাল পালা ছড়িয়ে আছে বিদ্যুতের আলোতে অতিকষ্টে কিছুদূর এগিয়ে) কৈ মা! কিছুত দেখতে পাচ্ছিনে! তবে কি সব বৃথা হবে? ভগবান! আর একটু আলো দাও (ক্ষণপরে একবার বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌ল—অদূরে একটী সাদা জিনিস দেখে মালা আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল) পেয়েছি মা! পেয়েছি!

(দুজনেই সাদা জিনিসটিকে স্পর্শ ক'রে বুঝ্‌ল—একটি মানুষের দেহ—মৃত কি জীবিত বুঝ্‌বার অবসর নেই—দুজনে ধরাধরি ক'রে অতিকষ্টে কুটীরে নিয়ে এল—সযত্নে বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে সরমা দেহের উত্তাপ অনুভব ক'রে বল্‌লেন)

সরমা—ভয় নেই মালা! যুবক বেঁচে আছে—তবে সম্পূর্ণ অজ্ঞান—উপযুক্ত শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হ'লে নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে।

(সরমা ধীরে ধীরে মাথায় জল দিতে লাগ্‌লেন—আর মালা একদৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে বাতাস ক'রতে লাগল—বাইরে ঝড়ের বেগ প্রশমিত হ'য়ে প্রকৃতি অনেকটা শান্তভাব ধারণ করেছে—দুএকটা দম্‌কা হাওয়া আস্‌ছে—কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর যুবক হঠাৎ "মা গো" ব'লে চোখ মেল্‌তেই মালার মুখের উপর দৃষ্টি পড়ল—মালার অপলক দৃষ্টির সঙ্গে যুবকের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল—কিন্তু তা' ক্ষণিকের জন্য। একবার চেয়েই পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হ'ল—মা' ও মেয়ে অক্লান্ত শুশ্রূষায় নিরত রইল।)

—দৃশ্যপরিবর্ত্তন—

(তিনজন পাইক ঝড়ের মধ্যেই প্রভু পুত্রের সন্ধানে বেরিয়েছে)

১ম—এই ত নব নগরের লোকগুলো বল্লে—মেঘ যখন সবে জমাট বাঁধছে—ঘোড়া ছুটিয়ে এক বাবুকে এই দিকেই আস্তে দেখেছে। এতটা পথ ডালপালা সরিয়ে হোঁচট্ খেতে খেতে ত আসা গেল! কৈ! কারো ত পাত্তা নেই—আর ত পারিনে—জান্ হয়রাণ্ হ'য়ে গেল—যা' হয় হ'ক্—আয় এইখানে একটু জিড়িয়ে নেওয়া যাক্। চাকরী করা কি ঝক্মারিরে বাবা! দিন নেই রাত নেই, ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই—খাটো আর খাটো।

২য়—যা' বলেছ ভায়া! নইলে এমন ঝড়ের মধ্যেও কর্ত্তার হুকুম হ'ল বেরিয়ে পড়্ সব ছেলের খোঁজে! হ'লামই না হয় চাকর—তাই ব'লে কি আমরা মানুষ নই?

৩য়—তুই ত ভারি বুদ্ধিমান দেখ্ছি। চাকর আবার মানুষ হ'ল কবে হ'তে রে? মানুষ যে তার দয়া আছে—স্নেহ আছে—ভাল মন্দ জ্ঞান আছে। আর আমরা কি ভাব্ দেখি। কর্ত্তার হুকুমে না করছি এমন কাজ নেই। কত জনের সর্ব্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে পথের ভিখেরী ক'রছি—কত যুবতীর সতীত্ব নাশে সহায়তা ক'রছি—

সময়ে নরহত্যা ক'রতেও কুণ্ঠিত হ'চ্ছিনে। তাদের বুকভাঙ্গা কান্নায়—মর্ম্মভেদী অভিশাপে আমাদের হৃদয় একটুও টলে না—একটুও কাঁপে না—এখন বল্ দেখি—আমরা মানুষ—না পশু ?

১ম—কথাগুলো যা' বল্লি খুবই খাঁটি স্বীকার করি—কিন্তু এসবের জন্যে দায়ী কারা বল্ দেখি! কর্ত্তারা—না আমরা নিজেরা? মাইনে নিই—দিন রাত্তির গতর খাটিয়ে—ব্যস !!! কিন্তু চাকরী করতে গেলেই যে মন্দ কাজ ক'রতে হবে এমন কোন আইন আছে কি ?

২য়—আইনের কথা যদি তুল্লি ভাই! তা হ'লে একটা মজার কথা বলি শোন্—কর্ত্তার কানে যেন তুলিস্ নি কেউ তাহ'লে কিন্তু আমায় ভিটে-ছাড়া হ'তে হবে। এই যে দিন পনের আগে পিরোজপুরে এক মস্ত বড় সভা হ'য়েছিল জানিস্ ত? কর্ত্তার হুকুম হ'য়েছিল তার জমিদারীর কেউ সে সভায় যেতে পারবে না—কে কার কথা শোনে রে ভাই! রাজ্যের লোক সেখানে গিয়ে জড় হ'য়েছিল—আমিও ভাই চুপি চুপি ডুব মেরেছিলাম—বড় বড় বক্তারা যে সব কথা বল্তে লাগ্ল তা শুনে ত সবাই তাজ্জব ব'নে গেল। সবারই বুকের রক্ত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটে উঠ্তে লাগ্ল। ব'ল্লে—এমন কোন আইন নেই যার জোরে ধনী গরীবের ওপর অত্যাচার ক'রতে পারে—তাকে দিয়ে যা খুশী তাই

করিয়ে নিতে পারে আর তার ন্যায্য প্রাপ্য তাকে না দিয়ে থাকতে পারে। সবাই এক জোট হও দেখ্‌বে ধনী দু'দিনে কাবু হ'য়ে ভাল ছেলেটীর মত তোমরা যা' চাইবে তাই তোমাদের হাতে তুলে দিতে পথ পাবে না। কি একটা দেশের নাম ক'র্‌লে—মুখ্যু মানুষ—নামটা ভুলে গিয়েছি—সে দেশে নাকি সব এক সমান হ'য়ে গিয়েছে—রাজ্যে সুখ কত এখন—এম্‌নি আরও কত কথা ব'ল্‌লে।

৩য়—তেমন কপাল কি আর আমাদের হবে রে ভাই। এখানে যে ভাই ভাইএর ভাল দেখতে পারে না—একজন হিন্দু আর একজন হিন্দুকে ছোট মনে করে। পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্মের লোকের মধ্যে যে কি ভাব তা'ও সবাই বুঝছি—নইলে চাক্‌রী করি ব'লে মুনীব শা—

১ম—কিরে থেমে গেলি কেন ?

৩য়—একটা বেঁফাস কথা মুখে এসে গিয়েছিল—কি জানি বাবা কেউ যদি শুনে ফেলে! শুন্‌তে পাই বাতাসের ও কাণ আছে—তাই কথাটা আট্‌কে গেল। সভা-সমিতির বড় বড় কথাত ঢের হ'ল, এখন যে কাজে বেরিয়েছি তার কি বল্‌? ছেলে না নিয়ে বাড়ী ফিরলে সবার অদৃষ্টে কি পুরস্কার হবে তা মনে আছে ত? নে নে আর দেরী নয়—আরও একটু এগিয়ে দেখি।

(তিনজনে অগ্রসর হ'তে লাগল। হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তি সশব্দে

প'ড়ে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—"উঃ গেছি গেছি গেছিরে বাবা!")

২য়—কি রে—কিসে বেধে প'ড়ে গেলি? অতবড় ডালটাও কি চোখে দেখতে পাস্নি?

৩য়—ওরে বেটারা! ডালটা পেরিয়ে এক-পা না এগুতেই আবার যে কিসে বেধে প'ড়ে গেলাম সেই-টেইত' ঠাওর ক'র্তে পারছি নে।

১ম—কি রকম জিনিযটা বুঝলি—শক্ত-না নরম?

৩য়—এই কতক শক্ত—কতক নরম। বেটাদের সেই থেকে বল্‌ছি—ঝড় থেমে গিয়েছে—এক আধটা দম্‌কা বাতাসে কিছু যাবে আস্‌বে না। লণ্ঠনটা জ্বাল্—কিছুতেই কথায় কান দিলে না—আমাকে মেরে ফেলবার মতলব আছে জান্‌লে কে এই ডাকাতদের সঙ্গে আস্‌ত রে বাবা! (ক্রন্দন)

১ম—প'ড়ে গিয়ে বেটার নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে—নইলে বলে কি না কতক্ শক্ত—কতক্ নরম্! নে, নে আর ন্যাকে কাঁদ্‌তে হবে না—চুপ ক'রে ব'সে থাক্—দেখি লণ্ঠনটা জ্বালতে পারি কিনা।

(অতি সাবধানে লণ্ঠনটী জ্বালিয়ে দু' এক পা এগুতেই তিনজনে একসঙ্গে ব'লে উঠলো)

কি সর্ব্বনাশ! এ যে আমাদেরই বাবুর ঘোড়া!

(একটি বড় কালো ঘোড়ার পিছন দিকটা একটা মোটা শুক্‌নো ডালের নীচে চাপা প'ড়ে আছে।)

২য়—ঘোড়াটা যখন এখানে পাওয়া যাচ্ছে, তখন বাবুও নিশ্চয় কাছেই কোথাও ছিটকে পড়েছে—আয় সবাই আতি-পাতি ক'রে খুঁজে দেখি। (কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি চ'ল্‌ল কোনই ফল হ'ল না।)

১ম—নাঃ—এখানে ত' নেই। চল্ আর একটু এগিয়ে দেখি—(কিছুদূর এগিয়ে) ঐ গাছগুলোর ভেতর দিয়ে একটা আলো দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ আলোই ত। কাছে নিশ্চয়ই বাড়ী আছে। চল্—ঐদিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি যদি বাবুর কোন খোঁজ পাওয়া যায়।

(তিনজনে অগ্রসর হ'য়ে সেই কুটীর দ্বারে উপস্থিত হ'ল, যে কুটীরে মালা ও মালার মা একই ভাবে আহতের সেবায় নিরতা ছিল।)

কুটীর দ্বারে আঘাত ক'র্‌তে ক'র্‌তে ২য় ব্যক্তি ডাকল—কে আছেন বাড়ীর ভেতরে—দয়া ক'রে একটী কথার উত্তর দিন্—আমরা বড়ই বিপন্ন।

মালা—দেখ ত' মা! বাইরে দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে—
(সরমা ত্রস্তে বাইরে এসে) কে গো বাছা তোমরা?

৩য়—কোন ভয় নেই মা! দরজাটা খুলুন। (দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন পাগড়ীধারী লোক দেখে সরমা একটু ভীতা হ'য়ে দূরে স'রে দাঁড়ালেন।)

১ম—মনে কিছু ক'র্‌বেন না—আমরা আপনার ছেলের মত—ঝড়ের আগে আমাদের জমিদার বাবুর ছেলে ঘোড়ায়

চেপে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমরা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে-ঘোড়াটীকে অদূরে মৃত অবস্থায় প'ড়ে দেখলাম; কিন্তু তাঁর কোন সন্ধান না পেয়ে আমারা খুব অস্থির হ'য়েছি—দয়া ক'রে ব'ল্‌বেন কি মা আপনি কিছু জানেন কি না।

সরমা—কে তোমাদের জমিদার—আর কেই বা তাঁর ছেলে তা'ত কিছুই জানিনে বাপু। তবে ঝড়ের সময় একটী ছেলেকে কুড়িয়ে পেয়েছি—তোমরা দেখলেই চিন্‌তে পার্‌বে সেই তোমাদের জমিদারের ছেলে কিনা। আমি ত তাকে নিয়ে খুব বিপদে প'ড়েছি। সেই থেকে সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে—বাড়ীতে দুটী মাত্র মেয়ে মানুষ তায় পাড়াগাঁ—ডাক্তার কবিরাজ নেই। কি যে করি ভেবে পাচ্ছি নে।

(এই বল্‌তে বল্‌তে ঘরের উপর উঠলেন—পাইক তিনজন পেছনে পেছনে চ'ল্‌ল—বাইরে থেকে দরজার ভেতর মুখ বাড়িয়ে দেখে আনন্দে ব'লে উঠল—

"হ্যাঃ—ইনিই ত, আমাদের রাজার ছেলে!

২য়—ভগবান খুব মুখ রেখেছেন—রাজামশায় শুন্‌লে আপনাদের মোটা রকম পুরস্কার দেবেন।

(এই কথা শোনামাত্র পদাহত ফণিণীর ন্যায় ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে মালা ব'লে উঠল)

মুখ সামলে কথা বল—কে তোমাদের রাজা? কেনই

বা সে পুরস্কার—দেবে—আর দিলেই বা আমরা নেব কেন ?

৩য়—আমাদের রাজার নাম শুননি এত কাছে থেকেও—এই যে গো নন্দনপুরের রাজা সারদা রায় যার নাম শুনলে বাঘে বখরীতে একঘাটে জল খায়।

মালা—কি নাম বল্‌লে ? সারদা রায় ! সেই নরা—(মা তাড়াতাড়ি তার মুখ চাপা দিলেন।)

সরমা—তা বেশ বাপু ! তোমরা তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে একে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর—কিছু হ'য়ে গেলে তখন আমরাই আবার উল্টো ফ্যাসাদে প'ড়ব।

(দু'জন সংবাদ দেবার জন্য তৎক্ষণাৎ জমিদার বাড়ীর দিকে ছুটিল—৩য় ব্যক্তি বারান্দায় ব'সে সরমার সঙ্গে জমিদার বাড়ীর ইতিহাস বর্ণনা ক'রতে লাগল—ভেতরে মালা অস্থির চিন্তায়, রুদ্ধ ক্ষোভ ও ক্রোধে জর্জ্জরিতা।)

মালা—(স্বগত) কি অদ্ভুত বিধি বিড়ম্বনা ! যে নর-পিশাচ সামান্য ঋণের দায়ে সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে আমাদের পথের ভিখারী ক'রেছে—যার নির্ম্মম অত্যাচারে অমন দেবতার মত পিতা আমার তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়ে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছেন তারই একমাত্র স্নেহের দুলাল আজ আমাদের কৃপাপ্রার্থী ! এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে ! (ক্ষনেক চিন্তা করিয়া)

উত্তম সুযোগ! প্রতিশোধ নেওয়ার এই ত' উত্তম সুযোগ। অত্যাচারের সুবিচার আইনের কাছে পাব না—আইনও যে অর্থের বশ। বিচার যখন মুঠোর মধ্যে পেয়েছি তখন নিজের হাতে এ বিচার ক'র্‌তেই হবে আমাকে। আমি দেখ্‌তে চাই একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে সে পাষণ্ডের হৃদয় টলে কি না—পিতার মৃত্যু যেমন আমার সোনার সংসারকে মরুতে পরিণত ক'রেছে—আমি দেখ্‌তে চাই পুত্রের অকাল মৃত্যু পিতার সাজান বাগান শুকিয়ে দিতে পারে কি না—
(ক্ষিপ্তের মত ইতঃস্ততঃ ছুটিয়া) দেব না—কিছুতেই দেব না—জলের জন্য হাঁ ক'রলে তার মুখে এক ফোঁটাও জল দেবো না—মুহূর্ত্তে সব শেষ হ'য়ে যাবে। কেউ জানবে না—কেউ বুঝ্‌বে না। অন্যায় হবে! কেন? কিসের অন্যায়! সবল পলে পলে দুর্ব্বলকে পিষে মার্‌বে জগত নীরবে সে অন্যায় সহ্য ক'র্‌বে আর দুর্ব্বল তার জন্মগত অধিকারটুকু বজায় রাখবার জন্য সামান্য একটু মাথা তুলতেই চারিদিক থেকে তার টুটি চেপে ধরে—তাকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে মার্‌বে। কি সুন্দর বিচার! না-না পরের দ্বারে আর আমি বিচার ভিক্ষা ক'রব না। এখন যুক্তি-তর্ক নেই—মায়া-মমতা নেই—ইহকাল-পরকাল চিন্তা নেই। আমি যেমন দিন রাত্রি জ্বলে পুড়ে ম'রছি—সেই নিষ্ঠুরকে তেম্‌নি জ্বালিয়ে

পুড়িয়ে মার্‌ব—দেবো না—গলা শুকিয়ে মর্‌লেও ওকে এক ফোঁটা জল দেবো না—

(হঠাৎ ক্ষীণ কণ্ঠে—বড় পিপাসা—একটু জল—) এই স্বর কাণে পৌঁছান মাত্র মালা "এই যে—এই যে জল" ব'লে ছুটে তার পাশে ব'সে মুখে একটু একটু ক'রে জল ঢেলে দিতে লাগ্‌ল—যুবক "আঃ" ব'লে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় চোখ বুজ্‌ল। শত বিরুদ্ধ চিন্তা মালার হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত ক'রতে লাগ্‌ল। একদৃষ্টে সে যুবকের মুখের পানে চেয়ে রইল—। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল প'ড়ে তার গণ্ডদেশ ভাসিয়ে দিল।

—২য় দৃশ্য—

স্থান—নন্দনপুর—কাল—সন্ধ্যা—ঝড়ের অব্যবহিত পরে—জমিদার সারদা রায় তাঁর সুসজ্জিত ও আলোকমালায় উদ্ভাসিত কক্ষে আরাম কেদারায় ব'সে আলবোলায় তামাক টান্‌তে টান্‌তে স্ত্রী কমলাকে ডাকলেন—

"ওগো! এদিকে একবার শুনে যাও না—"

কমলা ডাক শুনে অন্য ঘর থেকে ধীরে ধীরে সেখানে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "কেন গা—ডাক্‌ছ কেন? কি দরকার?"

সারদা—কেন দরকার না থাকলে কি আর কেউ—এই কি বলে—এই স্ত্রীকে কেউ ডাকে না! পাশের ঐ চেয়ার-টাতে ব'স না—একটু গল্প করা যাক—

কমলা—বল কিগো—এ যে বিনামেঘে বজ্রপাত—আমাকে এখুনি খবরের কাগজে সংবাদ পাঠাতে হবে যে আজ সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় নন্দনপুরে এক অঘটন ঘটেছে। যাকে নবম আশ্চর্যের মধ্যে ধরলেও ধরা যেতে পারে। সেখানকার জমিদার তার স্ত্রীকে ডেকেছে গল্প করবার জন্যে। খবরদার এমন সর্ব্বনেশে কাজ ক'রো না—তা'হলে পরকালে কি কৈফিয়ৎ দেবে? বৃথা সময় নষ্ট না করে তারচেয়ে বরং সে সময়টুকু টাকার চিন্তা ক'রো—অনেক পুণ্যি সঞ্চয় হবে। বুড়োকালে এ

নভেলি ঢং দেখানোর মানে কি? কিছু মতলব আছে নিশ্চয়ই।

সারদা—তোমাকে ভাল কথা বলবারও উপায় নেই—কেন? বুড়ো হ'লে কি তার রসজ্ঞান থাক্‌তে নেই? তাই যদি না হবে তা হ'লে এই যে নিত্য কতশত বৃদ্ধ নবীনার প্রেমে ম'জে সুখের সংসারকে শ্মশানে পরিণত ক'রছে—তরুণী ভার্য্যার কবলে প'ড়ে কত বৃদ্ধ নাকের জলে চোখের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে—এর কোন অর্থই নাই বলতে চাও?

কমলা—অর্থ নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সে অর্থ বুঝবার ক্ষমতা তোমার কোনদিন ছিল না—নেই—হবেও না। এ কথা আমি জোর করে ব'লতে পারি। তুমি যে তরুণীর প্রেমে ম'জেছ, সে তরুণী তোমার হৃদয় থেকে দয়া, মায়া স্নেহ—এক কথায়—যা কিছু সুন্দর—সব হরণ করে নিয়েছে। সেই প্রেমিকার নিত্য নবীন লালসায় ইন্ধন জোগানই হ'য়েছে তোমার ধ্যান-জ্ঞান তোমার তপ-জপ। নিরন্নের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, দুঃস্থের আকুল প্রার্থনা—অনাথার মর্ম্মভেদী অভিশাপেও যখন সে লালসার নিবৃত্তি হলো না তখন আমার দুটো হিতোপ-দেশ—দুফোঁটা চোখের জলে আর তোমার কি হবে? ও সব বাজে কথায় আর দরকার নেই—ভালও লাগছে না—ছেলেটা সেই ঝড়ের আগে বেরিয়েছে—এ পর্য্যন্ত

বাড়ী ফিরল না—যে লোক পাঠান হয়েছে তারাও ত কোন সংবাদ আনলে না—প্রাণটা আমার ছটফট করছে মুহূর্ত্তের জন্ম ও শান্তি পাচ্ছি নে।

সারদা—ছেলেত আর তোমার কচি খোকা নয় যে ঝড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে? কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়ী আড্ডা দিচ্ছে—এল বলে দেখ—এখন কথা হ'চ্ছে—ওরে বেটা পেতো (নেপথ্যে আজ্ঞে কর্ত্তা যাই) বেটার মুখ জুতিয়ে ভেঙ্গে দিতে হয়—আধ ঘণ্টা হ'য়ে গেল তবু কলকেটা পাল্টে দিলে না—হ্যাঁ বলছিলাম কি—ছেলের ত বয়স হয়েছে (পেতোর প্রবেশ। কলকে পরিবর্ত্তন। প্রস্থান।) এখন একটা বে'থার জোগাড় করতে হয়—কি বল?

কমলা—আমার মতামতের ধার কোনদিনই ধার না—কাজেই ও সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে চাইনে—খুশী হয় বে'র ঠিক কর না হয় করো না—আমার কাছে দুইই সমান।

সারদা—তোমার মেজাজ যে সপ্তমে চড়েই থাকে—ভাল কথা বলতে গেলেও দোষ। যাই হউক আমার কর্ত্তব্য তোমাকে শোনান তাই শোনাচ্ছি। নবগ্রামের যতীশ মিত্রের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ—; সবাই বলে লক্ষীর বরপুত্র—ধনকুবের। তারই একমাত্র কন্যার সঙ্গে আমার অরুণের বিয়ের কথা বার্ত্তা কিছুদিন ধ'রেই চ'লছে—আমার দাবী তেমন কিছুই নয়—দান গহনা

হাজার পানের টাকার—আর নগদ দশ হাজার। নগদটা নিয়েই একটা গণ্ডগোল চ'ল্‌ছিল—শেষ পর্য্যন্ত ভদ্রলোক সাত হাজার টাকায় উঠেছে। আমি তাই ভাব্‌ছি—দু'দিন আগে হ'ক পরে হ'ক সবই যখন অরুণের হবে তখন এতেই রাজী হ'য়ে কাল কথাটা পাকা পাকি কর্‌ব। হাজার হ'লেও তুমি সহধর্ম্মিনী—তাই আগে হ'তে তোমাকে কথাটা জানান আর তোমার মতামতটা জানা আমার কর্ত্তব্য।

কমলা—তাই বল!!! গৌরচন্দ্রিকা শুনেই বুঝেছিলাম একটা মতলব কিছু আছেই। তা বেশ ত। দিন যখন তোমার আর মোটেই চ'ল্‌ছে না তখন ছেলে বিক্রী ক'রে দু'টাকা আন্‌বে তাতে কি আমার অমত থাক্‌তে পারে? তা মেয়েটা দেখেছ ত? কেমন দেখ্‌তে শুন্‌তে?

সারদা—মেয়ের আবার দেখব কি? মেয়ে মানুষ যখন তখন হবেই একরকম। ও সব দেখা দেখি—ছেলে মেয়ের আলাপ-পরিচয় ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যাপার আজকাল-কের ফ্যাশান্ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধর—আমাদের যখন বিয়ে হ'ল—তোমাদের বাড়ীর চাকর এসে আমাকে দেখে গেল আর আমাদের বাড়ীর ঝি গিয়ে তোমাকে দেখে এল—ব্যস্—সব কথা পাকা হ'য়ে গেল। কেন তোমার আমার বিয়েটা কি বিয়ে নয়?

কমলা—আগে কি হ'য়েছিল তা নিয়ে বর্ত্তমান চলে না—ভবিষ্যৎ

ও চল্‌বে না। যে যুগের যে ধর্ম্ম তা' মেনে চ'ল্‌তে হবেই। অখণ্ড প্রতাপ আর বিপুল অর্থের মোহে যদি বিপরীত কিছু ক'রতে যাও তা' হ'লে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আন্‌বে। তার চেয়ে এক কাজ কর না—কোন দিন ত কোন কথা রাখ নি—তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি—একটি কথা রাখ—আমাদের ঐ একটি মাত্র ছেলে—তার যেখানে প্রাণ চায় সেই খানেই তার বে' দাও।

সারদা—এই জন্যেই বলে স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ংকরী। তোমার কথা-মত চ'ললে ত আমাকে এতদিন বাণপ্রস্থ নিতে হ'ত। ও সব বাজে কথার প্রয়োজন নেই। আমি যা কর্ত্তব্য ব'লে স্থির ক'রেছি তা করবই।

কমলা—অর্থের লোভে ছেলের হৃদয়টাকে বলি দেওয়াই যদি বাপের কর্ত্তব্য হয়—তা হ'লে মায়ের কর্ত্তব্যও হবে সেই ছেলেকে যেমন করে হোক রক্ষা করা। আসুক ছেলে বাড়ীতে আজ তারপর—(এমন সময় দুইজন পাইককে ত্রস্তভাবে প্রবেশ করতে দেখে) শীঘ্র বল—কি সংবাদ! আমার অরুণ কই (পাইক দুইটি পদতলে পড়ে······)

১ম···মা, আমরা সেই দারুণ ঝড়ের মধ্যে বাবুর খোঁজে বেরিয়ে কয়েকজনকে জিজ্ঞেসা করতে করতে—

কমলা—ও সব কথা পরে বলিস্ বাবা—এখন শীঘ্র বল্—

২য়—সেই কথাই ত বল্‌ছি মা—এই যে বিষ্ণুপুর গো এখান

থেকে ত বেশীদূরের পথ নয়—সেই বিষ্ণুপুরের কাছে গিয়ে দেখি যে বাবুর ঘোড়াটা একটা ডালের নীচে চাপা পড়ে আছে আর বাবু কি বল্‌ব মা—!

কমলা—এঁ্যা ! তবে—তবে অরুণ আমার নেই (মূর্চ্ছা)

সারদা—এ যে আবার উল্টো ফ্যাসাদ হল দেখ্‌ছি—ব্যাটারা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি ? শীগ্‌গির জল নিয়ে আয় পাখা নিয়ে আয়—

(বাবুর চীৎকারে ৩।৪ জন জল, পাখা ইত্যাদি নিয়ে শুশ্রূষা করতে লাগ্‌ল)

১ম—হুজুর ! মার যে এমনটি হবে তাত বুঝ্‌তে পারি নি। বাবুত মারা যান নি—তবে—

সারদা—তবে রে বেটা বদমাইস্—এই কথাটা আর আগে ব'ল্‌তে পারিস্ নি—দাঁড়া না—একটু সুস্থ হ'লে দেখাচ্ছি মজাটা ভাল ক'রে। কোথায় কি ভাবে আছে এক কথায় বল্ !

২য়—আজ্ঞে কর্ত্তা ! সেখানে এক বিধবার কুটীরে অজ্ঞান অবস্থায় বাবুকে দেখে এসেছি। তার মেয়েটী যেন,লক্ষ্মী প্রতি—

সারদা—চুপরও বেয়াদপ ! (স্বগত) বিধবার কুটীর ! সেখানে কেন ? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠিক আছে। এই কে আছিস—(আরও ২জন ভৃত্যের প্রবেশ) শীগগির পাল্কী বেহারা নিয়ে বিষ্ণুপুরে যা—আধঘণ্টার ভেতর বাবুকে নিয়ে এখানে আসা চাই—নইলে পিঠের চামড়া রাখব

না—তোদের মধ্যে একজন এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যা।—(৩ জন ভৃত্যের প্রস্থান)

সারদা—রামরূপ সিং! (নেপথ্যে হুজুর বলে দ্রুতপদে প্রবেশ) জল্‌দি মোটর লেকে ডাগ্‌দার সায়েবকো সেলাম দেও!

রামরূপ সিং—যো হুকুম (প্রস্থান)

(ইতিমধ্যে শুশ্রূষার ফলে কমলার চেতনার সঞ্চার হয়েছে)

কমলা—ওগো আমার অরুণ কোথায়? তাকে এনে দাও—নইলে আমি—

সারদা—আত্মহত্যা কর্‌বে? বেশত! ঐ একটা অস্ত্রইত আছে তোমাদের, যার জোরে পুরুষ জাতটাকে ভেড়া বানিয়ে রাখ্‌তে চাও। এমন অদ্ভূত জীব যে ভগবান কেন সৃষ্টি করেছিলেন তা তিনিই জানেন। কথা নেই বার্ত্তা নেই—আগা শোনা নেই—গোড়া শোনা নেই—অম্‌নি ভেউ ভেউ করে কান্না আর মূর্চ্ছা! কি ফ্যাশানই যে শিখেছ তোমরা!

কমলা—যত খুশী তিরস্কার কর—শুধু বল অরুণ আমার বেঁচে আছে ত?

সারদা—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার গুণনিধি পুত্র জীবিত আছেন। হতভাগা কোথাকার! প্রতিদিন বলি—জমিদারের ছেলে—দিব্যি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'সে জমিদারী চাল-চলন শেখ,—তা না—ঘোড়ায় চাপা, দৌড় ঝাঁপ

করা—কুস্তি লড়া—এই সব ছোটলোকামি কাজ নিয়েই তিনি ব্যস্ত। বুঝুক্ বাছাধন এখন যে, কোন্ কর্ম্মের কি ফল। আর তুমিইত ওর মাথাটা খেয়েছ এই ভাবে সব কাজে ওকে প্রশ্রয় দিয়ে—(এমন সময় দূরে মোটরের হর্ণ বেজে উঠল) ভেতরে যাও—ডাক্তার আস্‌ছে। (কমলার প্রস্থান)

ক্ষণপরে ডাক্তার ব্যানার্জ্জী মোটর হ'তে নেমে সারদা বাবুর সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড কর্‌তে করতে—"Good evening Mr. Roy—What's the news ?

সারদা—Good evening Doctor, দেখুন ডাক্তার বাবু যে ভাষাটায় আপনি কথা বার্ত্তা ব'ল্‌ছেন ওটার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই। এই Good evening, Good morning ইত্যাদি দু একটা কথা আপনাদের মত পাঁচজনের দয়ায় শিখেছি। ছোট বেলা থেকেই জমিদারী ঘাড়ে চেপেছে, তাই ওসব বিদ্যে শিখবার অবসর পাইনি—দয়া ক'রে সরল বঙ্গ ভাষায় প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলে বাধিত হব।

Dr. Banerjee—Excuse me mr. Roy. সব সময়ে Higher circle এ Move ক'রতে হয় ব'লে ওটা আমার কাছে একরকম Mother Language হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হ'ক—এখন ব্যাপারটা কি বলুন দেখি—এত Urgent call—Serious কিছু হয় নি ত ?

সারদা—কি আর ব'ল্‌ব মশায়—গিন্নীর অনুরোধে ছেলেটাকে ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিয়ে তার ফল হাতে হাতে ভোগ করছি। কোথায় জমিদারের ঘরের বনিয়াদি চাল শিখবে—তা না ঘোড়ায় চেপে হৈ হৈ ক'রে বেড়ান। ঝড়ের মধ্যে প'ড়ে ঘোড়াটিত খতম হয়েছে; নিজেও প্রায় সেই রকমই।

Dr. I see! It is a case of accident then. তা শীগ্‌গির Attend ক'র্‌তে হয়। কই, চলুন দেখি!

সারদা—দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন—তাকে আন্‌বার জন্য গাড়ী পাঠিয়েছি—এই এল বলে—বিষ্ণুপুর ত আর বেশী দূর নয়। কি বলেন!

Dr. বিষ্ণুপুর? কোন্ বিষ্ণুপুর? যেখানে Prof. Ghosh এর বাড়ী? He was an intimate friend of mine. অল্পদিন হল মারা গেছেন। তার একটি মেয়ে আছে—কি বল্‌ব Mr. Roy. She's an exquisitely beautiful & well-accomplished girl. বছর খানেক হল তার বে হয়েছে। আমি Invited হয়েছিলাম—First class match হয়েছে। সে বাড়ীতে আপনার ছেলে থাক্‌লে চিন্তার কোনই কারণ নেই।

সারদা—আরে না মশাই সেখানে কোথায়? বনের মধ্যে

কোন্ এক বিধবার কুটিরে নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—তারও শুনছি একটি সুন্দরী মেয়ে আছে।

Dr. বনের মধ্যে বিধবার কুটির! তার সুন্দরী মেয়ে! Let me think over the matter (ক্ষণেক চিন্তার পর) yes, yes, I've got it. প্রতুল বোসের নাম শুনেছেন কি? (সারদা শিউরে উঠ্‌ল) এরা নিশ্চয়ই তার বিধবা স্ত্রী আর অনাথা কন্যা। তার sick bed এ আমাকে দুবার call দিয়েছিল but it was too late then. দুদিনের পরিচয়েই বুঝেছিলম he was really an educated man and a man of independent spirit—আর তার মেয়েটিকেও ভদ্রলোক ঠিক সেইভাবেই তৈরী করেছিল—কি বল্‌ব মশায়—She seemed to me to be a combination of the East and the West. কিন্তু শুনেছি কোন্ এক Villain নাকি for a trifling amount তার whole family টাকে ruin ক'রে ফেলেছে। An unfortunate fellow! Really I pity his family.

সারদা—(স্বগত) এতক্ষণে ব্যাপারটা কিছু কিছু বোধগম্য হ'চ্ছে। না জানি শ্রীমানের আরও কতবার ঐ রাস্তায় যাতায়াত হ'য়েছে। তাই গিন্নীর এত সুপারিশ—ছেলের যেখানে প্রাণ চায় সেইখানেই বে' দাও—উঃ কি কপট এই স্ত্রী

জাতি। আচ্ছা! আমার নামও সারদা রায়—দেখে নেবো—কার ঘাড়ে কটা মাথা!

(এমন সময় অদূরে বেহারাদের পাল্কী বহার শব্দ শুনে)

"এই যে ডাক্তার বাবু পাল্কী এসেছে।"

Dr. All right. I am quite ready.

(পাল্কী আঙ্গীনায় নামাবর সঙ্গে সঙ্গে তিন চার জন সন্তর্পণে পাল্কীর ভেতর থেকে বাইরে এনে অরুণকে ঘরে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল—; ডাক্তার তৎক্ষণাৎ 'ষ্টেথিস্কোপ' দিয়ে Heart দেখলেন ; Pulse feel করলেন, তারপর বললেন)

Don't get nervous Mr. Roy. Heart এর condition ভাল pulse ও বেশ Regular and Strong. তবে Brain এ একটা জোর shock লেগেছে। যাই হ'ক্ আমি এই Medicine দিয়ে গেলাম—Every three hours খাওয়াবেন। Sound sleep হবে—আশা করি He will be quite all right in the morning. কেমন থাকে জানাবেন। Good night

এই বলে মোটরে চেপে ডাক্তার ব্যানার্জ্জী প্রস্থান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কমলা ছেলের পাশে এসে গায়ে মাথায় হাত বুলুতে লাগলেন—একজন চাকর মাথায় বাতাস দিতে লাগল—অন্যে নীচে বসে পায়ে হাত বুলুতে লাগ্‌ল

সারদা—(পদচারণা করতে করতে স্বগত) পৃথিবীতে এক এক ধরণের জীব আছে যারা ভাবে তারা বেজায় চতুর আর

বুদ্ধিমান। এই যেমন খরগোস—চোখ দুটো কোনরকমে একটু ঝোপের মধ্যে দিতে পারলেই সে ভাবল যে আর কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না; কিন্তু তার সে ভুল ভাঙ্গে তখনই যখন পৃষ্টদেশে লগুড়াঘাত পড়ে। মানুষের মধ্যে ও যে ঐ জাতীয় বুদ্ধিমানের অভাব নেই তা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। যে সারদা রায় শুধু কুটবুদ্ধির জোরে এত বড় একটা জমিদারী চালাচ্ছে তারই ওপরে নাকি টেক্কা দিতে চায় তার গণ্ডমূর্খ স্ত্রী আর ডেঁপো ছেলে। হারে অদৃষ্ট! আমি কোথায় একটা মোটা রকমের দাঁও মারবার চেষ্টায় দিনরাত্রি ফন্দী আঁটছি আর তারা তলে তলে যে এত বড় সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে এ'ত আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আচ্ছা—দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। (ক্ষণেক চিন্তার পর) ঠিক হয়েছে, খাশা মতলব মাথায় এসেছে—ঘরেও অশান্তি বাড়বে না—অথচ নির্ব্বিঘ্নে কাজ হাঁসিল। বাঃ তোফা! তোফা মতলব !! এক ঢিলে দুই পাখী !!!

কমলা—ওগো কি নিষ্ঠুর তুমি—এদিকে একবার এস না—ছেলেটা কেমন ভাবে তাকাচ্ছে —আমার বড্ড ভয় করছে।

সারদা—ছেলেটা তাকাচ্ছে তার আমাকে কি করতে বল? আমি কি চোখ টিপে ধরে তার চোখ বন্ধ করে দেবো—আচ্ছা গেরো দেখছি—ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে খাইয়ে দাও—আপনি সব সেরে যাবে। কি ফ্যাসাদেই পড়া

গিয়েছে সেই সন্ধ্যা থেকে। বাজে কাজে সময় নষ্ট করবার আর আমার মোটেই অবসর নেই—জমিদারী সংক্রান্ত বিশেষ একটা জরুরী কাজের এখুনি আমাকে যুক্তি করতে হবে নায়েবের সঙ্গে। আমি চল্লাম—(একটু অগ্রসর হয়ে ফিরে) হ্যাঁ ভাল কথা! কাল সকালেই তোমার ছেলেকে জানিয়ে দেবে যে তার বিয়ের কথাবার্ত্তা সব পাকা হয়ে গিয়েছে।

কমলা—উঃ কি বল্ব? তুমি স্বামী—হিন্দুনারীর স্বামী—নইলে—

সারদা—নইলে? নইলে কি ক'রতে? ত্যাগ? তা' তোমরা সব পার।

কমলা—আমরা সব পারি ব'লেই ত তোমরা পুরুষ জাতটা আজও টেঁকে আছ—নইলে—

(অসম্পূর্ণ বাক্যের মাঝেই সারদা বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে প্রস্থান করল। মা একদৃষ্টে ছেলের দিকে চেয়ে রইল হঠাৎ—)

অরুণ—মা! কৈ!

কমলা—এই যে এই যে বাবা আমি তোমার কাছে—এখন শরীরটা কি একটু ভাল লাগছে?

অরুণ—হঁা মা! মা! কৈ সে? আমার কাছে কি আর কেউ নেই?.

কমলা—না বাবা! আর ত কেউ নেই—আমি আছি আর তোমার চাকররা তোমার শুশ্রূষা করছে।

অরুণ—কে যেন ছিল—তাকে ত আর দেখ্‌ছি নে—মুখে একটু একটু ক'রে জল দিচ্ছিল—চোখ দিয়ে তার অজস্র ধারায় জল প'ড়্‌ছিল—কৈ মা সে—?

কমলা—নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন দেখেছ। বেশী কথা ব'লো না বাবা ডাক্তার বাবু নিষেধ ক'রেছেন—এই ওষুধটি খেয়ে ফেল—(ঔষধ খাওয়ালেন) সঙ্গে সঙ্গে ঘুম্‌ আস্‌বে আর ভাল ঘুম হ'লেই সকালে সুস্থ হ'তে পারবে।

অরুণ—বল্‌ছ স্বপ্ন! হ'ক্‌ স্বপ্ন—কিন্তু মা! সে বড় মধুর স্বপ্ন !!! শুন্‌বে মা স্বপ্নের সব কথা!

কমলা—না বাবা! আজ থাক্‌—কাল শুন্‌ব।

(ঔষধের ক্রীয়া দেখা দিল—অরুণের চোখ ও কথা জড়িয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—জড়িত স্বরে)......

অরুণ—ইচ্ছে হ'চ্ছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সেই স্বপ্নের মাঝে ডুবে থাকি—(ঘুমিয়ে প'ড়্‌ল)

—৩য় দৃশ্য—

(কয়েক দিন পরে)

(প্রাতঃ সূর্য্যের রঙ্গিন আভা সবে পূর্ব্বগগনকে বিচিত্র রংএ রঞ্জিত ক'রেছে। দোয়েল কুলায় ছেড়ে মনের আনন্দে গান ধ'রেছে—। এমনি প্রত্যূষে মালা ঘুম থেকে উঠে কুটীরের এক কোনে কয়েকটী, স্বহস্ত রোপিত বেলা, যুঁই ও গোলাপের গাছের কাছে গিয়ে কোনটাকে আদর ক'রছে—কোনটার আগাছা তুলে দিচ্ছে—কোনটার বা সুগন্ধ উপলব্ধি ক'রছে—আনমনে আপন-ভোলা হ'য়ে। হঠাৎ পিছন থেকে চুপি চুপি এসে কে একজন তার চোখ টিপে ধরল।

মালা—(একটু চ'ম্‌কে উঠে) এই মঞ্জু! ভোর বেলায় দুষ্টুমি করিস্‌নি ব'ল্‌ছি; ভাল হবে না (কোন সাড়া না পেয়ে পিছন দিকে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ ক'রে কে তা বুঝতে না পেরে মালা ব'ল্‌ল্‌) না—এত মঞ্জু নয়—হার মান্‌লাম যা শাস্তি হয়—নিতে প্রস্তুত আছি—এখন চোখ ছাড় "ঠিক ত" ব'লে চোখ ছেড়ে দিতেই মালা প্রফেসর ঘোষের মেয়ে রেণুকাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল।

মালা—না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, যে আকাশের চাঁদ বুকের মাঝে পেলাম—রোজ যেন তারই মুখ দেখে

উঠি। কবে এলি ভাই! কই! আমাকে ত একটুও খবর দিস্‌নি।

রেণুকা—Unexpectedকে পাওয়ার মধ্যেই ত Beauty আর Pleasure. সেই জন্যেই চুপটী ক'রে এসে হাজির হ'য়েছি—কাল সন্ধ্যে-বেলায় এসেছি—এসেই তোর কাছে আস্‌ছিলাম—মা বারণ করলেন। কোন রকমে রাত্তিরটা কাটিয়ে ভোর হ'তে না হ'তেই ছুটে এসেছি। তুই এত সকালে নিরালায় দাঁড়িয়ে কি দেখছিলি ভাই? কোন্‌টা কবে ফুট্‌বে কেমন?

মালা—(সদ্য বিবাহিতা রেণুকার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ হেনে) না ভাই! কোনটা ফুটেছে।

রেণুকা—উঁহুঁ! ওটা ঠিক হ'ল না। যে ফুটেছে তার মধ্যেত খুঁজে পাওয়ার বা দেখবার কিছু নেই যত কিছু Mystry আছে ঐ অফুটন্তের মধ্যে—আর সেই Mystryর Solution নিয়েই কবি পাগল—বৈজ্ঞানিক দিশেহারা। কেমন নয় কি?

মালা—তুই যখন বল্‌ছিস্‌ তখন হ'তেও পারে। তোরা ভাই কলেজে পড়া মেয়ে। সেখানে সব কবির সঙ্গেই তোদের পরিচয় হ'য়েছে—তার ওপরত সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে নিজের মুঠোর মধ্যে পেয়েছিস্‌—কাজেই ও সম্বন্ধে তোকে Authority ব'লে স্বীকার করতেই হবে। আমি হ'লাম পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা মেয়ে—

চোখের সামনে যেটা দেখি সেইটেই ভালভাবে বুঝতে পারিনি। কোনটা Hidden কোনটা Half hidden আর কোনটার মধ্যে কি রহস্য আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার ক্ষমতাও নেই—অবসরও নেই।

রেণুকা—সত্যি নাকি? এ ধারণাটা কবে হ'তে হ'ল শুনি—মেসো মশায় মারা যাওয়ার পর বোধ হয়! ছাখ মালা তুই যদি ওকথা বলিস্ তা হ'লে তাঁর উপর ভয়ানক একটা অবিচার করা হয় জানিস্! (পিতার স্মৃতি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মালার মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল) কি ভাই অমন হ'লি কেন? ব্যাথা পেলি? (মালার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে) মাফ্ করিস্ ভাই—আমি তোর মনে কষ্ট দেওয়ার জন্য ও কথা বলিনি। তাঁর হৃদয় যে কত মহৎ ছিল সেইটে বুঝানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। পয়সা আছে তাই বাপ মা আমাকে College education দিয়েছেন—তাতে তাঁদের কৃতিত্ব ত কিছু নেই; কিন্তু তোর বাবা তোর জন্যে কি ক'রেছেন ভাব্ দেখি। তাঁর হৃদয়ের যা কিছু সুন্দর নিঃশেষে তোর মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন—কোন অসম্পূর্ণতা তোর ভিতরে তিনি রেখে যান নি। তাইত তোর শিক্ষার কাছে আমাদের শিক্ষা আপনি মাথা নত করে। রাগ কর্‌লি ভাই আমার কথায়?

মালা—ছিঃ রেণু! রাগের কথা তুলছিস্ কেন? আমি কি

তোর ওপর কোনদিন রাগ ক'রেছি—না করতে পারি ? তবে বাবার কথা মনে হ'লে ব্যাথায় হৃদয়টা ভ'রে ওঠে—ভাবি কি ছিলাম আর কি হ'য়েছি। মাও দিন রাত্তির আমার জন্যে ভেবে ভেবে সারা হলেন—এইটেই আমার কাছে বর্তমানে সবচেয়ে অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

রেণুকা—মাসীমার যত সব বাড়াবাড়ি ! যার মেয়ের এত রূপ—এত গুণ—তার বাপু এত মিছিমিছি ভাবনা কিসের ? আমি বলে রাখছি মালা—তোর এই সৌন্দর্যের উপযুক্ত পূজারী অচিরেই মিল্‌বে—মিল্‌বে—মিল্‌বে।

মালা—তাই নাকি—তা হবে—ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিত যখন একথা বলছেন তখন হ'তেই হবে। যাকগে ভাই ওসব বাজে কথায় কাজ নেই। এখন বল্ দেখি নূতন জীবনটা কেমন লাগছে ? দিনগুলো কেমন কাটছে তোর ?

রেণুকা—দিন রেতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিনটাত মনে হয় ২০ ঘণ্টা—বাকিটুকু রাত—কখন্ আসে কখন যায় টেরই পাইনি।

মালা—খুব গল্প করিস্ বুঝি ? কি এত গল্প করিস্ রেণু ?

রেণু—তাকি ভাই মনে থাকে ? সে কত কথা !

মালা—আমি কিন্তু এক কথায় তার সারাংশ ব'লে দিতে পারি—ব'ল্‌ব ?

রেণু—আচ্ছা বল্ দেখি কেমন বাহাদুর ?

মালা—ঘুরে ফিরে সেই একই কথা—সে বলে সে তোকে বেশী ভালবাসে—আর তুই বলিস্ তুই তাকে বেশী ভালবাসিস্। কেমন ? ঠিক কি না ?

রেণু—হাঁ—তা কতকটা তাই বটে ! তারপর ?

মালা—কথাটার সমাধান হয় কিসে তা'ও কিন্তু জানি—শুনবি ?

রেণু—তা বল্—কথাটাই যখন বল্লি তখন সমাধানটাও শুনে রাখা ভাল।

মালা—সেও কিন্তু ঐ এক ভাবেই—কোনদিন তার চোখের জলে আর কোনদিন তোর চোখের জলে।

রেণু—মাইরি ভাই—তুই একটা Genius—আচ্ছা তুই এসব কথা কেমন ক'রে জানলি—নিশ্চয়ই প্রেমে প'ড়েছিস্—নইলে এ কথা জানা অসম্ভব।

মালা—কি যে বলিস্ রেণু ! দিন রাত্রি যাদের পেটের চিন্তায় অস্থির থাকতে হয়—তাদের প্রেমের চিন্তা করবার অবসর কোথায় বল্ দেখি ! ভাই !

রেণু—এখানে কিন্তু তোকে আমি Oppose না ক'রে পারলাম না। ঐ একটা জিনিষই আছে যা স্থান, কাল পাত্রা-পাত্র মেনে চলে না। কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে যে তার মোহনস্থর কানের ভেতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে তা ঠিক বুঝে ওঠা দায়—; কিন্তু পরশ যখন তার বুকে এসে লাগে

তখন আকাশ আপনা হ'তেই ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে—বাতাস বনফুলের সৌরভ ব'য়ে এনে হৃদয়টাকে পাগল ক'রে তোলে—কোকিলের কুহুস্বর প্রাণের মাঝে অচিন্ত্যপূর্ব্ব এক শিহরণের সৃষ্টি করে, আর—

মালা—আর ঘোর অমাবস্যাব নিশিতে বিমল জ্যোৎস্নার স্বপ্ন দেখে—কাকের কঠোর স্বরও কর্ণে মধু বর্ষণ করে—বৃক্ষ হ'তে শুষ্ক পত্র আপনা হ'তেই মর্ম্মর শব্দে নিম্নে পতিত হয়—আর—

রেণু—ঠাট্টা হ'চ্ছে বুঝি—আচ্ছা বেশ—কিন্তু আমাব কথাগুলো যে খাঁটী সত্যি তা তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝছ—যে চাপা মেয়ে—তাই অস্বীকার করছ—আমিও ব'লে রাখছি—দু'দিন আগে হ'ক্ পরে হ'ক্ ধরা তোমাকে পড়তে হবেই—তখন এর প্রতিফল ভাল ভাবেই পাবে। এখন একটা কথা রাখবি কি না বল্ ?

মালা—কবে কোন্ কথা রাখিনি বল্‌তে পারিস্ ?

রেণু—তা সত্যি। একটা গান করনা ভাই—অনেক দিন তোর মিষ্টি গলার গান শুনিনি।

মালা—গান !!! গান যে আর আসে না রেণু! যখনই গাইতে যাই কোথা হ'তে একটা কান্নার সুর এসে বুকখানাকে তোলপাড় ক'রে দেয়—অব্যক্ত যাতনায় আপনা হ'তেই গান থেমে যায়।

রেণু—তোকে আর কি ব'ল্‌ব মালা! তুইত জানিসই "Our Sweetest Songs are those that tell of saddest thoughts" বিশেষ যদি কষ্ট হয় তবে না হয় থাক্—

মালা—তোর সাধ কি আমি অপূর্ণ রাখতে পারি—চল্ যাই।

(দু'জনে একটু অগ্রসর হ'তেই আঙ্গিনার মাঝখানে মালার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ। রেণু ঢিপ ক'রে একটা প্রণাম সেরে উঠ্‌তেই)

সরমা—তুই কখন এলি রেণু? কেমন আছিস্?

রেণু—কাল এসেছি মাসীমা—ভাল আছি। অন্য সব কথা তোমার সঙ্গে বল্‌ব'খন। আমি এখন একটু মালার গান শুন্‌তে যাচ্ছি।

সরমা—তাই যা' মা! একেই ওর মুখে হাসি নেই—ক'দিন থেকে আরও যেন মনমরা হ'য়েছে।

রেণু—কেন মাসী—কি হ'য়েছে?

মালা—মা'র যেমন কথা! আয় আয়, গান শুন্‌বি আয়।

[সরমার সংসারের অন্যকাজে প্রস্থান]

(আর একটু অগ্রসর হ'তেই রেণুর ৯।১০ বৎসরের ছোট ভাই শিশিরকুমার ছুট্‌তে ছুট্‌তে দিদির কাছে এসে দাঁড়াল)

রেণু—কি রে শিশির—এত ছুটোছুটি কেন? ব্যাপার কি?

শিশির—তোমার কানে কানে একটা কথা আছে দিদি!

রেণু—এত গোপনীয়!! আচ্ছা বল্ শুনি।

(শিশির দিদির কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি বল্‌ল)

বলিস্ কি রে! তাকে গিয়ে বল্‌গে যে আমার বিশেষ কাজ আছে—এখন যাওয়ার উপায় নেই।

শিশির—(কাঁদ কাঁদ স্বরে) তোমাকে নিয়ে যেতে পার্‌লে আমাকে যে একটা ভাল লাটাই দেবেন ব'লেছিলেন।

রেণু—আহা! তা' হ'লে ত বড় আপশোষের কথা। কিন্তু আমি যদি তার চেয়ে একটা ভাল লাটাই দিই—ক্যারোম বোর্ড কিনে দিই—আরো কত ভাল ভাল জিনিষ কিনে দিই—তা হ'লে আমার একটা কাজ ক'রতে পারবি?

শিশির—খুব পার্‌ব—ব'লেই দেখ না।

রেণু—রাস্তার মাঝ থেকে হাত ধ'রে হিড়্ হিড়্ ক'রে টান্‌তে টান্‌তে তাকে এখানে নিয়ে আস্‌তে হবে—পারবি ত?

শিশির—ওঃ ভারিত কঠিন কাজ—এই দেখ না আমি নিয়ে এলাম ব'লে।

(এই ব'লে ছুট্‌তে ছুট্‌তে খানিকটা দূর গিয়ে, থম্‌কে দাঁড়িয়ে পেছন পানে চেয়ে)

কিন্তু দেবেত যা ব'ল্‌লে?

রেণু—(হাস্‌তে হাস্‌তে) হ্যাঁ রে হ্যাঁ—নিশ্চয়ই দেবো।

(মুহূর্ত্তে শিশির অদৃশ্য হ'য়ে গেল)

রেণু—(বারান্দায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে) কি বেহায়া এই পুরুষ জাতটা বল্‌ত মালা। সবে কাল এসেছি। একটা রাতও পেরোয়নি—এর মধ্যেই এসে হাজির। লোকে কি

ব'ল্‌বে বল্‌ দেখি, আর আত্মীয় স্বজনই বা কি ভাব্‌বেন!

মালা—লোকের বলাবলির ত কোন মূল্যই নেই সংসারে—আর তোমার আত্মীয় স্বজন ভাব্‌বেন এটা তোমার পক্ষে মস্ত বড় একটা জয়ের চিহ্ন।

(এই ব'লে মালা ঘরের ভেতর প্রবেশ ক'রল। রেণু ঘরের এক কোণ থেকে একটা মাদুর নিয়ে এসে বারান্দায় পেতে বস্‌ল—। মালা হারমনিয়মটা ভেতর থেকে নিয়ে আসতে আসতে ব'ল্‌ল্)

মালা—পেটের দায়ে সব একে একে খোয়াতে ব'সেছি, বাবার অতি সাধের এই একটি মাত্র জিনিষ আজও বুকের মাঝে আঁকড়ে ধ'রে আছি—জানি না আর কতদিন একে রাখ্‌তে পার্‌ব !

(এই ব'লে হারমোনিয়মটি মাদুরের ওপর রেখে রেণুর পাশে ব'সে একটা সুরের আলাপ ক'রতে লাগ্‌ল—। এম্‌নি সময়ে শিশিরকুমার সুদর্শন সুস্থদেহ এক যুবকের হাত ধ'রে প্রবেশ ক'রল। ইনি অরবিন্দু দত্ত—রেণুকার স্বামী)

অরবিন্দু—নমস্কার, Miss Bose.

মালা—নমস্কার—Mr. Dutt. আমার বড় সৌভাগ্য যে গরীবের কুটীরে পদার্পণ ক'রেছেন। আসুন, আসুন! ওপরে উঠে (রেণুকার পাশের স্থান দেখিয়ে) ঐ খানে বসুন!

অরবিন্দু—সৌভাগ্য আপনার কি আমার সেটা বলা কঠিন।

(রেণুকার প্রতি) ও—আপনিও এখানে আছেন? নমস্কার!

রেণুকা—খুব যে ইয়ারকি হ'চ্ছে—আচ্ছা বোঝা যাবে, এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এঁকে ত' কোনদিন দেখনি—কারণ আমাদের বিয়ের সময় ইনি দয়া ক'রে আমাদের বাড়ীতে যান নি। কিন্তু এসেই নমস্কার মিস্ বোস বলার অর্থ? ইনি যদি আর কেউ হন্।

অরবিন্দু—এর অর্থত অতি সরল। এত ভোরে বাড়ীতে গিয়েও যখন তোমার দর্শন পেলাম না তখন নিশ্চয়ই বুঝ্লাম যে তুমি তোমার প্রিয় সখির এখানেই এসেছ—যাঁর বিরহের কথা দিনে রাত্তিরে পঞ্চাশ বার শুনে থাকি। কাজেই ইনিই যে তিনি এটা বোঝা আর এমন কঠিন কি?

রেণুকা—ও, তা হ'লে তোমার বুদ্ধি আছে দেখ্ছি—নইলে এই সবে কাল—

অরবিন্দু—দেখ—আমার আজ এখানে আস্বার মোটেই ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু—

রেণু—আচ্ছা, আচ্ছা খুব হ'য়েছে—তোমার এই কলা না খাওয়ার কাহিনীটা পরে শুনলেও চ'লবে। এখন চুপটি ক'রে ব'স দেখি—দিনরাত্তির ত এ এ্যাসিডটার সঙ্গে সে এসিডটা, এ মেটালের সঙ্গে সে মেটালটা—এই নিয়েই আছ। এখন এমন একটা জিনিষ শোন

যা' তোমাকে নীরস্ Materialistic World থেকে নিয়ে যাবে সুন্দর এক Etherial Sphere এ। গা'ত ভাই মালা

(শিশির দিদিকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করল—সে সব দেবে কিনা—দিদিও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল—। শিশির হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল)

মালা—অত বাড়িয়ে তুলিস্ নি রেণু—শেষে আবার

(এই পর্য্যন্ত ব'লে মালা মন-প্রাণ ঢেলে একটা গান ধরিল)

গীত

থেমে গ্যাছে গান ভেঙ্গেছে এ বীণা ছিঁড়ে গ্যাছে যত তার।
সুরের রাগিণী কেঁদে ফিরে যায় রুদ্ধ হৃদয় দ্বার॥
মূক আজি প্রাণে যত ছিল ভাষা,
রিক্ত এ বুকে নাহি কোন আশা,
বিষাদের ছায়া সাথী আজি মোর অতীতের স্মৃতি সার॥
নব জীবনের নবীন প্রভাতে,
গাঁথিণু যে মালা আমি নিজ হাতে,
অজানা কাহার নিঠুর আঘাতে ছিন্ন কুসুম হার॥

অরবিন্দু—(গান বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে)—Super-Excellent—Beauty—An Unrivalled beauty. Really Miss Bose! আপনি একটী রত্ন—অমূল্য রত্ন।

রেণু—ভারি পস্তানি হ'চ্ছে—কেমন না? আগে যদি এ রত্নের খোঁজ পেতে—তাহ'লে আর—

অরবিন্দু—ভারি দুষ্ট হচ্ছ দিন দিন—সম্ভ্রম রেখে কথা ব'লতে জান না।

রেণু—অপরাধ হ'য়েছে আমার—মাফ করুন আপনারা উভয়ে। খুব যে রত্ন রত্ন করছ—তা' এ রত্ন হারটি কারো গলায় পরিয়ে দাও দেখি—তা হ'লেত বুঝব বাহাদুর।

অরবিন্দু—নিশ্চয়ই তা আর বলতে—এই দেখ না আমি কি করি?

মালা—Many thanks Mr. and Mrs. Dutt.

অরবিন্দু—Need't mention.

রেণু—এখন তোমার সেই "ঠাকুর ঘরে কেরে"র ইতিহাসটী বল দেখি শুনি! "এখানে আসার মোটেই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু" ঐ পর্য্যন্ত হ'য়েছিল—তারপর?

অরবিন্দু—তোমরাও চ লে এলে—মনটা নেহাতই কেমন কেমন করতে লাগল—বাড়ীতে থাকতে বা বাড়ীর দিকে তাকাতে আর মোটেই ইচ্ছে করল না (মালা ও রেণুকা মুখ টিপে হাসতে লাগ্‌ল) তাই মনে হ'ল বেরিয়ে আসা যাক্ একবার মোটর নিয়ে নন্দনপুরে আমার Intimate friend অরুণ রায়ের (নাম শোনার সঙ্গে মালার মুখে আমূল পরিবর্ত্তন হ'ল। রেণু তা লক্ষ্য করল) কাছ থেকে। কথাবার্ত্তায় একটু রাত্রি হ'ল—

সে কিছুতেই ছেড়ে দিলে না। অনেক রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়েছে—তখন আসল কথাটী পাড়ল। সেই যে গো—এই ক'দিন আগে দারুণ ঝড় হ'ল সন্ধ্যের সময়—সেই ঝড়ে নাকি আমার বন্ধু এই বাড়ীরই কাছাকাছি কোথায় মরণাপন্ন হ'য়েছিল—আর তোমার বন্ধু মিস বোস্—ইনিই তার প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলেন। তাই অরুণ একটা বিশেষ কারণে নিজে আসতে পারেনি ব'লে আমাকে জোর ক'রেই পাঠালে ভোর হ'তে না হ'তে তার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে মিস্ রায়ের কাছে।

রেণু—তোমারও শাপে বর হ'ল—রথ দেখাও হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় কাজটীও! কি বল?

অরবিন্দু—তা তুমি যা' ভাব। (মালার প্রতি) ফিরে গিয়ে অরুণকে কি বল্‌ব মিস্ বোস্!

মালা—ব'ল্‌বার ত এতে কিছু নেই মিঃ ডাটু। তিনি যে অবস্থায় প'ড়েছিলেন মানুষ মাত্রেই সে অবস্থায় সাহায্য ক'রে থাকে। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না বা আমি তা আশাও করি নি তাঁ'র কাছ হ'তে। তবে Formalityর Sakeএ যখন তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তখন আপনার মারফতেই আমিও In return তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অরবিন্দু—তা হ'লে এখন আসি। অনেক কষ্ট দিলাম—মনে

কিছু কর্‌বেন না। আলাপ যখন হ'ল—তখন মাঝে মাঝে এরকম উপদ্রব করবই। নমস্কার—

মালা—আপনার এরকম উপদ্রবকে দয়া ব'লেই মনে করব। নমস্কার—

অরবিন্দু—(বারান্দা হ'তে নেমে) কি গো—তোমার দেরী আছে নাকি? আমাকে আবার এক্ষুনি ফিরতে হবে।

রেণু—তা বেশ ত। যাও না—যে কাজে এসেছিলে তাও সারা হ'ল—মার সঙ্গেও দেখা হ'য়েছে নিশ্চয়ই কে আর তোমাকে আট্‌কাচ্ছে বল! (অরবিন্দু তবু দাঁড়িয়ে রইল) নাঃ নেহাৎ নাছোড়বান্দা যখন তখন চল। আসি ভাই তবে ফুরসৎ পেলেই আবার আস্‌ছি।

মালা—ফুরসৎ শীগ্‌গীর হবে ব'লে আশা কম।

(রেণুকা ও অরবিন্দু হাসতে হাসতে অগ্রসর হ'ল। কিছুদূর গিয়ে—রেণুকা অরবিন্দকে বল্‌ল—)

রেণু—তুমি আস্তে আস্তে একটু এগিয়ে চল দেখি আমি মালাকে একটা কথা ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছি—এই এলাম ব'লে।

অরবিন্দু—ও সব তোমার চালাকি—আমাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু গোপনীয় কথা ব'ল্‌বার মতলব।

রেণু—তাতে তোমার বিশেষ আপত্তির কিছু আছে কি? Softer sex গো—Softer sex. গোপনীয় কিছু থাক্‌লেও তোমাদের ভয় ক'রবার কোন কারণ নেই।

(অরবিন্দু ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগল, রেণুকে ফিরে আস্‌তে দেখে মালা এগিয়ে গিয়ে)

মালা—কি রেণু! কিছু ফেলে গিয়েছিস্ না কি ?

রেণু—না, ভাই! একটা কথা জিজ্ঞেসা করতে ভুলে গিয়েছি। খাঁটী উত্তরটী চাই কিন্তু। এই যখন অরুণ রায়ের নামটা হ'ল তখন তোর মুখের ভাবটার অত পরিবর্ত্তন কেন হ'ল বল্ দেখি। ভেতরে কিছু ব্যাপার আছে না কি ?

মালা—কি রকম ?

রেণু—এই Love at first sight বা ঐ ধরণেরই কোন একটা কিছু ?

মালা—ও সব Love at first sight সময়ে সময়ে Love at first flight আবার কখন কখন বা Love at first fight ইত্যাদি Romance তোদের মত হাল ফ্যাশানের মেয়েদের মধ্যেই আজ কাল দিন রাত্রি ঘট্‌ছে। গরীব বেচারাকে নিয়ে আর কেন টানাটানি ক'রছিস ভাই।

রেণু—তা হ'লে বল্‌বি নি। আচ্ছা দেখে নেবো।

এই ব'লে হাসতে হাস্‌তে দ্রুত পদে গিয়ে অরবিন্দুর সঙ্গে মিলিত হ'ল। যতক্ষণ তাদের দেখা গেল মালা একদৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে রইল—দৃষ্টির অন্তরাল হওয়ার পর—

মালা—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) কি সুন্দর! যেন ছুটী হাসির ফোয়ারা! এই ত জীবন! আর আমার ? (ক্ষণেক চিন্তার পরে) কি নিষ্ঠুর পরিহাস !!! শুধু একটু

খানি শুষ্ক কৃতজ্ঞতা !!! তাও পরকে দিয়ে !!! (হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে) না, না এ কি দুর্ব্বলতা! চাইনা-আমি কিছু চাই না—জগতের কাছে স্নেহ, ভালবাসা মায়া, মমতা কিছুর প্রত্যাশা করি না—শুধু চাই ঘৃণা, বিদ্রূপ, অপমান আর লাঞ্ছনা। নইলে নইলে যে আমার সংকল্প সিদ্ধ হবে না—পিতার ঋণ পরিশোধ করা হবে না—

(এই ব'লতে ব'লতে উদভ্রান্তের মত সে স্থান ত্যাগ করল—সঙ্গে সঙ্গে)

যবনিকা পতন

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

স্থান—সারদাবাবুর প্রাসাদ। কাল—গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর।

অরুণ নিজের বিস্তৃত ও সজ্জিত কক্ষে চেয়ারে ব'সে কখন এ বইটা কখন সে বইটা নাড়াচাড়া ক'রছে—কখনও বা দেওয়ালের ছবিগুলো মনোযোগের সঙ্গে দেখবার চেষ্টা ক'রছে। কিন্তু কিছুই তার ভাল লাগছে না। শেষে বিরক্ত হ'য়ে বই খাতা ইত্যাদি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের ভেতর পদচারণা করতে করতে—

অরুণ—(স্বগতঃ) নাঃ আর ত' পারি না। এই ক'দিনেই প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠেছে—এম্‌নি ভাবে নিষ্কর্ম্মার মত চুপটি ক'রে ব'সে থাকা অসহ্য !! শুধু মনে হ'চ্ছে বাইরের আলো-বাতাস না পেলে আমি বুঝি পাগল হ'য়ে যাবো। (একটু চিন্তার পর) কিন্তু তারা! আমার ত তবু আশা আছে আজ না হয় কাল—কাল না হয় পরশু বাইরে যেতে পাবো—, কিন্তু তারা! যারা দিনের পর দিন মুক্ত আলো ও বাতাসের সংস্রব থেকে বঞ্চিত হয়ে নির্জ্জন কক্ষে কাল কাটাচ্ছে! তরাও ত মানুষ। কিন্তু তাদের কথা ভাব্‌লে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাব। শ্রদ্ধায় মাথা আপ্‌নি নুইয়ে আসে।

আর আমি কি? ধনীর সন্তান—একমাত্র সন্তান। কিন্তু এ আমার গৌরব না অপযশ—! ঐশ্বর্য্য! ঐশ্বর্য্য !! ঐশ্বর্য্য !!! এ বাড়ীর প্রত্যেকটি জিনিষ জানিয়ে দিচ্ছে—তুমি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী—বিলাস সম্ভোগ ছাড়া তোমার আর কিছু করবার নেই। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য মুহূর্ত্তে বিলিয়ে দিয়ে যারা পথের ভিখারী সেজেছে তাদের ঐশ্বর্য্য কি ঐশ্বর্য্য নয়? তারা যদি পেরে থাকে আমি পারব না? ঐশ্বর্য্যের এ বাঁধন আমার শ্বাসরোধ ক'রবার উপক্রম করেছে। আমি চাই মুক্তি—হৃদয়নিহিত বাসনার অবাধ-মুক্তি।

(অত্যধিক উত্তেজনায় ক্লান্ত হ'য়ে অরুণ চেয়ারে ব'সে প'ড়্‌ল। এমন সময় ভৃত্য এসে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। উপরের সিল্ লক্ষ্য ক'রে বুঝ্‌ল চিঠিখানা স্বরূপনগর থেকে তার বন্ধু অরবিন্দু লিখিয়াছে। অতিশয় আগ্রহের সহিত খামখানা ছিঁড়ে এক নিমেষে চিঠিখানা প'ড়ে টেবিলের ওপর ফেলে রাখ্‌ল। মুখের ওপর একটা হতাশা ও বিষাদের চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল। ক্ষণেক চিন্তার পর)

In return thanks জানিয়েছে। কিছুই বুঝ্‌লাম না—অরবিন্দুটা যে এমন Idiot তা' কোন দিন ভাবিনি। মোটরে ত দু' ঘণ্টারও Journey নয়—Newly married হ'লেই কি তার আর কিছু কর্ত্তব্য থাক্‌বে না—শুধু Sweet-heart এর ইঙ্গিতে ওঠা বসা ছাড়া! Hopeless !! চিঠির কোন 'অর্থই খুঁজে পাচ্ছি নে।

(একটু চিন্তার পর) এ তার অভিমান—না আর কিছু? অভিমান কখনই নয়—নিশ্চয়ই সে নিজেকে অপমানিতা মনে ক'রেছে। আর তা করবার তার যথেষ্ট অধিকারও আছে। কিন্তু সে জানে না যে পদে পদে আমার কত বাধা—কত বিঘ্ন—নইলে এত অমানুষ আমি নই যে পরকে দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাব তার কাছে যে আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছে—না আর ভাবতে পারিনে—গ্রীষ্মের এ দুপুরটাও কি বিশ্রী যেন কাটতে চায় না। ঘণ্টা দুই বেলা আছে এখনও। সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসতে পারব। মোটরে যাব আস্‌ব তাতে আর স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি হবে? কেউ আপত্তি করবে না নিশ্চয়ই

(ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে বেরুতেই দেখে তার বাবা ও নায়েব কিয়ৎদূরে অবস্থিত বৈঠকখানা ঘরে—গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা বিষয়ের আলোচনা কর্‌ছে—পাশ দিয়ে যেতেই

সারদা—কোথায় যাচ্ছ অরুণ? তোমার শরীরত এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি!

অরুণ—সারাদিন ঘরে ব'সে থেকে মাথার ভেতর ঝিম ঝিম ক'রছে—তাই মোটরে চেপে একটু বেরিয়ে আসব ভেবেছি।

সারদা—তা' যাও—কিন্তু নিজে যেন মোটর চালিয়ো না।

অরুণ—আজ্ঞে না—ড্রাইভার সঙ্গে নেবো।

(একটু অগ্রসর হতেই)

সারদা—আর ছ্যাখ—সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস।

অরুণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অগ্রসর হ'ল। ড্রাইভার ডেকে মোটরে চেপে রওনা হ'ল—

(মোটর অদৃশ্য হওয়ার পর)

সারদা—দেখ কেদার—ছেলেটি আমার বড় নম্র। এত যে লেখা-পড়া শিখেছে—বিদেশী লেখাপড়া বুঝেছ—তবু আজ পর্য্যন্ত মাথা উচু ক'রে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

কেদার—সে সবই আপনার শিক্ষার গুণ!

সারদা—কিন্তু ভাব্‌ছি—এত ভালমানুষ হ'লেত জমিদারী চালাতে পারবে না—শেষে কি আমার অবর্ত্তমানে সব ভাসিয়ে দেবে?

কেদার—আজ্ঞে হুজুর! সেটা ত' একটা মস্ত বড় দুশ্চিন্তারই কথা। আপনি লক্ষ্য ক'রেছেন কিনা বল্‌তে পারি না, কিন্তু আমি এটা বেশ বুঝেছি বাবুর যেন কেমন একটা উড়ো উড়ো ভাব—। কোনদিন ভুলেও যদি জমিদারী সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞেস ক'রতে গিয়েছি, দেখেছি তিনি তাতে বিরক্ত হন—সব কিছুই তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দেন।

সারদা—কেদার! তুমি যে পাগল হ'লে দেখ্‌ছি—লোক চরিয়েই এত বড়টা হ'লাম আর নিজের ছেলেকে চিন্‌তে পারিনি ভাব্‌ছো? খুব পেরেছি আর পেরেছি ব'লেই

ত' যা'তে শীগগীর শীগগীর শ্রীমানের মতি পরিবর্ত্তন হয় তার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছি। (একটু চিন্তার পর) কিন্তু মনে হ'চ্ছে পথে একটা বিঘ্ন এসে দাঁড়িয়েছে।

কেদার—আমি যে অবাক হ'য়ে যাচ্ছি হুজুর! আপনার মত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী জমিদারের পথে বাধা! আর আমাদের মত প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী ভৃত্য থাকতে? আপনার কথা শুনে আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে কর্ত্তা!

সারদা—(চিন্তান্বিত ভাবে) আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না?

কেদার—আজ্ঞে কর্ত্তা নিশ্চয়ই হয়।

সারদা—কি করতে হবে জান্‌লে না, শুনলে না, অথচ ব'লে ফেল্‌লে নিশ্চয়ই হয়। এত বড় নির্ব্বোধ ত তুমি ছিলে না কেদার।

কেদার—কর্ত্তার মুখ থেকে যখন বেরিয়েছে "একটা কাজ ক'রলে হয় না কেদার"—তখনই কেদার বুঝে নিয়েছে যে সে কাজ ক'রতেই হবে যেন তেন প্রকারেণ। এখন বলুন দেখি উত্তরটা কি আমি নির্ব্বোধের মত দিয়েছি?

সারদা—আরে না না। ওটা তোমার সঙ্গে একটু রসিকতা করছিলাম। তুমি আমার ভৃত্য বটে কিন্তু আর এক-হিসেবে তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই যা কিছু ভাল মন্দ তোমাকে না বলে আমি শান্তি পাইনে।

কেদার—হুজুরের সেটা অসীম অনুগ্রহ।

সারদা—তুমি তা জানই অনেকদিন হ'তেই নবগ্রামের-যতীশ মিত্রের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে অরুণের বিয়ের কথাবার্ত্তা চ'লছে সম্প্রতি পাকা কথাও দিয়ে সেরেছি, কিন্তু—

(এই পর্য্যন্ত ব'লে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কেদারের কাণে কাণে কিছুক্ষণ ধ'রে—সারদা রায় কি ব'লল। তারপর জিজ্ঞাস ক'রল)

পারবে ত' এ কাজ ?

কেদার—ওঃ ! কেদারের কাছে এ আবার একটা কাজ !!! কিছু না কিছু না ! আপনার চিন্তা করবার কোন কারণ নেই। দেখ্‌বেন আপনার চিরাণুগত দাস সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নে শেষ ক'রেছে।

সারদা—আচ্ছা—তা হ'লে এখন তুমি যেতে পার। সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত ভাবে ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে থাকৃবে।

কেদার—যে আজ্ঞে !

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হ'য়ে প্রস্থান—কিছুদূর যেতে না যেতেই)

সারদা—ওহে কেদার—শোন শোন (কেদারের প্রত্যাবর্ত্তন) আমার শেষ আদেশ না নিয়ে যেন আসল কাজে হাত দিও না। (কেদার অগ্রসর হ'ল—পুনরায়) আর একটা কথা কেদার (কেদার থমকে দাঁড়াল)—তুমি আর আমি ছাড়া বিষয়টা যেন কেউ ইঙ্গিতে বা আভাষেও বুঝতে না পারে।

কেদার—বিলক্ষণ! সে কথা একবার ক'রে। আসি তবে।
কেদার ঐ ক'রতে ক'রতেই চুল পাকিয়ে ফেল্‌ল

[এই ব'লতে ব'লতে প্রস্থান]

সারদা—কেদারের মত ভৃত্য পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা—লাখে একটী মেলে কি না সন্দেহ। যাক্—কেদারের ওপর ভার দিয়ে ও দিকটা ত একরকম নিশ্চিন্ত। এখন গিন্নীর কাছ থেকে ভেতরের খবর কিছু পাওয়া যায় কি না তারই একটু চেষ্টা দেখা যাক্। কত পাকা-পাকা লোকই সারদা রায়ের চা'লে বে চা'ল মেরে গেল—গিন্নী ত' অবলা স্ত্রী জাতি। দুটো মিষ্টি বুলি আওড়ালেই ও জাত গ'লে জল।

(এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে অন্দর মহলের দিকে প্রস্থান)

—দৃশ্যান্তর—

(কমলা শয়ন কক্ষের আসবাব পত্র গোছান কার্য্যে ব্যাপৃতা। পেছন হ'তে সারদা রায়ের প্রবেশ)

সারদা—কি গো—কি হ'চ্ছে ?

কমলা—(তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় উঠিয়ে) হবে আর কি মাথামুণ্ডু ? কাজ ও নেই—অবসরও নেই।

সারদা—(ঈষৎ হাস্যে) তার মানে ?

কমলা—ঝি-চাকরত' দু'পাঁচটা রেখেছ—তাতে আমার লাভ হ'য়েছে এই যে তারা যা ভাঙ্গে তা' আমাকে গ'ড়তে হয়—আর যা গড়ে তা ভাঙ্গতে হয়।

সারদা—কথাটা যা ব'লেছ তা খুবই ঠিক। মাইনে করা ঝি চাকর—তাদের দরদই বা কতটুকু আর রুচির দৌড়ই বা কতখানি হবে।

কমলা—সবই আমার অদৃষ্ট ! তেমন দরদী আর কোথায় পাব বল ?

সারদা—এ-কথা বলা তোমার অন্যায়, কেন তোমার অমন ছেলে—বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে নিয়ে এস—তা হ'লেই সব আপশোষ মিটে যাবে।

কমলা—তাই কি বলা যায় ? হিতে বিপরীত ও হ'তে পারে।

সারদা—কথাটা আংশিক ঠিক হ'লেও ভাল বংশের মেয়ে আন্‌লে প্রায়ই পস্তানি হয় না—কি বল ?

কমলা—তা সত্যি। তবে তাই কর। বংশটাও ভাল হয় মেয়েও দেখতে শুন্‌তে মনের মত হয়—এইরকম একটা বিয়ের জোগাড় কর।

সারদা—সেই কথা ব'ল্‌বার জন্যই ত এসেছি। তোমার সেদিনকার সেই কথার পর থেকে এক'দিন মনের মধ্যে দারুণ একটা দ্বন্দ্ব চ'ল্‌ছে—একদিকে আজন্ম-অর্জ্জিত অর্থলোভ—অন্যদিকে স্ত্রী ও পুত্রের হৃদয়। তোমরাই কিন্তু জয়ী হ'লে শেষে। সারদারায়ের জীবনে এই প্রথম পরাজয় !

কমলা—তোমার এ হেঁয়ালির ত কোনই অর্থ বুঝতে পার্‌ছিনে।

সারদা—হেঁয়ালি নয় গো—হেঁয়ালি নয়। এ আমার প্রাণের কথা। অনেক চিন্তার পর শেষে মনস্থির ক'রেছি ছেলে যাতে সুখী হয় তাই করাই আমার উচিত। আমাদের ঐ একটী মাত্র ছেলে—যা' কিছু ক'রেছি সবই ত' ওর। আমাদের দিন ত ফুরিয়ে আস্‌ছে। আর টাকার লোভ ক'রে পরকালটা নষ্ট করি কেন ? যেখানে তার প্রাণ চায়, সেখানেই সে বে' করুক—নিজের জমিদারী নিজে দেখে শুনে চালাক্। আমরা যে কটা দিন আছি—তাদের আনন্দেই আনন্দ করব—কি বল ?

কমলা—ভগবান যে তোমার এমন সুমতি দেবেন এযে আমি স্বপ্নে ও ভাবতে পারি নি।

সারদা—তুমি ত তুমি—আমি নিজেই কোনদিন ভাব্‌তে পারিনি যে স্নেহের মোহ জীবনে এত অসম্ভব বিপর্য্যয় ঘটাতে পারে। পরিবর্ত্তন যখন আসে তখন এমনি অতর্কিত ভাবেই আসে বোধ হয়—কি বল ?

কমলা—তা সত্যি। ইতিহাস, পুরাণে ত তার কত দৃষ্টান্তই আছে। আজ যে ঘোর পাপী কাল সে দেবতার আসন পেয়েছে।

সারদা—তা যেন হ'ল—এখন কথা হ'চ্ছে যে লাজুক ছেলে তোমার—আমি জিজ্ঞেসা ক'র্‌লে ত' মুখ দিয়ে তার কথাই বেরুবে না। তুমিই তা হ'লে স্পষ্ট ভাবে জেনে নাও কোথায় সে বিয়ে ক'র্‌তে চায়। আমার এই লোভী মনকে বিশ্বাস নেই—কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব কাজটা সেরে ফেল্‌তে চাই।

কমলা—কতকটা যে না জেনেছি তাও নয়।

সারদা—অরুণ কি তোমায় কিছু ব'লেছে নাকি ?

কমলা—স্পষ্ট না ব'ল্‌লেও মা হ'য়ে ছেলের মনের ভাব বুঝ্‌তে আর কতক্ষণ। সেই যে গো—সেই ঝড়ের রাতে যে মেয়েটী অরুণের প্রাণ-রক্ষা ক'রেছিল—অরুণ প্রায় সময়েই সেই মেয়েটীর কথা বলে। সে নাকি অপরূপ রূপসী অজ্ঞান অবস্থাতেই কতবার ব'লেছে—এখন ত

সব সময়েই তার কথা। একটু কৃতজ্ঞতা পর্য্যন্ত তাকে জানান হ'ল না এই ব'লে কত আপশোষই না সে করে!

সারদা—এ বয়সে রূপের প্রশংসা করা মানেই ধ'রে নিতে হবে যে ছেলে তোমার তার প্রেমে প'ড়েছে। এত আনন্দের কথা! আমিও ডাক্তার ব্যানার্জ্জীর কাছে শুনেছি মেয়েটীর বাপ খুব উচ্চ-শিক্ষিত ছিল—মেয়েটীও প্রকৃত শিক্ষিতা—আজ কালকের রাস্তাঘাটে চলা-ফেরা করা বাঙ্গালী মেমসাহেবদের মত নেহাৎ খেলো নয়। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ত তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার যেন সবই ভুল হ'য়ে যাচ্ছে।

কমলা—না গো না—অত বুড়ী আজও হইনি যে ভুল হবে। যখন তখন আমার বয়সের কথাই তোল—দেখে এসগে দেখি সহর-বাজারে আমার মার বয়সী কতজনা হালফ্যাসানে সেজে স্বামীর হাত ধ'রে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছে। আমি যে কিছু ক'র্‌তে পারি নি তা বয়সের ভুলে নয়গো, বয়সের ভুলে নয় তোমার ভয়ে।

সারদা—আর যা' খুশী বল—এত বড় জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা ব'লো না। সারদা রায়কে শত করা নিরানব্বই জন ভয় করে সত্যি; কিন্তু যে একজন করে না সে হচ্ছে

তুমি। যাক্, আর বাজে কথায় কাজ নেই। যদিও সবই বোঝা গিয়েছে তবুও অরুণের মুখ থেকে কথাটা শুনে নিও—তা হ'লেই আমি নিশ্চিন্ত।

কমলা—যখন বল্‌ছ তখন একবার জিজ্ঞেসা করব। তবে ধ'রে রেখো, অরুণ ওখানে ছাড়া আর কোথাও বিয়ে কর্‌বে না। যাই দেখি গে—তোমার গুণের ঠাকুর চাকররা কি কর্‌ছে। কোথাও যেও না যেন ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সহাস্য-মুখে কমলা প্রস্থান কর্‌ল। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল সারদা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টির বাহিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হো হো ক'রে হেসে উঠল—তারপর)

সারদা—(স্বগত) কি নির্ব্বোধ এই স্ত্রী জাতি! অথচ এদের না হ'লে সংসার চলে না। আমার স্ত্রী ত অশিক্ষিতা। তার কাছ থেকে দুটো কথা আদায় করা কিছুই নয়। কিন্তু শিক্ষার অভিমান কর্‌ছে যারা—বিদ্যার গর্ব্ব কর্‌ছে যারা তাদেরই বা বুদ্ধির পরিচয় কোথায়? তাদের ত অনেকেই মন ভোলান মধুর কথার জালে আবদ্ধ হ'য়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আন্‌ছে। আমি বুঝি—স্ত্রীজাতির প্রকৃত শিক্ষা হবে তখনই যখন তারা ইঙ্গিতে বুঝে নেবে পুরুষের মন—আভাষে ধ'রে ফেলবে তার ভণ্ডামি আর কারসাজি। নইলে পুরুষের গড়া সমাজে তাদের চিরকালই নির্ব্বোধ আখ্যা নিয়ে থাকতে হবে।

(ক্ষণপরে) জেনে যখন ফেল্‌লে সবই তখন এগিয়ে চল মন—আর কেন ?

রজত-বরণী সুন্দরী প্রেয়সী আমার ! সব যায় যাক্—শুধু তুমি যেন আমায় ত্যাগ ক'রো না।

(এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে শূন্যের পানে চেয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান।)

—২য় দৃশ্য—

কাল—বৈকাল। অরবিন্দুর বিশাল প্রাসাদ।

প্রত্যেকটী জিনিষ বিলাতী ধরণে সজ্জিত। বিস্তৃত প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে আঁকা-বাঁকা হটের রাস্তা। রাস্তার পাশে নানা-জাতীয় ফুলের গাছ। মাঝখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা টেনিস্ কোর্ট। অরবিন্দু ও রেণুকা টেনিস খেলায় রত।
এমন সময় দূরে মোটরের হর্ণ বেজে উঠল। উভয়েই চ'ম্‌কে উঠে তাকাতেই দেখল, মোটরখানা তাদের দিকেই আসছে।
রেণুকা সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাকেট্ ফেলে দিয়ে বাড়ীর দিকে পালাবার উপক্রম ক'রতেই—

অরবিন্দু—গেমটা শেষ না ক'রে গেলে ভাল হবে না কিন্তু ব'ল্‌ছি—মাত্র ত' কটা পয়েন্টস্ বাকি—

রেণুকা—কি যে বল—পরিচিত কেউ হলে—লজ্জায়—

(এই বল্‌তে বল্‌তে ছুটে পালিয়ে গেল। অরুণ মোটর হতে সেটা লক্ষ্য করল। একটু পরে মোটর এসে আঙ্গিনায় থাম্‌তেই—অরবিন্দু অগ্রসর হ'য়ে—)

অরবিন্দু—আরে এ যে অরুণ! ব্যাপার কি? এস এস।

(অরুণ মোটর হতে নাম্‌ল। দুজনে হাত ধরাধরি করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ফুলের গাছ ও লতায় পাতায় ঢাকা একটি কুঞ্জবনের ভেতর বেঞ্চের ওপর বস্‌ল)

অরুণ—আঃ—এখানে এসে বাঁচ্‌লাম্। কদিন ঘরে বন্ধ থেকে

প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠেছিল। দূরথেকে একটী মেম সাহেবকে তোমার সঙ্গে খেল্‌তে দেখ্‌লাম্। তিনি কেহে।

অরবিন্দু—মেমসাহেব? ও—তিনি যে তোমার বন্ধুপত্নী মিসেস রেণুকা দত্ত।

অরুণ—এতদূরও গড়িয়েছ! নিজেই নিজের অভিভাবক, আর হলেই না হয় বিলেত ফেরৎ—তাই বলে স্ত্রীটীকেও কি মেম না সাজালে নয়? আর সবই সহ্য করা যায়—কিন্তু নারীর সৌন্দর্য্যের হানি হয় এমন কিছু দেখ্‌লে মনটা আপ্‌না আপ্‌নি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

অরবিন্দু—বাইরের হাওয়াত কোনদিন গায়ে লাগালে না—তাই ও কথা বল্‌ছ। অতীতের পুরোনো স্মৃতি আঁক্‌ড়ে ধরে থাক্‌তেই অভ্যস্ত—কাজেই নূতন কিছু দেখ্‌লেই আঁতকে ওঠ তোমরা। কেন? পাশ্চাত্যের স্ত্রীজাতি কি প্রাচ্যের স্ত্রী জাতির চেয়ে কোন অংশে হীন?

অরুণ—হীন ত নয়ই—বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এ-কথা বল্‌লেও বোধ হয় অন্যায় হবে না যে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ শুধু গাউন আর হিলতোলা জুতো নয়। পুরোনো বলেই সেটাকে ত্যাগ করতে হবে আর নূতন কিছু দেখ্‌লেই তা লুফে নিতে হবে এমতেরও পক্ষপাতী আমি নই। ভাব্‌তে পার প্রগতিশীল এই যুগে আমার এ মতের কোন মূল্যই নেই। হতে পারে তা—কিন্তু

প্রগতির দোহাই দিয়ে সমাজে যে সব অনাচার চল্‌ছে তা যদি অবাধে বেড়েই চলে তাহলে আর দুশ্চিন্তা করবার কিছুই থাক্‌বে না—দিব্যি সেই আদিম Adam & Eve এর যুগে এসে পড়া যাবে। সেই ভাল—কি বল ?

অরবিন্দু—তাহলে প্রগতি বলতে তুমি কি বোঝ ?

অরুণ—মনকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে তাকে অবাধ গতি দেওয়ার নামই প্রগতি—কিন্তু প্রগতি সার্থক হবে তখনই যখন মন অবাধ গতিতে ছুটে যেতে পার্‌বে বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে—নইলে তা নিশ্চয়ই উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্য্যবসিত হবে।

অরবিন্দু—আচ্ছা, অন্যসময়ে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা কর্‌ব। চল দেখি এখন Drawing room এ যাওয়া যাক্—অনেকক্ষণ এসেছ একটু চা খাবে চল।

অরুণ—এই দারুণ গরমে চা খাওয়া আমার সহ্য হবে না ভাই।

অরবিন্দু—না হয় অন্য কিছুই হবে। ওঠ দেখি।

(দু'জনে বেঞ্চ হ'তে উঠে ড্রইং রুমে গিয়ে ব'সল)

অরুণ—অবসর তোমার মোটেই নেই তাত স্বচক্ষেই দেখ্‌লাম—হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন যে কি করে হয় মানুষের তা আমার ধারণার বাইরে।

অরবিন্দু—ধারণার ভেতরে আসতেও বোধহয় বিশেষ দেরী নেই।

অরুণ—তার মানে ?

অরবিন্দু—চিরকুমার থাকবার বাসনা যখন নিশ্চয়ই নেই তখন আমার কথার মানেত অতি সহজ বলেই আমার মনে হয়।

অরুণ—নেই যে তাই বা তোমাকে কে বলেছে ? যাক্‌গে ওসব বাজে কথা। সেখান থেকে এসে আমার সঙ্গে অন্ততঃ দেখা করা তোমার পক্ষে খুবই উচিত ছিল।

অরবিন্দু—তা হয়ত ছিল—কিন্তু চিঠিতে যা লিখেছিলাম তারচেয়ে বেশীকিছু জানাবার আমার নেই। হয়ত আরও কিছু আশা ক'রেছিলে তুমি' কিন্তু অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে জানাতে হ'চ্ছে—আমার পক্ষে তা সম্ভব হয় নি—হয়ত ইনি

(এই সময়ে রেণুকা মার্জ্জিত রুচিসম্পন্নবেশ-ভূষায় সজ্জিত হ'য়ে প্রবেশ ক'রে অরুণকে নমস্কার করল। অরুণ প্রতিনমস্কার জানাল)

তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে নূতন কিছু জানাতে পারেন।

অরুণ—বাঃ—কি সুন্দর! দেখদেখি অরু! শাড়ীতে হিন্দু নারীর সৌন্দর্য্য কতখানি ফুটে উঠেছে!

অরবিন্দু—(হাস্‌তে হাস্‌তে) সব সময় সৌন্দর্যের পূজো করলেই ত চলে না। আরও কিছ দরকার।

রেণুকা—আমিত হাল ছেড়ে দিয়েছি—দেখুন আপনি যদি পারেন ওর মতটা বদ্‌লে দিতে। এখন কি আলোচনা হ'চ্ছিল তাই বলুন দেখি অরুণ বাবু।

অরুণ—বিশেষ কিছুই নয়। আপনি ওর দু'ঘণ্টার ছুটীও মঞ্জুর করেন না, এইটুকুই আমার অভিযোগ।

রেণুকা—উনি তাই ব'লেছেন নাকি? তা' হবে। আপনাদের ত সাতখুন মাপ। দোষ করবেন আপনারা আর তার শাস্তি ভোগ করব আমরা। এই ত আপনাদের তৈরী সমাজের নিয়ম। কি বলেন?

অরবিন্দু—ওহে অরুণ ওঁকে আর বেশী ঘাঁটিয়ে কাজ নেই—Enlightened and Modern girl. হয়ত আরও কিছু শুনিয়ে দেবেন। অরুণের আসল অভিযোগ হ'চ্ছে তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে এসে কেন আমি ওর ওখানে যাইনি। শুধু চিঠিতে দুটো কথায় ওর মন ভেজেনি—আরও কিছু জান্‌তে চায়। আমি ত অপারগ—পার ত ওকে Help কর।

রেণুকা—ও—এই কথা? তা বলুন অরুণ বাবু আপনি কি জান্‌তে চান তার সম্বন্ধে?

অরুণ—না—এমন কিছু না—আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল—নানা কারণে যেতে পারি নি ব'লে তিনি অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন কি না তাই জানবার একটু বাসনা হয়েছিল।

রেণুকা—অর্থাৎ প্রকারান্তরে আপনি জানতে চান সে আপনার ওপর অভিমান ক'রেছে কি না। আর এইটুকু জানলেই বুঝে নেবেন যে অভিমান যার অভিব্যক্তি তার আসনও

পাতা হ'য়েছে আমার বন্ধুর হৃদয়ের ওপরে। কিন্তু কি বলব অরুণবাবু, সে আমার আবাল্য বন্ধু হ'লেও আজ পর্য্যন্ত তাকে চিনে উঠতে পারলাম না। এমনই তার শিক্ষার গভীরতা যে তার ভেতরের খবর সে কিছুতেই বাইরে প্রকাশ করতে চায় না। আর এমনই তার আত্মসম্মান জ্ঞান যে পাছে কেউ তার দারিদ্র্যকে উপহাস করে এই ভয়ে শত অনুরোধেও সে এমন কি আমার বিয়েতে পর্য্যন্ত যোগ দেয়নি।

অরবিন্দু—এত ভারি মুস্কিলের কথা হ'ল দেখছি। একের আকুল আগ্রহ—অন্যের নিষ্ঠুর উদাসীনতা। এর সামঞ্জস্য হয় কিসে তাত আমার মাথায় আস্‌ছে না। এ যে দেখছি Science এর thesis লেখার চেয়েও ঢের কঠিন ব্যাপার।

রেণুকা—এ কথা আজ নূতন জানছ না কি। জানবেই বা কি ক'রে? দিন রাত্রি যার নীরস জিনিষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি সে মনের খোঁজ রাখবে কোত্থেকে? বড় বড় ডিগ্রীত নিয়েছ—বুঝি বাহাতুরী যদি অন্ততঃ একটী মনেরও নিখুঁত বিশ্লেষণ ক'রে দিতে পার। পারবে না কিছুতেই না। মুহূর্তে যার আমূল পরিবর্ত্তন হয় তার স্বরূপ নির্ণয় করবে কোন বিদ্যার জোরে?

অরবিন্দু—আমার মাথায় কিন্তু একটা ফন্দী এসেছে।

রেণুকা—দেখা যাক বৈজ্ঞানিক প্রবরের গবেষণার ফল।

অরবিন্দু—এই ধর—ঠিক ঘটক জাতীয় নয়—অথচ একটা Third person কে মেয়ের মার কাছে পাঠান হ'ল—সে তাঁকে গিয়ে ছেলের-রূপ-গুণ-শিক্ষা ঐশ্বর্য্য ইত্যাদির কথা বেশ একটু অতিরঞ্জিত ক'রেই না হয় বলল—মায়ের মত ত সঙ্গে সঙ্গেই জানা গেল। মা নিশ্চয়ই মেয়েকে এ সব কথা বলবে। দু'দিন পরে আবার সেই লোক সেখানে গিয়ে হাজির। মা'র কাছ থেকেই মেয়ের মনের ভাবও জানা গেল। এটা কেমন যুক্তি।

রেণুকা—ওটা একটা যুক্তিই নয়—নেহাৎ সেকেলে আর পাড়াগেঁয়ে। ওসব তোমাদের কর্ম্ম নয়—শিক্ষায় বরং সে প্রলুব্ধ হ'তে পারে কিন্তু ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখালে উলটো ফল হবে। আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য ক'রেছি কেন জানিনে—ধনীর বিশেষতঃ জমিদার class এর ওপর তার একটা দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মেছে—যার ফলে সে আমাকে পর্য্যন্ত দূরে ঠেলতে চায়। তাই আমি যা' বলি কর। চল তিন জনে কাল না হয় পরশু মালাকে একটা Surprise visit দেওয়া যাক। মোটর খানা দূরে রেখে তিনজনে হেঁটে যাব। অরুণবাবু বাড়ীর বাইরে কিছুদূরে অপেক্ষা ক'রবেন। আমি একথায় সে কথায় মালাকে ভুলিয়ে একেবারে অতর্কিত ভাবে অরুণবাবুর সামনে এনে ফেলব। তারপর বুঝেছ গো—আমরা দু'জনে, গা ঢাকা দেবো। ওরা তখন পরস্পর

পরস্পরের মন বুঝে নেওয়ার সুযোগ পাবে। এ যুক্তি কেমন লাগছে?

অরবিন্দু—Bravo! my Darling! এই জন্যেইত—

রেণুকা—থাক্—থাক্ খুব হ'য়েছে। অরুণ বাবু কি বলেন?

(অরুণ হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল)

অরবিন্দু—ওকে আবার কি জিজ্ঞেসা ক'র্ছো? অজ্ঞানে দেখ্য—অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি দেখবার জন্যে ওর প্রাণ করছে ছটফট্। ওকে এখন যা' ব'ল্বে তাতেই রাজী হবে। (সবাই হাস্তে লাগল। এমন সময় বেয়ারা চা ইত্যাদি নিয়ে হাজির হ'লো। অরুণের দিকে ডাবের জল, সরবৎ এগিয়ে দিল। চা পান ক'র্তে ক'র্তে অরবিন্দু বল্ল) আচ্ছা বাড়ীটা আজ এত ঠাণ্ডা কেন? তারা গেল কোথায়?

রেণুকা—কে? আরতি আর কল্পনা? তাদের একজন Class Friend এসে ঘণ্টা খানেক আগে তাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছে একটা Partyতে নাচ্তে হবে ব'লে। এই এল ব'লে দেখ।

অরুণ—কৈ, আমাকে ত কোনদিন তাদের নাচ্ দেখাও নি?

অরবিন্দু—১০।১৫ মিনিট অপেক্ষা কর—তা হ'লেই এসে প'ড়বে।

অরুণ—এদিকে আবার সন্ধ্যেও হ'য়ে আস্ছে।

অরবিন্দু—তাতে আর এমন দুর্ভাবনা কিসের? বাড়ীতে এমন

কেউ নেই যে প্রতীক্ষায় আশা-পথ পানে চেয়ে ব'সে আছে।

অরুণ—সেই ব'লেই ত [illegible] থাকলে কি আর—

অরবিন্দু—সবুরে মেওয়া ফলে বন্ধু—সবুরে মেওয়া ফলে।

(এমন সময় কলরব শোনা গেল)

ঐ এসেছে ওরা।

(ছুটতে ছুটতে আরতি ও কল্পনার প্রবেশ। দু'জনে এক সঙ্গেই—

"দাদা, বৌদি তোমরা ত বেশ—আমাদের ফেলেই চা খেতে"—এই পর্য্যন্ত ব'লেই অরুণের দিকে দৃষ্টি পড়ায় লজ্জিত হ'য়ে অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানে থেমে গেল)

অরবিন্দু—সব ঠিক আছে রে—সব ঠিক আছে। তোদের এই দাদাটী তোদের নাচ্ দেখতে চায়—অথচ তাকে আবার এক্ষুনি বাড়ী ফির্তে হবে। কাজেই দেরী ক'র্তে পাবি নি একটুও।

আরতি—কি বকশিস্ পাব ?

অরবিন্দু—দাঁড়া না—ওর শীগগীরই বিয়ে হ'চ্ছে—তখন প্রচুর বক্শিস্ মিলবে।

কল্পনা—সত্যি নাকি ? নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই কর্বে—কি বল দাদা! বিয়ের বাসরে—এমন নাচ্ব গাইব তার আর কি বল্ছি।

রেণুকা—পরের কথা পরে হবে। এখন যা বলা হ'চ্ছে তাই কর।

আরতি—বাবা! বৌদির যে কড়া হুকুম! আর দেরী নয়রে—আয়—

(আরতি ও কল্পনার Oriental Dance এর সঙ্গে গান)

কল্পনা—মনের সাগরে পাল তুলে দিয়ে চলি স্বপনের দেশে।
আরতি—প্রাণের অর্ঘ্য সাজাই যতনে দীন-ভিখারীর বেশে॥
কল্পনা—আমি—সাজি নিতি নব রূপে,
আরতি—আমি—গন্ধ মিশাই ধূপে,
কল্পনা—বাঁধনের ভয় নেইকো আমার মুক্ত চির মুক্ত,
আরতি—দয়িতের পায় সব দিয়ে ধরা রিক্ত এবে রিক্ত,
দু'জনে—দুটী হৃদি বীণ হ'য়ে আজি লীন একে যাক্ আর মিশে।
মুক্তির সাথে বাঁধন নইলে সৃষ্টি বাঁচিবে কিসে॥

অরুণ—বা! সুন্দর! এর পর আরও ভাল ক'রে শুন্‌ব—আজ তা হ'লে আসি—নমস্কার মিসেস ডাট।

রেণুকা—নমস্কার।

অরবিন্দু—Don't get disheartened my dear friend—Cheer'ou.

(অরুণের হাস্‌তে হাস্‌তে প্রস্থান)

—৩য় দৃশ্য—

কাল অপরাহ্ন সরমার কুটীর

সরমা অসুস্থাবস্থায় ভেতরে শায়িতা—মালা পায়ের কাছে ব'সে মায়ের শুশ্রূষায় নিরতা।

মালা—আজ শরীরটা কি খুব খারাপ লাগ্‌ছে মা!

সরমা—কিছুই বুঝতে পারছিনে। বুকের বেদনাটা কেবল অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী এইটুকু বুঝছি।

মালা—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) এম্‌নি অবস্থায় প'ড়েছি আমরা যে একটা ওষুধ পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ক'রবার সামর্থ্য নেই। ক'দিন আর এ ভাবে চ'ল্‌বে মা! আমার যে কোন শক্তি নেই। একমাত্র সম্বল ভিক্ষা—। মনের সব চেয়ে দীন অবস্থায় এসে না পৌঁছুলে মানুষ ভিক্ষা চাইতে পারে না। পূর্ব্বের যত কিছু সংস্কার—সব বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার জন্য আমি ভিক্ষা কর্‌তেও প্রস্তুত; কিন্তু এই রূপ আর বয়স যে সে পথেরও বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সব সহ্য ক'র্‌তে পারি, কিন্তু পারিনে শুধু পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি আর তার কুৎসিৎ বিদ্রূপ। দারিদ্র্য !!! দারিদ্র্যই যত অনর্থের মূল। ধনীর ঘরের কত রূপসী বয়স্থা মেয়ে অবাধে পুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করছে—কারো সাধ্য আছে তাদের অপমান

করা? কিন্তু দরিদ্রের কন্যা আমি—আমি অপমানিতা হ'লে তার—প্রতীকার কোথায়? সমাজপতির বিচারে উল্টো আমিই দোষী সাব্যস্ত হব—কলঙ্কের পশরা মাথায় নিয়ে সমাজে পতিতা হ'য়ে থাকব। একথা ভাবলেও আমার প্রাণ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। না—না, না খেয়ে মরি সেও ভাল। অনাহারে—অচিকিৎসায় তুমি চোখের সাম্‌নে পলে পলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবে—বুক ভেঙ্গে গেলেও তা সহ্য কর্‌ব—তবু—তবু মা! ভিক্ষায় বেরিয়ে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে পার্‌ব না—কিছুতেই না।

সরমা—কেন মা, এত বিচলিত হ'চ্ছিস্? এ অসুখ আমার কিছুই নয়—দু'দিনেই সেরে উঠব।

মালা—(আগ্রহ সহকারে) হাঁ মা তাই ওঠ—নইলে—

(এমন সময় রেণুকার কণ্ঠস্বর শুনে দু'জনেই চ'ম্‌কে উঠল। রেণুকা ও অরবিন্দু প্রবেশ কর্‌ল।)

রেণুকা—মালা, ও মালা!

মালা—এই যে ভাই।

রেণুকা—ধন্যি মেয়ে যা হ'ক্—বিকেল বেলায় ঘরের মধ্যে ব'সে আছিস্!

মালা—এখানে আয় রেণু! কদিন থেকে মার অসুখ ক'রেছে—, তাই মার কাছে একটু ব'সে আছি।

রেণুকা—মাসীমার অসুখ! আমি ত এর বিন্দু বিসর্গ কিছুই

জানিনে (অরবিন্দুর প্রতি) ওগো তুমিও এদিকে এস না !

মালা—একি ! অরবিন্দুবাবুও এসেছেন। আসুন, আসুন, এ যে আমার ধারণার বাইরে।

অরবিন্দু—ধারণার বাইরের অনেক জিনিষও সময়ে ধারণার ভেতরে এসে যায়—এ-কথা বোধ হয় অস্বীকার কর্‌বেন না।

(এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে অরবিন্দু ঘরের ভেতর প্রবেশ কর্‌ল। রেনুকা সরমার পাশে ব'সে মাথায় গায়ে হাত বুলুতে লাগ্‌ল। অরবিন্দু অদূরে একখানা মাদুরে ব'স্‌ল)

সরমা—তোমাদের দু'জনকে দেখে মনে হ'চ্ছে যেন আমার আর কোন অসুখই নেই। দেখ্ মা রেণু, মালাকে নিয়ে তোরা দুজনে একটু বাইরে যা। অনেকক্ষণ থেকে ঘরে ব'সে আছে। একটু গল্প-গুজব ক'র্‌লে মনটা অনেকখানি পাত্‌লা হবে। আমি অরুর সঙ্গে একটু গল্প করি।

অরবিন্দু—সেই ভাল—আমি মাসীমার কাছে বসি—তোমরা একটু বেড়িয়ে এস গে।

(মালা ও রেনুকা ঘর থেকে নাম্‌ল)

(পট পরিবর্ত্তণ)

রেণুকা—চল্ ভাই! একটু বাইরে যাই। কত ভালই লাগে ছোটখাটো পুরাণো স্মৃতি জড়ানো ঐ সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়াতে।

(মালা ও রেনুকা কুটীরের বাইরে এসে কথাবার্ত্তায় এগিয়ে যেতে লাগল। রাস্তার পাশে একটা গাছের আড়াল হ'তে হঠাৎ একটা মনুষ্যমূর্ত্তি দেখবামাত্র মালার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। রেনুকার দৃষ্টিও সেই দিকে পড়ামাত্র সে ব'লে উঠল)—

রেণুকা—আরে! অরুণবাবু যে! আপনি যে বড় হঠাৎ এদিকে?

অরুণ—অরবিন্দুর সঙ্গে আমার বিশেষ একটা জরুরী কাজ আছে। তার খোঁজে আপনাদের ওখানে গিয়ে শুনলাম যে সে এইদিকেই এসেছে। দয়া ক'রে তাকে একটা সংবাদ দিন না।

রেণুকা—আপনিই চলুন না!

অরুণ—মাফ ক'র্‌বেন আজকের দিনটা। আমাকে এক্ষুনি ফির্‌তে হবে।

রেণুকা—দাঁড়া ত ভাই মালা—আমি এলাম ব'লে।

(এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে রেনুকা দ্রুতপদে কুটীরের ভেতর প্রবেশ করল। অরুণ ও মালা উভয় উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কারো মুখে কথা নেই। অবশেষে অরুণ অতি সঙ্কোচের সঙ্গে ব'ল্‌ল)

অরুণ—আপনাদের আনন্দের ব্যাঘাত ঘটালাম ব'লে মনে কিছু ক'রবেন না!

মালা—আনন্দ অপেক্ষা ক'রতে পারে কিন্তু প্রযোজন ত তা পারে না—; কাজেই এতে মনে কিছু করবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

অরুণ—(একটু নীরব থাকার পর) তা সত্যি—তবু ও—

মালা—এর মধ্যে তবুও নেই কিন্তুও নেই। (আবার উভয়েই নীরব)

অরুণ—(লজ্জিত ভাবে) আপনাকে একটা কথা ব'ল্‌তে চাই যদি—

মালা—অনুমতি দিই--এই ত' আপনার উদ্দেশ্য। বেশ ত বলুন না—আপনি ভদ্র সন্তান—তায় উচ্চ শিক্ষিত—আপনাকে বিশ্বাস ক'রতে পারি নিশ্চয়ই—কি বলেন ?

অরুণ—আপনি আমার প্রাণ-রক্ষা ক'রেছেন—আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

মালা—আমি কিন্তু এ-কথা জান্‌বার জন্যে মোটেই ব্যাকুল নই।

অরুণ—হয়ত আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন কারণ—

মালা—মোটেই নয়। সন্তোষ বা অসন্তোষ তারই ওপর চলে যার সঙ্গে পরিচয় আছে—ঘনিষ্ঠতা আছে—অপরিচিত পথিকের ওপর (অরুণের মুখের পানে চেয়ে কথাটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল)

অরুণ—সব কিছু বলবারই অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আমি যে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতেই চাই।

মালা—চাওয়াটা সম্পূর্ণই নিজের জিনিষ, কিন্তু পাওয়াটা নির্ভর করে পরের ওপরে।

অরুণ—এ সামান্য অনুগ্রহটুকুও কি পরের কাছে আশা ক'র্‌তে পারি না ?

মালা—না।

অরুণ—শুধু একটু মৌখিক পরিচয়।

মালা—না—কিছুতেই না।

(এই ব'লেই মালা কুটীরের দিকে অগ্রসর হ'ল)

অরুণ—একটু অপেক্ষা করুন। মাত্র একটী কথার উত্তর দিয়ে যান !

মালা—আমি কেবল একটী উত্তর জানি—"না"

অরুণ—কোন দিনই কি অন্য উত্তর পাব না ?

(মালা অনেক দূর অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছে। এই কথায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে)

মালা—না—কোনদিনই না। কারণ—আপনি জমিদারের সন্তান—নিগ্রহকারী। আর আমি—দরিদ্রা অনাথার কন্যা—নিগৃহিতা।

(এই কথা ব'লতে ব'লতে দ্রুত কুটীরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল। গিয়ে দেখে অরবিন্দ আর—রেণুকা কুটীর থেকে চ'লে গিয়েছে। যতক্ষণ মালাকে দেখা গেল। অরুণ বিষাদ-ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ কর্‌ল)

—৪র্থ দৃশ্য—

গভীর রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ

সরমা নিদ্রাভিভূতা। দারুণ দুশ্চিন্তায় মালার হৃদয় জর্জ্জরিত; বহুক্ষণ নিদ্রার নিষ্ফল চেষ্টার পরে শয্যা ত্যাগ ক'রে ভেতর থেকে বাইরে এসে সে দাঁড়াল)

মালা—(স্বগত) আর ত পারিনে। মনের সঙ্গে এ প্রতারণা অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কি কুক্ষণে ঝড়ের রাতে তার সঙ্গে দেখা হ'ল—সেই হ'তে শুধু এক চিন্তা সারা হৃদয় জুড়ে ব'সেছে। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। যাক্—সব ভেসে যাক্—শুধু তুমি—(হঠাৎ পিতার স্মৃতি মনে প'ড়ে) আমায় অভিশাপ দিচ্ছ বাবা! হ্যাঁ বাবা, তাই দাও। এমন অভিশাপ দাও যা' নিমেষে আমার মনের ভেতর আগুণ জ্বালিয়ে দেবে—আর সেই আগুণে স্নেহ, ভালবাসা সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। (অরুণের স্মৃতি উদয় হ'ল) না, না আমি যা' ব'লেছি তোমায় সব ভুল—সব ভুল। নারী আমি—আমি কি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারি? আমার মুখের কথায় আমার ভেতরটার ওপর অবিচার ক'রো না। আমায় ক্ষমা কর—ওগো প্রিয়-ত—

(শুষ্ক পত্রের ওপর কিসের পদচারণার শব্দে মালা শঙ্কিত ভাবে ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ করল। উৎকর্ণ হ'য়ে অপেক্ষা

ক'র্‌তে লাগল। শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগ্‌ল। মালা সরমার গায়ে হাত দিয়ে—ডেকে চুপি চুপি ব'লল)

মা! বাইরে যেন কিসের শব্দ শুনলাম! আমার বড্ড ভয় ক'র্‌ছে।

সরমা—ও কিছু নয়। শেয়াল কুকুর শুক্‌নো পাতার ওপর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে (এই ব'লে পার্শ্বপরিবর্ত্তণ ক'রে নিদ্রা গেলেন। মালার চোখে ঘুম নেই। একটু পরে বারান্দায় ফিস্ ফিস্ শব্দ শোনামাত্র মালা চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল)

মালা—মা! নিশ্চয়ই বাইরে কেউ এসেছে। কে কোথায় আছ রক্ষা—

(সঙ্গে সঙ্গে দর্‌জা ভেঙ্গে ৪।৫ জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে—মালার ও সরমার চোখ মুখ বেঁধে ফেল্‌ল। সরমার হাত পা বেঁধে সেখানেই ফেলে রাখল। আর মালাকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়ল কোথায় কে জানে। শুধু নিস্তব্ধ প্রকৃতি তার সাক্ষী রইল)

যবনিকা পতন

—তৃতীয় অঙ্ক-

১ম দৃশ্য

(প্রফেসার ঘোষের বাড়ী। প্রাতঃকালীন চায়ের টেবিলে রেনুকা, অরবিন্দু ও অরুণ। অরুণের মুখের ওপর দারুণ একটা বিষাদের ছায়া। একরাত্রির ভেতর তার মনের ওপর যে ভীষণ একটা ঝড় ব'য়ে গিয়েছে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন মুখের ওপর প্রতিফলিত হ'চ্ছে।)

অরবিন্দু—তোমার চেহারাটা ভারী খারাপ লাগছে অরুণ! কোন অসুখ করে নি ত?

অরুণ—অসুখ! কৈ না।

অরবিন্দু—রাত্তিরে ভাল ঘুম হ'য়েছিল?

অরুণ—কি জানি। হয়ত হ'য়েছিল।

অরবিন্দু—কেন যে তুমি এমন indifferently উত্তর দিচ্ছ তা' তুমিই জান। কাল সন্ধ্যার পর থেকে তোমাকে যত কথাই জিজ্ঞাসা করেছি শুধু হাঁ না ছাড়া কোন satisfactory উত্তর পেলাম না—এর কারণ কি?

রেণুকা—কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে। আর সে কারণ সবার কাছে প্রকাশ ক'রতে আপত্তি থাকাও হয়ত ওঁর পক্ষে অসঙ্গত নয়।

অরুণ—আপনাদের কাছে গোপন করব এমন আমার কিছুই

নেই। কি ভেবেছিলাম আর কি হ'ল এইটেই এখন আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

রেণুকা—Psychologyর ভাল student হ'লেও এর কিন্তু মীমাংসা ক'রতে পারবেন না। নারী চরিত্র যে অজ্ঞেয় আর বিচিত্র !!!

অরবিন্দু—এ কথাটা খুব ঠিক। I quite agree with you.

রেণুকা—তুমি থাম ত! এ সম্বন্ধে তোমার মন্তব্যের কোন মূল্য আছে কি?

অরবিন্দু—কারণ?

রেণুকা—কারণ আবার জিজ্ঞাসা করছ? কারণ—তোমাকে কোনদিন প্রেমেও পড়তে হয়নি—হতাশ প্রেমিকের অভিনয়ও করতে হয় নি। তুমি ছিলে বাবার প্রিয় ছাত্র। তোমার বাবাও ছিলেন আমার বাবার বাল্য বন্ধু। দু'জনের মুখের কথার ওপরই সব ঠিক হ'য়ে গেল। না ছিল Novelty না ছিল Romance. কাজেই তুমি আর বুঝবে কি?

অরবিন্দু—তবু তুমি যখন collegeএ যেতে কতদিন তোমার প্রতীক্ষায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম—তোমার উদ্দেশ্যে কত ভঙ্গীতে প্রেম নিবেদন করতাম। তুমি ফিরেও চাইতে না—এম্‌নি নিষ্ঠু—

রেণুকা—থাক্—থাক্ খুব হ'য়েছে। কি কীর্ত্তিই না দেখাতে! একটু Decency জ্ঞানও যদি তোমাদের থাক্‌ত তাহ'লে

এমনি ক'রে দিন নেই রাত্রি নেই রাস্তার ধারে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে না। তোমরা কি ভাব, যাদের তোমরা দেখ এমনি ক'রে, তারা এতে খুব আনন্দ পায়? মোটেই নয়—; বরং তাদের কাছে তোমরা এক একটা উপহাসের জন্তু হ'য়ে দাঁড়াও।

অরবিন্দু—তা' যাই হ'ক—ভগবান যখন—

রেণুকা—রক্ষে কর—ও পবিত্র নামটাকে এর মধ্যে টেনে এনে আর কলুষিত ক'রো না। যাক্‌গে, ও সব বাজে কথায় আর কাজ নেই। বল্‌ছিলাম, নারীর বিচিত্রতা সম্বন্ধে, কেমন নয় অরুণ বাবু? আমার বন্ধু আপনাকে যা' ব'লেছে সে হয়ত তার মনের কথা না'ও হ'তে পারে। ছোটো মুখের কথায় মনের আসল পরিচয় পাওয়া যায় না এটা বোধ হয় আপনি অস্বীকার ক'র্‌বেন না।

অরুণ—আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। সত্যি Mrs. Dutt I am between the horns of a dilemma—কি যে করি!

রেণুকা—আচ্ছা আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এর ব্যবস্থা করছি। শিশির! লক্ষ্মী ভাইটা আমার একবার শুনে যা না।

(দিদির ডাক শুনে শিশির কোথা থেকে "যাই দিদি" বলার একটু পরে দিদির কাছে এসে হাজির হ'ল।)

রেণুকা—শিশির! একটা কাজ কর্‌না ভাই!

শিশির—তুমি শুধু ফাঁকি দাও। সেদিন সেই কাজটা ক'রে দিলাম—কিছু দিলে না। তোমার আর কোন কাজ আমি ক'র্‌ব না।

রেণুকা—না ভাই—এবার তিন সত্যি করছি দেবো—দেবো—দেবো।

শিশির—আচ্ছা বল, কি ক'রতে হবে শুনি!

রেণুকা—এক দৌড়ে তোর মালাদির ওখানে যাবি—গিয়ে দেখে আস্‌বি মাসীমা কেমন আছেন। মালার কোন কথার উত্তর দিবি নি। নেহাৎ না ছাড়লে ব'ল্‌বি দিদি মাসীমাকে দেখতে পাঠিয়েছে। এখানে কে আছে না আছে কিছু ব'ল্‌বি নি।

শিশির—আচ্ছা, তবে চললাম্‌। এবার না দিলে কিন্তু দাদাবাবুকে সব ব'লে দেবো।

রেণুকা—(অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে) উঃ ভয়ে ত ম'রে গেলাম। (শিশিরের প্রতি) সেই ভাল। এখন কাজটা শীগ্‌গীর সেরে এস দেখি লক্ষ্মীটি! (শিশির ছুটতে ছুটতে চলে গেল—অদৃশ্য হওয়ার পর) শিশিরের কাছে যদি জান্‌তে পাই মাসীমা কাল্‌কের চেয়ে ভাল আছেন, তা হ'লে আমি এক্ষুনি মালার কাছে যাব। সে আপনাকে ফাঁকি দিয়ে থাক্‌তে পারে, কিন্তু এবার আমি তার মনের গোপন কথা জান্‌বই জান্‌ব। আঘাতের প্রতিক্রিয়া এক নিমেষে ধ'রে ফেলব।

অরবিন্দু—এতক্ষণ তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে আমি যে একদম Nervous হ'য়ে প'ড়েছি। স্ত্রী চরিত্র যে রকম অদ্ভুত শুনছি তাতে ত ভীষণ ভয়ের কথা।

রেণুকা—খুব হুঁসিয়ার। ঘোড়া যদি ছোটাতে চাও তাহলে লাগামটী হাতের মুঠোর মধ্যে বেশ শক্ত ক'রে ধ'রে রেখো—নইলে বুঝতেই পার্‌ছো কি অবস্থা দাঁড়াবে।

অরুণ—আপনার মুখের এ-কথা আমার আধুনিক বন্ধুর বুকে নিশ্চয়ই খুব বেশী হ'য়ে বাজ্‌বে। কি বল বন্ধু!

অরবিন্দু—কেউ disturb ক'রো না। আমায় ভাবতে দাও। কোনটা ভাল? উদ্দাম অবাধ গতি—না সংযত—স্বচ্ছন্দ গতি? নাঃ—সব গুলিয়ে যাচ্ছে। চলা যাক্ ত জোয়ারের টানে—বাধা পাই—ফির্‌লেই হবে।

অরুণ—শ্রান্ত দেহ আর মন নিয়ে তখন কিন্তু উজান বেয়ে আসা সহজ ত' হবেই না—অসাধ্য ও হ'তে পারে।

(এমন সময় শিশিরকে দূরে ছুটে আসতে দেখা গেল)

রেণুকা—এই যে শিশির আস্‌ছে।

(শিশির কাছে আস্‌তেই তার ভীতিবিহ্বল চেহারা দেখে)

কি হ'য়েছে ভাই? ভয় পেয়েছিস?

শিশির—দিদি—

(বলে কেঁদে ফেল্‌তেই রেনুকা তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরল)

রেণুকা—কি ভাই কি হ'য়েছে শীগ্‌গীর বল্?

শিশির—দিদি! মালাদি বাড়ীতে নেই। মালাদি, মালাদি ব'লে কত ডাক্‌লাম, সাড়া পেলাম না। ঘরে উঠ্‌তেই দেখি দরজাটা ভেঙ্গে প'ড়ে আছে। মাসীমা তাকিয়ে আছে—তার হাত পা মুখ বাঁধা। কত ডাক্‌লাম মাসী—মাসী ক'রে—উত্তর দিলে না। আমার খুব ভয় ক'র্‌ল—তাই ছুটে পালিয়ে এসেছি। নিশ্চয়ই বাড়ীতে ডাকাত প'ড়েছিল।

(এই কথা শুন্‌বামাত্র অরুণ ও অরবিন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল)

রেণুকা—ওগো, কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে তাকি তোমরা এখনও বুঝতে পার্‌ছ না? যেখানে যে অবস্থায় পাও মালাকে আমার কাছে এনে দাও—নইলে—নইলে যে আমি পাগল হ'য়ে যাব (রেণুকা কাঁদতে লাগ্‌ল)

অরবিন্দু—তুমি এ সময়ে অধীর হ'লে সমস্ত পণ্ড হবে। শিশিরের কথায় যতটুকু বুঝ্‌ছি তাতে মাসীমা আর নেই। তুমি পাড়ার পাঁচজনকে নিয়ে ওখানে যাও—গিয়ে তাঁর শেষ কাজের ব্যবস্থা কর।

রেণুকা—না—না, মাসীর হয়ত ভয়ে মূর্চ্ছা হ'য়েছে।

অরবিন্দু—কিন্তু সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গবে না রেণু। আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রো না—কবে ফির্‌ব কখন ফিরব তার ঠিক নেই। মালাকে না নিয়ে ত ফির্‌ব না। চল অরুণ, আর দেরী নয়। এ অত্যাচারের প্রতিশোধ

নিতেই হবে—অত্যাচারীর সন্ধ্যান ক'র্‌তেই হবে। চল-চল।

অরুণ—(উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়) এঁ্যা—যাব—কোথায় যাব? আমাকে যে যেতে নিষেধ ক'রেছে—আমি ত যেতে পারি নে। (হঠাৎ অরবিন্দুর প্রতি) আমি জানি—আমি জানি কে এ কাজ ক'রেছে। না—না জানিনে—জানিনে—কেমন ক'রে জান্‌ব? আমি ত তোমাদের কাছেই আছি। তবে আমাকে জান্‌তে হবে—যেমন ক'রে হ'ক্ জান্‌তে হবে। তুমি যাও ভাই—যেখানে পাও সেখান থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে আন। আমিও চ'ল্‌লাম—কোথায় জানি না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে ক'র্‌তেই হবে—কর্‌তেই হবে।

(এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে উন্মাদের মত একদিক দিয়ে প্রস্থান কর্‌ল)

অরবিন্দু—কি নিদারুণ আঘাত লেগেছে এর প্রাণে! চল—আর কাল বিলম্বের অবসর নেই—বিলম্বে না জানি আরও কি সর্ব্বনাশ হবে।

(অরবিন্দু, রেনুকা ও শিশিরের অন্য দিক দিয়ে প্রস্থান)

—২য় দৃশ্য—

(বেলা ১২টা। আহারাদি শেষ ক'রে সারদা ও কমলা কথোপকথন ক'রছে)

সারদা—আমি কতবার ব'ল্‌ছি যে আমার মোটেই বিলম্ব সহ্য হ'চ্ছে না, আর তুমি ছেলের মা হ'য়েও দিব্যি নিশ্চিন্ত আছ—এর কারণ কি ব'ল্‌তে পার ?

কমলা—না গো না—নিশ্চিন্ত মোটেই নই। ওখানে আজই লোক পাঠিয়ে কথাবার্ত্তা সব পাকা ক'র্‌ব ভেবেছিলাম। কিন্তু পুরুত-ঠাকুর পাঁজি দেখে ব'ল্‌লেন—আজ দিনটা ভাল নয়। তাই স্থির ক'রেছি, কাল সকালেই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌ব—সে জন্য তুমি ভেবো না।

সারদা—আমার কি শুধু একদিকের ভাবনা ? সময় সংক্ষেপ, অথচ জমিদারের একমাত্র ছেলের বিয়ে। ভাব দেখি কত আয়োজন আমায় ক'র্‌তে হবে। তারা গরীব হলেও সে কথাটাত আর আমার প্রজাদের আমি জানাতে পারি নে। আমাদের পুরানো বাড়ীটাকে নূতন ক'রে ফেল্‌তে হবে। সেখানে তাদের বিয়ের ২।১ দিন আগে উঠিয়ে আন্‌তে হবে। কুঁড়েঘরে ত আর জমিদারের ছেলের বিয়ে হ'তে পারে না, কি বল ? বড়যাত্রীরা যা'তে সেখানে গিয়ে কোন রকম

ত্রুটী না ধ'র্‌তে পারে তার ব্যবস্থাও সব আমায় ক'র্‌তে হবে। তার ওপর নিজেদের বাড়ী। এই আমাদের শেষ কাজ—ধূম্‌ধামের চূড়ান্ত ক'রে ছাড়ব। মেয়ে মানুষ ত শেষে আবার ব'লে ব'সো না যেন—'এত টাকা নষ্ট—'

কমলা—না, না তার আর বল্‌ব না। তোমাব যা খুসী তাই ক'রো—দেখো একটী কথাও ব'ল্‌ব না। দেখা যাক্‌ ভগবান কি করেন!

সারদা—অরুণ কাল সন্ধ্যে বেলায় বেরিয়েছে—এখন পর্য্যন্ত না ফেরার কারণ কি ?

কমলা—(হাস্‌তে হাস্‌তে) তার বন্ধুকে নিয়ে একবার বেড়াতে যাবে ব'লে গিয়েছে—

সারদা—হুঁ ! বুঝেছি ! এখনই এত—পরে বুড়োবুড়ীকে হয়ত আর আমলই দেবে না।

কমলা—তা' হ'তেই পারে না। অরুণ আমার তেমন ছেলেই নয়।

(এই সময়ে নেপথ্যে চাকর ডাক্‌ল—"বাবু")

সারদা—কি রে পেতো ?

পেতো—(নেপথ্যে) বাবু বাইরে কয়েকজন প্রজা আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার জন্য এসেছে—তাদের নাকি জরুরী কাজ আছে।

সারদা—(কমলার প্রতি) নাঃ আর সহ্য হয় না। দিন রাত্রি লোকের অভাব অভিযোগ লেগেই আছে। দু'দণ্ড

স্থির হ'য়ে ব'সে যে একটু গল্প গুজব কর্‌ব—কি ভগবানের নাম ক'র্‌ব তারও উপায় নেই। অরুণটার ঘাড়ে এ দায় ফেলে দিতে পার্‌লে হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচি। তুমি একটু ভেতরে যাও। এসেছে যখন তখন ত আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না ?

কমলা—তা কি যায় ?

(এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে প্রস্থান)

সারদা—ও রে পেতো—ওদের আস্‌তে বল্‌।

(৭।৫ জন কৃষক প্রজার প্রবেশ)

১ম—এর বিচার কিন্তু তোমাকে কর্‌তেই হবে বাবু !

সারদা—বেশ মজা ত ! কিছু না শুনেই কিসের বিচার কর্‌ব।

২য়—এ-সব কথা ত তোমরা শুনেও শোন না। কিন্তু খাজনাটী কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'র্‌বার বেলায় তোমরা আমাদের ঘরের খবর সব শুন্‌তে পাও।

সারদা—এই কে আছিস্—শীগগীর নায়েবকে খবর দে—আমিত এর কিছুই বুঝতে পার্‌ছিনে। কি হ'য়েছে বল্‌ না রে বাপু !

৩য়—কি হ'য়েছে ? হয়েছে ডাকাতি ! টাকা পয়সার জন্যে নয়—ইজ্জত নষ্ট কর্‌বার জন্যে ডাকাতি।

সারদা—ডাকাতি ? কার বাড়ি ? আমার জমিদারীর ভেতর ডাকাতি !

১ম—হ্যাঁ গো বাবু হ্যাঁ। আমাদেরই গাঁয়ের প্রতুল বোসের

বিধবাটাকে মেরে ফেলে কাল রাত্তিরে তার মেয়েটাকে নিয়ে উধাও হ'য়েছে। তারা কারো সাতে—পাঁচে থাক্‌ত না—এমনই ভাল মানুষ ছিল তারা—আর তাদেরই ওপর কি না এই অত্যাচার ?

(এমন সময় নায়েবের প্রবেশ)

সারদা—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে কেদার ! তোমাদের মত কর্ম্মচারী থাক্‌তে আমার মানটা এই ভাবে খর্ব্ব হ'ল। কাল রাত্রিতে এদের গ্রামে একসঙ্গে খুন ও ডাকাতি হ'য়েছে তার কোন খোঁজ খবর রাখ না, শুধ্ শুধুই মাইনে খাও ?

কেদার—আপনার জমিদারীতে বাস ক'রে এত বড় সাহস যে কারো হ'তে পারে এযে স্বপ্নেও ভাবিনি হুজুর। এইমাত্র কথাটা শুনে আপনার কাছেই ছুটে আস্‌ছিলাম পথে আপনার চাকরের সঙ্গে দেখা।

২য়—কোন কথা শুন্‌তে চাইনে আমরা—এই অত্যাচারের প্রতীকার ক'র্‌বে কি না ব'লে দাও।

কেদার—চাষা আর বলে কাকে ? কার সঙ্গে কি ভাবে কথা ব'ল্‌তে হয়—তা'ও জানিস্‌ নি ?

৩য়—চাষাই হই আর মুখ্যুই হই—তাতে তোমাদের ক্ষতি ত' কিছু নেইই বরং লাভ আছে। কিন্তু বৌ-ঝি তোমাদেরও যেমন আমাদেরও ঠিক তেম্‌নি। তাদের ইজ্জত নষ্ট হবার মত কিছু দেখ্‌লে চাষাই বড়ং বেশী ক্ষেপে ওঠে তোমাদের মত ভদ্রলোকের চেয়ে। তোমাদের দয়ায়

কোন দিন পেটে এক বেলা ভাত জোটে—কোনদিন তাও জোটে না। তবু সব সহ্য ক'রে থাকি যাদের মুখ চেয়ে, তাদের মান, ইজ্জতই যদি নষ্ট হ'তে যায়, তাহ'লে আর ভয় কাকে? ওসব চোখ রাঙানিতে আর ডরাইনে নায়েব মশায়—সে দিন চ'লে গিয়েছে—বুঝেছ? চল্‌রে চল্—এখানে ব'সে থেকে আর লাভ নেই—কথাটা জানিয়ে গেলাম দেখি এরা কি করে—নইলে যা' ঠিক ক'রেছি—তাই ক'র্‌তে হবে—

(সকলে প্রস্থানোদ্যত)

সারদা—তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না কেদার যে, এদের প্রাণে কত বড় আঘাত লেগেছে—যার জন্যে এরা ছুটে এসেছে এই দুপুরে আমার কাছে বিচার চাইতে। আর তুমি কি না এদের সঙ্গে এই ভাবে কথা ব'ল্‌ছ? এটা তোমার পক্ষে ভয়ানক লজ্জার কথা। (গ্রামবাসীদিগের প্রতি) তোমরা নায়েবের ব্যবহারে দুঃখিত হ'য়ো না—আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি—যেমন ক'রে হ'ক্ তাদের খুঁজে বের ক'রে এমন কঠিন শাস্তি দেবো, যা'তে আমার জমিদারীতে দ্বিতীয়বার এমন কাজ আর না হয়। তুমিও শুনে রাখ নায়েব—একমাসের মধ্যে যদি তাদের সন্ধান না আন্‌তে পার তা' হ'লে নায়েবী-গিরি থেকে তোমায় অবসর নিতে হবে।

(প্রজাগণের প্রস্থান)

কেদার—(মৃদুস্বরে) এত বড় সাহস যে এদের কি ক'রে হ'ল তা ত' ভেবে পাচ্ছিনে হুজুর !

সারদা—তোমার ভেবেও আর দরকার নেই। তুমি এখন স'রে পড় দেখি! ব্যাপার যে রকম দেখ্ছি তাতে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না—প্রজাদের মধ্যে এতটা উত্তেজনার সৃষ্টি হবে জান্‌লে কখনই এ কাজে হাত দিতাম না।

কেদার—আপনার এ দুশ্চিন্তার কোন মানেই হয় না। কত বড় বড় ব্যাপার হজম ক'রে ফেলা গেল তার তুলনায় এত কিছুই নয়।

সারদা—যখন হ'য়েছিল তখন হ'য়েছিল। এখন আর হবে না—বুঝেছ কেদার? সব দিক থেকেই একটা বেসুরো আওয়াজ কানে এসে বাজ্‌ছে। খুব হুঁশিয়ার—। এখন তুমি যাও—পরে দেখা ক'রো।

কেদার—(দু'এক পা এগিয়েই— অত্যন্ত বিনীত ভাবে নিম্নস্বরে)

আজ্ঞে আমার সম্বন্ধে—

সারদা—তুমি একটি ঘোর উন্মাদ—স্থান কাল পাত্রাপাত্র জ্ঞান নেই? আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি?

কেদার—আজ্ঞে না—সে কথা ব'ল্‌ছিনে। দয়া ক'রে রাগ ক'রবেন না। বড়লোক আবার অনেক সময় কাজের খেজালতে অনেক কথা ভুলে যান কি না তাই (এই বল্‌তে বল্‌তে কিছুদূর এগিয়ে জনান্তিকে)

কেদারও সহজে ছাড়্‌বার ছেলে নয়—যেমন বুনো ওল-তেমনি।

(অঙ্গভঙ্গীতে বাকিটুকু বুঝিয়ে দিয়ে প্রস্থান)

সারদা—ওরে কে আছিস—শীগগীর তোদের গিন্নীমাকে ডেকে দে।

(ক্ষণপরে কমলা প্রবেশ করামাত্র সারদা সশব্দে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অবসন্ন দেহে চেয়ারের ওপর ব'সে পড়ল)

কমলা—ওগো তুমি অমন ক'রছো কেন? ওরা কি ব'লে গেল—কি হ'য়েছে ওদের?

সারদা—ওদের! ওদের কিছু হয় নি—হ'য়েছে আমাদের।

কমলা—আমাদের?

সারদা—হাঁ আমাদের। তোমার আমার অরুণের এককথায় সমস্ত পরিবারের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। উঃ আমি কি ক'রব ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি নে—কখন মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করি—কখন মনে হ'চ্ছে তাদের ধ'রে এনে চোখের সাম্‌নে জীবন্ত কবর দিই। এত বড় শত্রু আমার থাক্‌তে পারে এ যে আমি কল্পনাও ক'রতে পারি নি।

কমলা—ওগো—আর আমায় ধাঁধায় রেখো না—কি হ'য়েছে শীগগীর বল।

সারদা—কেমন ক'রে সেই নিদারুণ কথা তোমায় ব'লব? আজ কদিন ধ'রে যে আকাশ কুসুম রচনা কর্‌ছি আমরা তা মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তোমার আমার অতি

সাধের ভাবী পুত্রবধূকে কোন দুর্ব্বৃত্ত কাল রাত্রে অপহরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছে, আর তার মাকে হত্যা ক'রেছে।

কমলা—এঁ্যা—এ কি কর'লে ভগবান (ব'লেই মাটীতে ব'সে প'ড়ল) ওগো আমার অরুণ—অরুণ এ কথা শুনলে যে পাগল হয়ে যাবে।

সারদা—কারো কোন অপরাধ নেই—সমস্ত আমার পাপের শাস্তি—অরুণের কাছে কি ক'রে এ মুখ দেখাব!

(ঠিক সেই সময় অরুণের প্রবেশ। এলো মেলো বেশ। চুল উস্কো খুস্কো। সমস্ত মুখখানির ওপর যেন একটা কালির ছাপ।

এ কি অরুণ! এ কি চেহারা তোমার—নিশ্চয়ই দারুণ অসুখ ক'রেছে—ওগো! শীগগীর অরুণকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর।

কমলা—চল বাবা—ভেতরে চল।

অরুণ—না মা! আর আমায় ভেতরে যেতে ব'লো না। ভেতরের সুখ যথেষ্ট ভোগ ক'রেছি। সে সুখে আর স্পৃহা নেই। এখন আমাকে বাইরে যেতে হবে—তাই বিদায় নিতে এসেছি। ভাবছ আমি কিছু শুনিনি? না মা সব শুনেছি, আর শুনেছি ব'লেই আমায় স্থান ক'রে নিতে হবে তাদের মধ্যে যারা—নিগৃহীত, প্রপীড়িত।

সারদা—অর্থাৎ পিতামাতার স্নেহের কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে?

অরুণ—নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ততদিন যতদিন সে স্নেহ পুত্রের বিবেকবুদ্ধিকে আঘাত না করে।

সারদা—তোমার কথার ভাবে আমি স্পষ্ট বুঝ্‌ছি যে আমরা তোমার ওপর গুরুতর কিছু একটা অন্যায় ক'রেছি।

কমলা—তুমিত সবই জান বাবা—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবার জন্য আমরা সমস্ত আয়োজন স্থির ক'রে ফেলেছিলাম হঠাৎ কেন যে বিধাতা এ বাদ সাধ্‌লেন তা তিনিই জানেন। এতে আমাদের কোনই দোষ নেই অরুণ!

অরুণ—ও-কথা ব'লে আমায় অপরাধী ক'রো না মা! সমস্ত দোষ আমার অদৃষ্টের। তবু মা! এখানকার দূষিত হাওয়া থেকে কিছুদিনের মত আমাকে মুক্ত হ'তেই হবে।

সারদা—কিন্তু তোমার এই রকম শরীর ও মন নিয়ে তোমাকে এখন কিছুতেই কোথাও যেতে দিতে পারি নে। কথাটা শুন্‌তে হয়ত একটু রূঢ় হবে, তবু ব'ল্‌তে বাধ্য হ'চ্ছি তোমার এ আঘাতের দাগ মুছে যেতেও বিশেষ বিলম্ব হবে না। স্ত্রীর চির বিয়োগ যন্ত্রনাও যখন স্বামী ভুল্‌তে পারে তখন তোমার এ দুঃখ ত কিছুই নয় তার তুলনায়।

অরুণ—মৃত্যু—জীবন্মৃত্যু অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ একথাও বোধ হয় আপনি অস্বীকার ক'র্‌বেন না।

সারদা—তোমরা বেশী লেখাপড়া জান ব'লে অনেক কিছু ভাব্‌তে শিখেছ। তোমার ও সব ছেলে মানুষী কথা

আমি শুনতে চাই না। আমি এক সপ্তাহের মধ্যে ওর চেয়ে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এমন মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলছি।

অরুণ—আপনি কি ব'লতে চান যে মানুষের মন বাজারের একটা কেনা বেচার জিনিষ—যার মূল্য নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে ক্রেতার চাহিদার ওপরে?

সারদা—আর তুমিও কি ব'লতে চাও যে সমাজ জিনিষটা এতই খেলো যে, তার মর্য্যাদা নির্ভর করবে একটা ভাবপ্রাণ যুবকের খেয়ালের ওপরে? সমাজপতি হ'য়ে পুত্রের খেয়াল চরিতার্থ ক'রবার জন্য একটা পতিতাকে আদর ক'রে ঘরে আনবার মত বাতুলতা আজও আমার মধ্যে আসে নি।

অরুণ—পতিতা! বাঃ সুন্দর! অপরাধী জানল না কি তার অপরাধ—অথচ সমাজ তার বিচার শেষ ক'রে র'য় পর্য্যন্ত দিয়ে সারল !!!

সারদা—নিশ্চয়ই! এইখানেই ত সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য! তার সতীত্বের ওপর আমি কোন ইঙ্গিত ক'রতে চাইনে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাকে পর-পুরুষ স্পর্শ ক'রেছে সেই মুহূর্ত্তেই সে সমাজ চ্যুত হয়েছে। এ-কথা কি আজ তুমি নূতন শুনছ?

অরুণ—শুনেছি বহুবার—কিন্তু এতদিন এ বন্ধন ছিঁড়বার মত সাহস পাইনি—আজ পেয়েছি বলেই বলছি—এ সমাজে আমার স্থান নেই।

সারদা—একটা কলঙ্কিতার মোহে যে পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ আর বংশ-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে পারে তার মুখ দেখাও পাপ। এই মুহূর্ত্তে—তুমি এখান থেকে দূর হ'য়ে যাও।

অরুণ—তাই যাচ্ছি বাবা—যাওয়ার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

(এই ব'লে বাবাকে প্রণাম করতে গেল। দু'পা স'রে গিয়ে সারদা রায় ছেলের দিকে পেছন ক'রে দাঁড়াল। মা'র কাছে যাওয়ার সঙ্গে মা তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। মুখে কোন কথা নেই। শুধু চোখের জলে অরুণের বুক ভাসিয়ে দিতে লাগ্‌ল। অতি কষ্টে মার বাহুপাশ ছিন্ন ক'রে একটু অগ্রসর হ'য়ে ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌ল।)

অরুণ—মা! জানি এ বিদায় তোমার প্রাণে সব চেয়ে বেশী হয়ে বাজবে। হয়তো বা সহ্যেরও অতীত হবে। কিন্তু মা উপায় নেই। যদি কোন দিন জমিদারের প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন করবার মত সামর্থ্য পাই—যদি কোনদিন সমাজ আমাকে আদর করে কোলে তুলে নেবার মত যোগ্য মনে করে তাহলে ফিরব, নইলে নয়।

সারদা—তাহলে তুমিও শেষ কথা জেনে যাও—আজ থেকে এ জমিদার গৃহের দ্বার তোমার কাছে চিররুদ্ধ—এর বিপুল সম্পত্তি থেকে তুমি চির বঞ্চিত—আর আমার জমিদারী হতে চির নির্ব্বাসিত। পায়ে ধরে সাধ্‌লেও

তোমার এ ঔদ্ধত্যের মার্জ্জনা কোনদিন পাবে না—না—কিছুতেই না।

(অরুণ বিষাদের হাসি হেসে ধীরে ধীরে প্রস্থান করায় সঙ্গে সঙ্গে কমলা স্বামীর পদতলে লুটিয়ে পড়ে কাঁদ্‌তে কাঁদতে)

কমলা—ওগো—এত নিষ্ঠুর হয়ো না—ওকে ফেরাও—অরুণকে—আমাদের একমাত্র সম্বলকে এ ভাবে তাড়িয়ো না—একবার—শুধু একবার তাকে ফিরে আস্‌তে বল।

সারদা—যাও যাও বিরক্ত করো না। সারদা রায়কে যদি না চিনে থাক—আজ হতে ভাল করে চেনো। সে সব বিসর্জ্জন দিতে পারে—পারে না শুধু একটা জিনিষ। ছেলের শোক যদি তোমার কাছে অসহ্য বলে মনে হয়—তা হলে তুমিও ঐ পথ বেছে নিতে পার।

(এই ব'লে বিরক্তভাবে সে স্থান ত্যাগ কর্‌ল)

কমলা—(কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে) যদি পারতাম তা হলে তোমাকে এ কথা বলবার অবসরও দিতাম না। তা যে পারি নে আমরা। তোমাদের শত অত্যাচার, শত লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে পড়ে থাকি—শুধু-শুধু শেষের দিনে তোমাদের ঐ পায়ের ধূলোটুকুর লোভে, যে পা দিয়ে তোমরা আমাদের হৃদয়টাকে ভেঙ্গে চুরমার করে চলে যাও নির্ব্বিকার চিত্তে।

(এই কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে নত মুখে অন্য দিক দিয়ে প্রস্থান)

—৩য় দৃশ্য—

স্থান—অরবিন্দুর প্রাসাদ প্রাঙ্গন। কাল-অপরাহ্ন।

(মালা ও রেণুকা একখানা সোফায় উপবিষ্টা)

রেণুকা—যা হবার হ'য়েছে। শুধু শুধু ভেবে আর কি হবে মালা?

মালা—সব জানি—সব বুঝি—তবু, তবু এ চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার ত কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিনে। সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ। জীবন-ভরা এ ব্যর্থতা নিয়ে কি ক'রে চ'ল্‌ব সে পথে?

রেণুকা—ব্যর্থতা! কেন ভাই—আমাদের আদরে কি তুই তুষ্ট হ'তে পারছিস্ নে!

মালা—সে কথা নয় রেণু! শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে সব সময়ে মনে ব'ল্‌ছে এ আদরের যোগ্যা আমি নই। কত তেজ কত উৎসাহ ছিল এই মনের ভেতর—কিন্তু সব যে এত ঠুন্‌কো তা' কোনদিন ভাব্‌তে পারিনি। এর চেয়ে বড় শাস্তি বোধ হয় নারীর জীবনে আর কিছু নেই।

রেণু—কি যে তুই ভাবিস্ তার বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝতে পারিনি।

মালা—কেমন ক'রে বুঝ্‌বি রেণু? তা' কি কেউ পারে?

আমার মত কঠোর পরীক্ষায় যে না প'ড়েছে সে কিছুতেই বুঝ্‌বে না আমার ভেতরকার কথা। আমি যে মূর্ত্তিমান অভিশাপ তা কি আজও বুঝ্‌তে পারিস্ নি—যে আমার পথে আস্‌ছে সেই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে।

রেণু—এতে তোর অপরাধ কি ভাই! মা বাবা চিরকাল কারো থাকে না—মৃত্যু একদিন হবে সবারই।

মালা—তা সত্যি। মৃত্যু হ'লে কোন দুঃখ ছিল না—কিন্তু এত মৃত্যু নয়—এ যে নৃশংস হত্যা। তবু নীরবে সব সহ্য ক'র্‌ছি। কিন্তু আরত পারিনে। পথের জঞ্জালকে আদর ক'রে-দু'দিনের জন্যে ঘরে তুলে এনেছিস্ সে তোদের অপরিসীম দয়া। কিন্তু কতদিন আর এভাবে তোদের গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌ব ভাই!

রেণুকা—আমার যদি আর একটি বোন্ থাক্‌ত তাকে কি আমরা গলগ্রহ ব'লে মনে ক'র্‌তাম?

মালা—আমার কথাটা ঠিক বুঝ্‌লি নি রেণু! আমার ভবিষ্যৎ কি কখনও ভেবে দেখেছিস্? যে কলঙ্কের ছাপ আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের ওপর প'ড়েছে তা' যে কিছুতেই মুছে ফেল্‌তে পার্‌ব না—শত চেষ্টা বিফল হবে সমাজের নির্ম্মম দণ্ডের কাছে। ভেবে দেখ্ দেখি কি নিস্ফল জীবন আমার।

রেণুকা—ও সব তোর মিছে ভাব্‌না। সমাজের সে যুগ চ'লে গিয়েছে। দেশের বুক দিয়ে যে নূতন ঢেউ বইতে

স্থরু হ'য়েছে তার সাম্‌নে প'ড়ে ঐ সব পুরানো আবর্জ্জনা কোথায়-ভেসে যাবে তার ঠিকই নেই। তুই আবার তাই নিয়ে আকাশ পাতাল ভেবে সারা হচ্ছিস্।

মালা—নভেলি ছন্দে যে কথাগুলো ব'ল্‌লি—ঐ ধরণের কথা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখ্‌তে পাওয়া যায় বটে কিন্তু একটা দৃষ্টান্তও দেখাতে পারিস কি যে নাকি সমাজের এই নিষ্ঠুর অত্যাচার সদপে পায়ে দ'লে অন্তত একটী নিরপরাধ নারীর ও জীবন সার্থক ক'রেছে ?

রেণুকা—(চিন্তান্বিত ভাবে) কৈ ! একটীও ত চোখে প'ড়্‌ছে না।

মালা—তবে ?

রেণুকা—তবু একজন আছে—।

মালা—না রেণু—এ অভিশপ্তার নামের সঙ্গে সেই পবিত্র নাম জড়িয়ে তাঁর অমঙ্গল টেনে আনিস্ নি ! তাই ত ভাবি—সে তেজ, সে দর্প, সে প্রতিহিংসার বাসনা—সব আজ অতল জলে ডুবিয়ে—দিয়েছি। কিন্তু—কিন্তু—যখন—না—থাক্—সে দিনের কথা মনে হলে—উঃ কি পাষাণী আমি ! নারীর-স্বভাবজাত ধর্ম্মের বাইরে যেতে চাইবে যে, তার শাস্তি হবে না ত হবে কার ?

রেণুকা—শুধু যদি তিনি জান্‌তে—পান যে তুই তাঁকে এত ভালবাসিস তা'হলে যেখানেই থাকুননা তিনি ছুটে

আস্‌বেন তোর কাছে।—ধনীর গর্ব্ব নিয়ে নয়—ভিখারীর কাতরতা নিয়ে।

মালা—এত ভালবাসি ব'লেই ত ভাই তাঁর কাছে কিছুতেই আমার মনের গোপন খবরটী পাঠাতে পার্‌ব না। ঐশ্বর্য্যের মোহ, বিলাস সম্ভোগের লালসা—হেলায় তুচ্ছ ক'রে যিনি নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা ক'রেছেন কর্ত্তব্যের আহ্বানে—কিছুতেই এমন একটা মহৎ প্রাণকে কলঙ্কিত্তার ক্ষুদ্র স্বার্থে বলি দিতে পার্‌ব না—হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী টুকুরো টুকুরো হ'য়ে ছিঁড়ে যাবে—যাক্—সেও ভাল—তবু না—কিছুতেই না।

(এমন সময় হাস্‌তে হাসতে অরবিন্দু প্রবেশ কর্‌ল)

অরবিন্দু—একটা সুখবর আছে।

(মালা উৎফুল্ল হ'যে উঠল)

রেণুকা—নিশ্চয়ই অরুণ বাবুর সংবাদ পেয়েছ।

অরবিন্দু—নাঃ—তার খোঁজ আর পেলাম কৈ!

(মালার মুখ দ্বিগুণতর ম্লান হ'য়ে গেল)

অরবিন্দু—সব চেষ্টা দেখ্‌ছি বিফল হ'য়ে যায়।

রেণুকা—তবে?

অরবিন্দু—একটু আগে Summons পেয়েছি—আগামী শুক্রবার বেলা ১১টার সময় বাদিনী সহ হাজির হ'তে হবে রায়পুর কোর্টে—। পুলিশ নিশ্চয়ই অপরাধীর সন্ধান পেয়েছে।

মালা—না, অরবিন্দুবাবু মোকর্দ্দমায় কাজ নেই।

অরবিন্দু—একি ব'লছেন আপনি? এত বড় একটা অন্যায়ের প্রতীকার হবে অথচ—

মালা—আমার তাতে আপত্তি, এই ত ব'লতে চান? ধ'রে নিন্ অপরাধীর কঠোর শাস্তি হ'ল—তাতে আমার লাভ?

অরবিন্দু—লাভ নেই? সবাই জান্‌বে—

মালা—আমাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ ক'রেছিল—আমি নিরপরাধ। কিন্তু জিজ্ঞেসা করি আইনের এ বিচারে আপনাদের সমাজ সন্তুষ্ট হবে ত?

অরবিন্দু—তা হয়ত হবে না—

মালা—হয়ত কেন—নিশ্চয়ই হবে না।

অরবিন্দু—কিন্তু আর একটা দিকও আপনার ভাব্‌বার আছে—আপনার লাভ না হ'লেও এতে অন্যের লাভ হ'তে পারে।

মালা—(ক্ষণেক চিন্তার পর) না—অরবিন্দুবাবু আমি আর আপত্তি কর্‌ব না। সত্যিই ত স্বার্থপরের মত এতক্ষণ নিজের কথাই ভাবছিলাম। এমন কঠিন শাস্তি হ'ওয়া চাই, যে শাস্তির ভয়ে আর কেউ কোন দিন যেন এ ভাবে নারীর অপমান না ক'র্‌তে পারে-তার জীবণকে এমনি ভাবে নীরস মরুতে পরিণত না ক'র্‌তে পারে।

অরবিন্দু—তা'হলে আমি চ'ল্‌লাম। আমায় আবার এক্ষুনি

Mr. Chatterjeeর কাছে যেতে হবে Legal advice এর জন্যে—সময়ও সংক্ষেপ এর মধ্যে প্রস্তুত হ'য়ে নিতে হবে।

(একটু অগ্রসর হ'য়ে ফিরে দাঁড়িয়ে রেনুকার প্রতি)

তুমিও দিন দিন কেমন যেন হ'য়ে প'ড়্ছ। কোথায় ওঁর mind টাকে একটু divert কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে তা' নয় দু'জনে মুখোমুখি ব'সে দিন রাত্রি হাহুতাশ—

রেণুকা—চেষ্টার ত ত্রুটী রাখিনি কিছু—কিন্তু ফল হয় কৈ ?

অরবিন্দু—হবে গো হবে—Try, try again—

(এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে অরবিন্দুর প্রস্থান)

মালা—তা কি হয় রেণু! বাইরের কিছুতেই কিছু হয় না, যতদিন না ভেতর থেকে সান্ত্বনা আসে। কিন্তু সে আশা দুরাশা।

রেণুকা—উনিত প্রায়ই বলেন—কিসের এত দুশ্চিন্তা। সমাজ যদি স্বেচ্ছাচারী হয় তা' হ'লে তার আশ্রয় ত্যাগ করায় কোন দোষ নেই।

মালা—তা তিনি বলতে পারেন। কিন্তু জানিসই ত আমার শিক্ষা একটু অন্যধরণের, যেটা তোদের কাছে অন্ধ বিশ্বাস বলে মনে হবে। এর চেয়েও শতগুণ যন্ত্রনা আমরণ ভোগ করব তবু ভাই—ধর্ম্মত্যাগ করতে পারব না।

রেণুকা—ধর্ম্ম-ত্যাগের কথা নয়। তোর যা শিক্ষা তাতে সমাজের দয়ার ওপর নির্ভর না করলেও চলতে পারে।

মালা—পেটের খিদের কথা ধরলে তাই বটে, তবে মনের খিদে নির্ভর করে অনেক কিছুর ওপরে। যাক্ ভাই—ও নিয়ে বৃথা আলোচনা করে আর কি হবে? ধূমকেতুর মত তোদের মাঝে দেখা দিয়ে তোদের এমন আনন্দময় জীবনকে পর্য্যন্ত নীরস করে তুললাম।

রেণুকা—আপশোষ করে আর ফল কি? এতই যদি দরদ আমাদের ওপর তাহলে একটু সরস করবারই ব্যবস্থা কর না। আনাব?

মালা—কি?

রেণুকা—হারমনিয়মটা।

(মালা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল)

রেণুকা—এই বেয়ারা!

(জনৈক বেয়ারার প্রবেশ) হারমনিয়াম! (বেয়ারার প্রস্থান)

মালা—লোকে হয়ত কত কি-ই না ভাববে।

রেণুকা—আনন্দ আর ধরছে না—তাই গান করছে। এই ত? সাধারণে তা ভাব্‌তে পারে, কিন্তু প্রকৃত গুণী যে সে জানে সুখের চেয়ে দুঃখেই গানের প্রয়োজনীয়তা বেশী।

(বেয়ারার হারমনিয়াম দিয়া প্রস্থান।

—গান—

আলা—অসীমের পানে চেয়ে চেয়ে আমি সীমারে ধরিতে চাই,
ভেসে আসে শুধু সেই এক বাণী নাই সেথা নাই-নাই ॥
বাতাসের বুকে কান পেতে শুনি,
ব্যথা-ভরা সেই হাহাকার ধ্বনি,
সুধামাখা এই শ্যামলা-ধরণী করে শুধু হায় হায় ॥
শূন্য আকাশ ব'লে দেয় মোরে,
মিছে আশা তোর বৃথা খোঁজা ওরে,
ব্যর্থ-জীবনে দেবতার তোর ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই।

(গানের শেষে দু'জনে দু'জনার মুখের প্রতি নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল—ক্ষণ-পরে)

—যবনিকা পতন—

চতুর্থ অঙ্ক

—১ম দৃশ্য—

বেলা—৯টা

(সারদা রায় আপন বৈঠকখানায় একাকী পদচারণা করছে—নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত তার মন)

সারদা—(স্বগত) টাকা বড়—না ছেলে বড়! টাকা নিশ্চয়ই। প্রাণ যখন যা' চায় টাকা তখনই তা এনে দেয়। মনের কোন বাসনা সে অপূর্ণ রাখে না; আর ছেলে! কিছু না—কিছু না—কোন কাজেই লাগে না। নইলে যা'কে এত কষ্ট ক'রে মানুষ করা গেল, সে কি না বাপ মায়ের এতদিন কার সব কিছু নিমেষে ঝেড়ে ফেলে নিরুদ্দেশ হ'য়ে চ'লে গেল। সে ছেলে থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি? কোন দুঃখ নেই—কোন ক্ষোভ নেই। (ক্ষণেক চিন্তার পর) কিন্তু তাই কি? তাহ'লে তার সেই বিষাদ-ভরা মুখখানি সব কাজের মাঝে উঁকি দেয় কেন? ছোট বড় যত পুরানো স্মৃতি তার এক সঙ্গে মিলে আমার মনকে বিদ্রোহী ক'রে তুল্‌তে চায় কেন? ভয়ে—টাকা—রাশিকৃত টাকা বুকের মাঝে আঁক্‌ড়ে ধরি—, কিন্তু—কিন্তু কৈ—বুকটাত ঠাণ্ডা হয় না।—সে সাহস—সে উদ্যম ত ফিরে আসে না—তবে

তবে কি—(উর্দ্ধে চেয়ে) হাস্‌ছ? বিদ্রূপের হাসি হাস্‌ছ? হাস্‌বার তোমার অধিকার আছে। হাস— খুব হাস। কিন্তু সাবধান! বাঁধন যেন একটুও শিথিল ক'রো না—ক'রেছ কি সারদাকে হারিয়েছ। (প্রকৃতিস্থ হ'য়ে) নাঃ কত বড় বড় প্রশ্নের সমাধান এই মাথা দিয়ে বেরুল আর এই তুচ্ছ সমস্যার মীমাংসা ক'র্‌তে পার্‌লাম না! অদ্ভূত-সত্যিই অদ্ভূত।

(এমন সময়ে কেদার প্রবেশ ক'রে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল)

ঠিক সময়ে এসেছ—তোমাকেই একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। ব'ল্‌তে পার কেদার—টাকা বড়—না ছেলে বড়?

কেদার—আজ্ঞে হুজুর—ও দুইই বড়।

সারদা—বাঃ, খাসা উত্তর! কোথায় লাগে চাণক্য পণ্ডিত?

কেদার—আজ্ঞে ঠাট্টা ক'র্‌বেন না—আমি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।

সারদা—কি রকম?

কেদার—এই ধরুন—যতদিন শক্তি-সামর্থ্য আছে—এক কথায় যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন একমাত্র স্নেহের অভাব পূরণ করা ছাড়া যেটা আপনার কাছে দুর্ব্বলতার নামান্তর, টাকা হয়ত আপনার জন্যে আর সব কিছুই ক'র্‌বে—, কিন্তু শেষের সেই দিনে—

সারদা—টাকা ছেলের কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না অর্থাৎ মুখে আগুন দিয়ে আমায় স্বর্গে পৌঁছে দিতে পার্‌বে না—

এই ত ব'ল্‌তে চাও? ওটা একটা যুক্তিই নয়। ম'রে যাওয়ার পর ছেলে মুখে আগুণ দিলে কি, হাড়ি ডোমে দিলে, তাত' আর আমি দেখ্‌তে আস্‌ছিনে বা তা ভেবে সময় নষ্ট ক'রবার মত অবসরও আমার নেই। জীবনটা পূরোমাত্রায়-উপভোগ ক'রবার যে সাহায্য ক'রবে সেই আমার বন্ধু—তাছাড়া সব পর।

কেদার—আপনার মত সার বুঝ্‌বার শক্তি ক'জনের হয় হুজুর! তাইত আপনার চরণ আশ্রয় ক'রে-প'ড়ে আছি।

সারদা—হা হে কেদার! ছুঁড়িটাত শুন্‌ছি দিব্যি সুখেই আছে। মাঝ্‌ থেকে আমি—ছেলে আর-টাকা দুইই হারালাম। তা হবে না কেদার, যেমন ক'রে হ'ক্‌ এর প্রতীকার ক'র্‌তে হবে। এ অপমান আমি কিছুতেই নীরবে সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না।

কেদার—আদেশ করুন।

সারদা—আমি বলি কি—সমাজের মাতব্বর লোকগুলোকে নিয়ে-সভা ক'রে পতিতাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে ঐ অরবিন্দু দত্তকে একঘ'রে করা যাক্‌—

কেদার—সে দিকে ত বিশেষ সুবিধে হবে ব'লে মনে হচ্ছে না কর্ত্তা। একে বড়লোক তায় বিলেত-ফেরৎ-সমাজের কোন ধারই ধারে না সে। সমাজ গরীবকে যত শীগগীর ফাঁদে ফেল্‌তে পারে, বড়লোককে ত তা' পারে না হুজুর।

সারদা—তা'হলে ফৌজদারী। যে কোন কৌশলে হ'ক তাকে ফৌজদারীর আসামী ক'র্‌তে হবে—আর আমার যা' ক্ষতি হ'য়েছে সেই মোকর্দ্দমায় কড়ায় গণ্ডায় তা আদায় ক'রে নিতে হবে।

কেদার—সে ত' আর আপনার প্রজা নয়—নিজেই একটা বড় জমিদার। আর তার প্রজারা তাকে মা বাপের মত ভালবাসে—কি ক'রে যে কি হবে—

সারদা—বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছ না? কিন্তু তোমাকে বুঝ্‌তে হবেই! এত দিন নায়েবী ক'র্‌ছ, আর কি করে মিথ্যে মোকর্দ্দমা—

(এমন সময় অদূরে গর্ভর্ণমেণ্টের পিওনকে দেখা গেল)

কোর্টের পিওন এদিকে কেন হে কেদার?
কারো নামে নালিশ ক'রেছ নাকি সম্প্রতি?

কেদার—মনে ত পড়ে না। হতেও পারে—এত বড় জমিদারী একটা না একটা লেগে আছেই।

(পিওনের প্রবেশ। দু'জনার হাতে দু'খান কাগজ দিয়ে প্রস্থান)

সারদা—এ কি সমন? (পড়া শেষ হ'তে না হ'তেই সমনখানা হাত থেকে প'ড়ে গেল) আমি আসামী!

(সমস্ত মুখের ওপর একটা পরিবর্ত্তণ ফুটে উঠ্‌ল)

কেদার—আমিও তাই হুজুর—কি হবে আমার ভয়ে যে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

সারদা—অথচ প্রতিদিন ব'ল্‌ছ—২।৩ মাস হ'য়ে গেল আর

কোন ভয় নেই। আমি শুধু ভাব্‌ছি কি ক'রে সম্ভব হ'ল ? কোন পুলিশ গাঁয়ে এসেছিল কি ব'ল্‌তে পার ?

কেদার—আজ্ঞে না—। সে ঘটনার পর কোন দিন কোন পুলিশ ত দূরের কথা নূতন লোক পর্য্যন্ত আসে নি। মাঝে মাঝে একটা সন্ন্যাসী এসে দু' একদিনের জন্যে আস্তানা ফেল্‌ত—তার মুখে ত শুধু ধর্ম্মেরই কথা। তবু তার আসাও আজ ১০।১৫ দিন হ'ল বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

সারদা—চিন্তা ক'রবার অবসর নেই—যেমন ক'রে হ'ক্ এ বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে হবেই। নইলে মান, সম্ভ্রম, জমিদারী সব রসাতলে যাবে। টাকা—বুঝেছ কেদার—দু'হাতে টাকা ছড়িয়ে সবার মুখ বন্ধ ক'রতে হবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি আস্‌ছি।

(সারদা রায়ের অন্দরে প্রস্থান। অল্পক্ষণ পরেই পুনঃ প্রবেশ)

এই নাও কেদার সেই চারজনের প্রত্যেককে পাঁচশো ক'রে দেবে—আর তুমি—আমার পরম হিতৈষী বন্ধু তুমি—এই হাজার টাকা নিয়ে—আপাততঃ সন্তুষ্ট হও। মোকর্দ্দমা জিত্‌তে পারলে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে। যাও—চেষ্টার কোন ত্রুটী রেখো না। জেতা চাই—এ মোকর্দ্দমা।

কেদার—(একটু অগ্রসর হ'য়ে জনান্তিকে) সাধে কি আর বাঘে ধান খায়।

(এই কথা ব'লতে ব'লতে প্রস্থান করল)

সারদা—কি ক'রে এ সম্ভব হ'ল! এ যে ধারণার অতীত ব্যাপার। অতুল সম্পদের অধিকারী আমি। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আর অপরিমেয় লোকবল আমার—কি ক'রে এত বড় সাহস হ'য়েছে তার যে সেই আমাকে ফৌজদারীর আসামী ক'রেছে! প্রতিফল তাকে পেতে হবেই হবে। কত বড় বড় মোকর্দ্দমা টাকার জোড়ে কোথায় উড়িয়ে দিলাম, এত তার কাছে, কিছুই নয়। তবু এইবার শেষ পরীক্ষা ক'র্‌তে চাই। কে বড়? টাকা?—

(ঠিক এই সময়ে উন্মাদিনীর মত কমলা দ্রুত-পদে সেখানে প্রবেশ কর্‌ল)

কমলা—টাকা? টাকা চাও? এই যে আঁচল ভরে টাকা এনেছি—

(অঞ্চল হ'তে রাশিকৃত অলঙ্কার তার সাম্‌নে ছড়িয়ে ফেল্‌ল)

কি দেখ্‌ছ? ভাব্‌ছ—এ তোমার টাকা? না—গো—না, এর প্রত্যেকটী আমার বাপের দেওয়া (ছুটে এসে সজোরে সারদার হাত চেপে ধ'রে) বল—এই সব নিয়ে আমার ছেলেকে—আমার অরুকে ফিরিয়ে দেবে? চুপ ক'রে রইলে কেন? উত্তর দাও? আর যে আমি পারি নে—বল—বল, আমার বুক-ভরা ধনকে বুকে এনে দেবে কি না। (হাত ছেড়ে শূন্যের পানে চেয়ে) দেবে না—এ টাকায় ছেলে এনে দেবে না

(কাঁদিয়া) কোথায় পাব আমি ? আর যে আমার কিছু নেই—(হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে) না-না আছে—আরো আছে। মনে প'ড়েছে—মনে প'ড়েছে। জমিদারের ছেলের অন্ন-প্রাশন—সেই যে রাজ্যের লোক এসে গিনি দিয়ে মুখ দেখেছে—সে গুলো—সে গুলো ত তেম্‌নি আছে। (সারদার প্রতি) তুমি পালিয়ো না—আমি আস্‌ছি—আমি আরো আরো টাকা নিয়ে আস্‌ছি—টাকা নিয়ে আস্‌ছি।

(বল্‌তে বল্‌তে দ্রুত প্রস্থান)

সারদা—সুন্দর! চমৎকার! (শূন্যের পানে চেয়ে) আর কতদূর নিয়ে যেতে চাও প্রেয়সী আমার। শেষ পর্যন্ত ? বেশ তাই চল—

(বল্‌তে বল্‌তে ধীরে ধীরে প্রস্থান)

—২য় দৃশ্য—

(বেলা ১১টা। বিচারালয়—দূরে উচ্চাসনে ম্যাজিষ্ট্রেট উপবিষ্ট। সম্মুখে পাঁচজন জুরী, উকিল ও মোক্তারগণ। একপার্শ্বে দর্শকবৃন্দ—অন্যপার্শ্বে অরবিন্দু, মালা ও রেনুকা। অদূরে চারজন বলিষ্ঠদেহ মলিন বেশধারী গ্রামবাসী। ম্যাজিষ্ট্রেট কাগজ পত্রের দু'একটা সামান্য কাজ সেরে নিয়ে সেদিনকার প্রধান মোকর্দ্দমা উত্থাপনের অনুমতি দিলেন। কোর্টের চাপরাশী "সারদা রায় হাজির হ্যায়" ব'লে তিনবার "কেদার সরকার হাজির হ্যায়" ব'লে তিনবার হাক দেওয়ার সঙ্গে সারদা ও কেদার কাঠগড়ায় এসে হাজির হ'ল)

গভর্ণমেণ্ট উকিল—আসামী সারদা রায় ও কেদার সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তারা ষড়যন্ত্র ক'রে বাদিনী মালা বোস্‌কে রাত্রিকালে অপহরণ করেছে। আর তার মাকে হত্যা ক'রেছে। সুদক্ষ ডিটেকটিভের সাহায্যে এ রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে! যে চারজনকে প্রলোভন দিয়ে তারা এ হীনকার্য্যে প্রবৃত্ত ক'রেছিল সৌভাগ্যক্রমে তারা আজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে Approver দাঁড়িয়েছে। আসামীদ্বয় কঠিন শাস্তির যোগ্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আসামীদের এ সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌বার আছে?

সারদা—ধর্ম্মাবতার! আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

কেদার—আমিও তাই হুজুর

ম্যাজিষ্ট্রেট—Approver দের এ সম্বন্ধে বক্তব্য কি ?

(উকিলের ইঙ্গিতে)

১ম গ্রামবাসী—হুজুর ! সত্য বই মিথ্যে বল্‌ব না। গরীব মানুষ—শুধু লোভে নয়—জমিদারের অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে নায়েব কেদার সরকার আমাদের এ কাজে বাধ্য ক'রেছে। হয়ত যা' পেয়েছি তার লোভে এ কথা আমাদের মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরুত না—কিন্তু এক সাধুবাবা আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে—আমাদের শিখিয়েছে ধনী আর গরীব দুটো কথা কারো গায়ে লেখা থাকে না—ব্যবহারেই তার প্রমাণ হয়। আর মনের ধনে যে ধনী, দিনান্তে একবেলা অন্ন না জুট্‌লেও সে জমিদার ধনীর চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়। তাই আর আমাদের ভয় নেই। ঐ জমিদার আর তার নায়েবের মুখের ওপর ব'ল্‌ছি—এ পাপ কাজে আমরা মাত্র উপলক্ষ, কিন্তু মূলে ঐ দু'জন। সাধ্য থাকে তারা প্রতিবাদ করুক।

২য় গ্রামবাসী—মিথ্যা প্রতিবাদ যদি ক'র্‌তে যায় তার উপযুক্ত প্রতিফল দেবার উপায়ও সাধুজীর দয়ায় আমরা শিখেছি। আমাদের ভেতরের মানুষ আজ জেগে উঠেছে। যুগ যুগান্তের অত্যাচার আর আমরা নীরবে সহ্য ক'র্‌বো না—অত্যাচারী ধনী এখন থেকে বুঝ্‌বে মনের জোরে আর অর্থের জোরে কত তফাৎ।

আমাদের ভালপথে চালিয়ে নেবার মত লোক এতদিন কেউ ছিল না হুজুর, তাই এত বড় অন্যায় কাজ আমরা ক'রেছি।

৩য় গ্রামবাসী—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত জীবনে হবে কি না জানিনে—তবে গুরুজী আশ্বাস দিয়েছেন—যত বড় পাপই হ'ক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্‌বার সাহস পেলেই তার অনেকটা লাঘব হ'য়ে যায়। যে জমিদারের পানে মুখ তুলে চাইবার সাহস পর্য্যন্ত কোনদিন আমাদের হয়নি, তাকেই সবার সাম্‌নে অভিযুক্ত ক'র্‌ছি এই হীন অপরাধে। মুখের দিকে চেয়ে দেখুন—এই প্রত্যক্ষ অভিযোগের সামনে জরিদারের সে তেজ—সে দম্ভ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গিয়েছে। বাঁচ্‌তে শিখেছি আমরা—সত্যের সন্ধান পেয়েছি আমরা—তাই কারো ভয়ে মিথ্যে পথে আর চ'ল্‌ব না—কিছুতেই না।

৪র্থ গ্রামবাসী—আমার আর কিছু ব'ল্‌বার নেই হুজুর! যাঁর এত বড় অবিচার ক'রেছি আমরা—ঐ অর্থলোভী জমিদার আর তার পাষণ্ড নায়েবের ভয়ে, তিনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন—সারা জীবনের অনুতাপেও এ পাপ আমাদের কিছুতেই মুছবে না। আয় ভাই "মা" ব'লে ওঁর পায়ের তলে প'ড়ে ক্ষমা চাই—। মা কিছুতেই ছেলের অন্যায় ক্ষমা না ক'রে পার্‌বেন না।

(সঙ্গে সঙ্গে চারজন মালার পা' জড়িয়ে ধর্‌ল)

মালা—(সযত্নে তাদের উঠিয়ে) এতে তোমাদের কোন দোষ নেই বাবা! জ্ঞানহীন তোমরা, তাই তোমাদের দিয়ে সুবিধাবাদীরা যা খুসী তাই করিয়ে নিচ্ছে। আমি মনের সঙ্গে তোমাদের ক্ষমা ক'র্ছি। জানি আমার ক্ষতি পূর্ণ হবার নয়—তবু একমাত্র সান্ত্বনা যে আমার এই ক্ষতির বিনিময়ে অন্ধকারে চিররুদ্ধ চারটী প্রাণ মুক্তির আলো দেখতে পেয়েছে।

১ম—এই সব নয় হুজুর, আরো আছে।

(এই বলার সঙ্গে চারজন ধীরে ধীরে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে টেবিলের ওপর কতকগুলো নোট রেখে এল)

কাল সন্ধ্যেবেলায় ঐ কেদার সরকার আমাদের প্রত্যেক কে ৫০০৲ টাকার ক'রে নোট দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ ক'রতে চেয়েছিল। এতগুলো টাকা একসঙ্গে কোনদিন দেখিনি, দেখবার আশাও রাখিনি। এ আমাদের সারাজীবনের খোরাক। তবু—তবু এ হজম ক'র্তে পার্লাম না—সাধুজীর আশীর্ব্বাদে আর কোনদিন যেন সে প্রবৃত্তিও না হয়।

কেদার—(কাঁপ্তে কাঁপ্তে) আমার কোন দোষ নেই হুজুর! আমি চাকর—মুনীবের হুকুমে সব ক'রেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আমি এ সম্বন্ধে জুরীগণের অভিমত জান্তে চাই।

(জুরীগণ পরস্পরের সঙ্গে যুক্তি ক'রে কাগজে লিখে তাদের সম্মিলিত অভিমত জানাল—সেটা পড়ে)

ম্যাজিষ্ট্রেট—আমিও আপনাদের সঙ্গে একমত হ'য়ে আসামী-দ্বয়কে দোষী সাব্যস্ত ক'রলাম। আমার আদেশে আজ থেকে সারদা রায় দশবৎসরের আর কেদার সরকার সাত বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। অন্য চারজন বেকসুর খালাস।

(সারদা ও কেদার অস্ফুট ধ্বনি ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মাটিতে ব'সে পড়্‌ল। পুলিশ এসে তাদের হাতে হাত-কড়া লাগিয়ে উঠিয়ে নিয়ে চ'ল্‌ল। ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াতেই অরবিন্দর উকিল—)

মিঃ চ্যাটার্জ্জি—হুজুরের ন্যায় বিচারে সবাই যারপর নাই সন্তুষ্ট হ'য়েছে; কিন্তু বাদিনীর তরফ থেকে একটি অনুরোধ আমি জানাতে চাই যদিও সেটা আইনের কোন ধারার ভেতর পড়ে না—তবু মানবতার দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে তার মূল্য সব চেয়ে বেশী। তিনি ব'ল্‌তে চান—অপরাধীর শাস্তিতে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা হ'ল—কিন্তু তাঁর যা ক্ষতি হ'য়েছে সে ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থাই হ'ল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। আইনের বাইরে কোন কাজ ক'রবার ক্ষমতা ত আমার নেই।

মিঃ চাটার্জ্জি—সে কথা ত আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, তবু মানুষ হিসেবে আপনার কাছে অনেক কিছুই আশা ক'র্‌তে পারি।

ম্যাজিষ্ট্রেট—কি ব'ল্‌তে চান—বলুন।

মিঃ চাটার্জ্জী—বাদিনী আইনের চক্ষে নিরপরাধী প্রতিপন্ন হ'লেও সমাজ তাঁকে পূর্ব্বের গৌরব ফিরে দেবে কিনা এইটেই আমাদের বিচারের বিষয়। আসামী সারদা রায় প্রতাপশালী জমিদার—কাজেই সমাজপতি। তাকে দিয়েই এর কোন ব্যবস্থা হয় কি না তারই চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। এই আপনার কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ।

সারদা—হুজুর! আমি সব ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি, শুধু দয়া ক'রে আমায় এ দারুণ শাস্তি থেকে মুক্তি দিন। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে! জীবনে আর কখন এ পথে পা বাড়বো না। সমাজ আমার মুঠোর মধ্যে —আপনারা যা' ব'ল্‌বেন তাকে দিয়ে আমি তাই ক'রিয়ে নেবো—শুধু মুক্তি—আমি মুক্তি চাই।

মিঃ চাটার্জ্জি—সারদা রায়ের চা'ল বুঝ্‌বার শক্তি এ অঞ্চলে খুব কম লোকেরই আছে। একবার আইনের হাত থেকে উদ্ধার পেলে সে এমন ফন্দী আঁট্‌বে যে তখন আইন তার ছায়াটী পর্য্যন্ত স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—তা হ'লে আপনি কি ক'র্‌তে চান?

মিঃ চাটার্জ্জী—আমি চাই তাকে এমন বাঁধনের মধ্যে ফেল্‌তে যে বাঁধন সে কিছুতেই ছিঁড়্‌তে পার্‌বে না শত চেষ্টা ক'র্‌লেও। আমি চাই তার একমাত্র পুত্রেরসঙ্গে

মালা দেবীর বিবাহ দিতে—তাকে বাধ্য ক'র্‌তে যে পুত্র তার অত্যাচারে সংসার ত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশ হ'য়েছে। আর সেই সঙ্গে জমিদারীর সমস্ত শাসন ভার পুত্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাকে অবসর নেওয়াতে।

সারদা—অসম্ভব! এ কিছুতেই হ'তে পারে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—তবে আর আমি কি ক'র্‌তে পারি বলুন? আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত হলেও বরং আমার কিছু কর্‌বার ছিল। এ ক্ষেত্রে আমি নিরুপায়।

(এই ব'লে উঠ্‌তেই প্রহরী সারদাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে চ'ল্‌ল)

সারদা—না—না আমি সেখানে যাব না—সে বড় ভয়ানক স্থান—সেখানে গেলে আমি একদিনও বাঁচ্‌ব না। আমি সম্মত—আপনাদের সমস্ত প্রস্তাবে আমি সম্মত হচ্ছি—শুধু আমায় মুক্তি ভিক্ষা দিন।

মিঃ চাটার্জ্জী—সারদা রায়ের কথা ও কাজে বিশেষ পার্থক্য আছে। তাই এই খস্‌ড়া প্রস্তুত ক'রে এনেছি—হুজুর ওকে আজ্ঞা দিন এতে সাক্ষর ক'রবার।

(ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে শৃঙ্খল মুক্ত হ'য়ে কম্পিত হস্তে সাক্ষর ক'রে)

সারদা—তা হ'লে—তাহ'লে আমি মুক্তি পেয়েছি!

ম্যাজিষ্ট্রেট—হাঁ—কিন্তু এই সব সর্ত্তাধীনে—একটি লঙ্ঘন

ক'র্‌লেই পুনরায় পূর্ব্ব রায় বলবৎ হবে। তা' হ'লে এখন উঠি। বাস্তবিক আনন্দিত হ'লাম আপনাদের এই বিচারে। একটী জীবন সফল হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে অর্থলোভীর পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হ'ল। সত্যই আজ আইনের বিচার আপনাদের হৃদয়ের বিচারের কাছে পরাজিত।

সারদা—কিন্তু ছেলেকে যদি না পাওয়া যায় তার জন্য ত আমি দায়ী হব না।

অরবিন্দু—না—সে বিষয়ে চিন্তা ক'র্‌বার আপনার কোন প্রয়োজন নেই—সে ভার রইল আমার ওপর।

(ম্যাজিষ্ট্রেট দু'এক পা এগুতেই)

কেদার—আমার কি হবে হুজুর—সবাই খালাস পেল—আমাকে এবারকার মত মাফ করুন—আর কখন এমন কাজে যাব না—

ম্যাজিষ্ট্রেট—সামান্য চাক্‌রী ক'র্‌তে এসে যে এত বড় নীচ কাজ ক'র্‌তে পারে তাকে কিছুতেই বিশ্বাস নেই—তোমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য—নিয়ে যাও—

(প্রহরী টান্‌তে টান্‌তে কেদারকে নিয়ে অগ্রসর হ'ল)

কেদার—(কাঁদ্‌তে কাদ্‌তে) যার জন্যে এত ক'রলাম্‌ সে মুক্তি পেল—অথচ—আমার ওপরেই আইনের যত আক্রোশ। তাই যাওয়ার আগে ব'লে যাই আমার

মত প্রভুভক্তি যেন তোমরা কেউ দেখিও না—তা হ'লে —ওরে বাবারে—আমার ছেলেপুলের কি—

(প্রহরী তাকে নিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট ত্যাগ ক'রবার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সবাই প্রস্থান ক'র্‌ল। শুধু সারদা একাকী ক্ষণেক দাঁড়িয়ে রইল)

সারদা—(স্বগত) চূড়ান্ত অপমান—চরম লাঞ্ছনা ! ক্ষীণ-আশা —সে যদি আর না আসে। পালাই এখান থেকে— ছুটে পালাই, জেল !!! সে বড় ভীষণ স্থান—ভাব্‌লেও হৃৎকম্প হয়। কি জানি তাদের যদি মত ব'দ্‌লে যায় —পালাই—পালাই—

[বেগে প্রস্থান

যবনিকা পতন

—গর্ভাঙ্ক—

[রাত্রি দশটা। অরবিন্দু দত্তের অন্দর মহলের বিস্তৃত আঙ্গিনা সুসজ্জিত। বরযাত্রীর কলরবে চারিদিক মুখর। বিবাহের লগ্ন সমাগত। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা মালাকে সঙ্গে ক'রে রেণুকার প্রবেশ। লগ্নের আর বিলম্ব নেই—অথচ পাত্রের সন্ধান নেই। সবার মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সব চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হ'য়েছে সারদা রায় যদিও ভেতরে তার সম্পূর্ণ অন্যভাব।]

সারদা—একি দারুণ দুশ্চিন্তায় ফেল্‌লে অরবিন্দু বাবু? লগ্নের আর মোটেই বিলম্ব নেই—অথচ এ পর্য্যন্ত অরুর দেখা নেই। সব আয়োজন বুঝি আমার পণ্ড হয়!

অরবিন্দু—আপনি কোন চিন্তা ক'র্‌বেন না—সে নিশ্চয়ই আস্‌বে।

সারদা—আস্‌বে আস্‌বে কথা ত একঘণ্টা হ'ল শুন্‌ছি—আমি যে আর ধৈর্য্য ধ'রতে পার্‌ছিনে।

[এমন সময় অদূরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল]

অরবিন্দু—ওই—ওই এসেছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুণ—আমি এক্ষুনি অরুকে নিয়ে আস্‌ছি।

(অরবিন্দুর প্রস্থান)

সারদা—এমন ছেলে আর দেখা যায় না। বিয়ে কাজ—কোথায় একঘণ্টা আগে আসি—তা' না—চিরকালটাই

ওর এই স্বভাব। এর জন্যে কি কম গালাগালি খেয়েছে ছোট বেলায়।

(অরবিন্দুর পুনঃ প্রবেশ। সঙ্গে একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সবার দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট)

সারদা—কৈ অরবিন্দু অরুণ কোথায় ?

অরবিন্দু—আজ্ঞে—এঁর উপর সমস্ত ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম—এখন ইনি ব'ল্‌ছেন যে বহুচেষ্টাতেও অরুণের সন্ধান মিল্‌ল না।

(সবাই উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। মালা রেণুকার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল)

সারদা—চালাকি ক'রবার আর আর জায়গা পাওনি। এত একভণ্ড সাধু! আইন শুধু একা তোমার নয়। এবার বুঝ্‌বে—ভাল ভাবেই বুঝ্‌বে—সারদা রায়ও মোকর্দ্দমা জানে। ক্ষতিপূরণের দাবীতে আর মানহানির খেসারতে যদি তোমায় ধ্বংস ক'র্‌তে না পারি তা' হ'লে আমার নাম সারদা রায়ই নয়।

অরবিন্দু—আপনারা ব্যস্ত হবেন না—যা' হবার হ'য়ে গিয়েছে —আমি বলি কি অরুণকে যখন আর পাওয়াই যাবে না তখন এঁর সঙ্গেই—

সারদা—এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার! নিজের বাড়ীতে এনে ভদ্রলোকদের এতদূর অপমান! ওঠ—ওঠহে সব—এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করা হবে না।

(সবাই উঠে দাঁড়াল। মহা একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হ'ল)

এর প্রতিফল যে কি ভয়ানক হবে তা দেখে নিও

(এই ব'লে এগুতেই অরবিন্দু এসে সামনে দাঁড়াল)

অরবিন্দু—আপনারা অতিথি অভ্যাগত—শুভদিনে এ ভাবে চ'লে গেলে বড়ই অমঙ্গলের কথা হবে। দেখুন সারদা বাবু—আপনার যা' ক্ষতি হ'ল তা আমি নিশ্চয় পূর্ণ ক'রব। শুধু দয়া ক'রে শুভ কাজটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন—তারপর সবাই মিষ্টিমুখ ক'রে বিদায় নিন্। তাতে আমার কোন আপত্তি হবে না। সংসারে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে ইনি সাধুর বেশ নিয়েছেন —নইলে ইনিও একজন শিক্ষিত ও উচ্চবংশ সম্ভূত ভদ্র সন্তান—অরুণের অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নন!

সারদা—(অন্তরের আনন্দ চেপে রেখে) কি বল হে তোমরা?

জনৈক বরযাত্রী—তা মন্দ কি? কষ্ট ক'রে যখন আসাই হ'য়েছে জলযোগ না সেরে যাওয়া নিশ্চয়ই মূর্খামি হবে।

সারদা—কিন্তু মনে থাকে যেন ক্ষতি—

অরবিন্দু—সে কথা আর একবার করে। সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। (অরবিন্দু সাধুকে নিয়ে ছাদ্‌না তলায় উপস্থিত হ'য়ে রেণুকার প্রতি) কৈ গো! তোমার বন্ধুকে নিয়ে এস।

মালা—(রেণুকার বুকে মুখ লুকিয়ে) না রেণু প্রাণ গেলেও আমি দ্বিচারিণী হ'তে পার্‌ব না।

অরবিন্দু—লগ্নের সময় ব'য়ে যায়—দেরী ক'র্‌ছ কেন ?

রেণুকা—(তীব্র দৃষ্টি হেনে) কিছুতেই হ'তে পারে না—তোমার কি একটুও মনুষ্যত্ব নেই ?

অরবিন্দু—এ যে আবার আর এক ফ্যাসাদ হ'ল দেখ্‌ছি। এ সময় দুর্ব্বল হ'লে চ'লবে না। আমি আদেশ ক'রছি—নিয়ে এস শীগগীর ওঁকে।

মালা—না—কোন মতেই না।

অরবিন্দু—এত স্পর্দ্ধা! কি বল্‌ব স্ত্রীজাতি নইলে—নইলে নাঃ, এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখ্‌ছিনে (এই বলার সঙ্গে সঙ্গে সাধুর কৃত্রিম জটা শ্বশ্রু, গুম্ফ ইত্যাদি এক টান দিয়ে খুলে ফেলে) শীগগীর আন—আদেশ—আদেশ অমান্য করত আমিও এই সাধুর মত গৃহত্যাগ ক'রব

(অরুণের স্বরূপ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। সারদার মুখ মড়ার মুখের ন্যায় ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। মালাও রেণুকা লজ্জায় অধোবদন হ'ল)

অরবিন্দু—এখনও অবাধ্যতা!

(রেণুকা বিনা বাক্য ব্যয়ে সলাজ হাসি হেসে মালার হাত ধ'রে ছাদ্‌না—তলায় নিয়ে এল—সারদা ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হ'য়ে)

সারদা—তাইত বলি! অরবিন্দু কি আমার তেমন ছেলে।

দেখ দেখি অন্যায়—বুড়োর সঙ্গে না কি এতটা রসিকতা ক'র্‌তে হয়! তোমরা ক'র্‌লে ছেলেমানুষী—আর আমি এ দিকে উৎকণ্ঠায় ও দুশ্চিন্তায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে উঠেছি। যাক্, যা' হবার তা' হ'য়েছে, আর দেরী নয়—শুভকর্ম্ম শেষ কর

(মালা কম্পিত হস্তে অরুণের গলায় আর অরুণও মালার গলায় মালা পরিয়ে দিল। চারিদিক থেকে পুষ্প বৃষ্টি, শঙ্খ-ধ্বনি আর হুলুধ্বনি হ'তে লাগ্‌ল)

সারদা—আমার যে আজ কি আনন্দ তা' আর কাকে জানাব সে আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌বার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। মা, সতীলক্ষ্মী! এ ছেলের ওপর অভিমান ক'রো না—ভেবো এ তোমার অগ্নি-পরীক্ষা হ'ল—বাবা অরু! বুড়ো বাপের ওপর রাগ ক'রো না। (মালাও অরুণ একসঙ্গে সারদা রায়কে প্রণাম ক'র্‌ল) বেঁচে থাক—সুখে থাক—প্রাণ ভ'রে এই আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি। ওহে অরবিন্দু বাবু, তোমরা এখন বরযাত্রীদের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় কর—আমি এদের নিয়ে একটু বাইরে যাই—চল হে চল— (একে একে সবাই চলে গেল) আমাকে আবার এক্ষুণি বাড়ীতে এ শুভসংবাদ পাঠানর ব্যবস্থা করতে হবে। (খানিকদূর অগ্রসর হ'য়ে স্বগত) কলি! একেই বলে ঘোর কলি! জগতে যেখানে যত পিতা আছে আমাকে দেখে শেখ-যুগধর্ম্মের বাইরে

কিছু করতে গেলে আমার মতই দুর্দ্দশা তোমাদেরও হবে—নিশ্চয় হবে। (আর একটু এগিয়ে) এখন বুঝছি' টাকাও নয় ছেলেও নয়—সব চেয়ে বড় (কপালে হাত দিয়ে) এই কপাল।

[প্রস্থান

অরবিন্দু—কেমন ? রত্নহার ঠিক গলায় পরিয়েছি ত ?

রেণুকা—সে কথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু কি ক'রে যে কি হ'ল আমি এর কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে।

অরবিন্দু—আমি ত চিরকালই তোমার কাছে একটা Gobbet দেখ দেখি এইটে প'ড়ে।

(পকেট থেকে একখানা চিঠি বের ক'রে দিল। মালা ও রেণুকা সেখান সাগ্রহে প'ড়ে)

রেণুকা—উঃ এত বুদ্ধি খেলিয়েছ তোমরা তলে তলে। অথচ এর বিন্দু বিসর্গটী পর্য্যন্ত এমন কি আমাকেও জান্তে দাও নি।

অরবিন্দু—তাহ'লে আর রক্ষে ছিল। কাউকে মাথার দিব্যি দিয়ে—কাউকে তিন সত্যি করিয়ে—কাউকে বা মড়ামুখ দেখার ভয় দেখিয়ে কোন্‌দিন কথাটা gazetted হ'য়ে প'ড়ত সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সমস্ত plan একদম মাটী হ'য়ে যেত।

রেণুকা—তা সত্যি! এই জন্যেই বোধ হয় তোমরা আমাদের এত ওপরে আছ আর থাকবেও চিরকাল।

(কল্পনা ও আরতি এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল—এইবার অবসর বু:ঝ)

কল্পনা—(অরুণের প্রতি) কৈ দাদা! আমাদের বক্‌সিস কৈ! তা শুন্‌ছিনে—বক্‌শিস না নিয়ে যাচ্ছিনে।

অরুণ—এখন ত আর বক্‌শিস দেওয়ার মালিক আমি নই (মালাকে দেখিয়ে) ঐ উনি।

আরতি—সত্যি নাকি বৌদি! আমাদের বক্‌শিস্‌টা দয়া ক'রে দিলেই আমরা স'রে পড়ি।

মালা—বাঃ এত বেশ মজার কথা! পরিশ্রম ক'রলে বক্‌শিস্ মেলে এই ত জানি—তোমাদের বক্‌শিস্ দাবী ক'রবার কারণ?

রেণুকা—এককালে ক'রেছিল।

মালা—তাহ'লে যার কাছে ক'রেছিল তার কাছে দাবী ক'রতে পারে—আমার কাছে নয়। আমার কাছে কিছু পেতে, হ'লে আগে আমাকে রীতিমত সন্তুষ্ট কর'তে হবে।

আরতি—(কল্পনার প্রতি) কি আর করা যাবে—আয় তবে—

—তুজনের এক সঙ্গে নৃত্য গীত—

আজি এ মিলন রাতি,
দিকে দিকে তাই উঠিছে জ্বলিয়া স্নিগ্ধ প্রেমের বাতি ॥
পুলকের ধারা ঝরণা বাহিয়া
নিখিলের বুকে পড়িছে লুটিয়া,
মদিরা পাগল আকাশ বাতাস করিতেছে মাতামাতি ॥
তুফানের মাঝে ছুটিয়া ছুটিয়া,
হাসিব গাহিব নাচিয়া নাচিয়া,
দিব না দিব না নিভিতে দিব না কভু এ দীপের ভাতি ॥

কল্পনা—(গানের পর) এবার।

মালা—নিশ্চই—কি চাই ! মোণ্ডা মেঠাই ?

আরতি—দূর ! ও আবার বকশিস্ ?

মালা—তবে ?

(কল্পনা মালার কোলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কর্‌ল। মালা সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধর্‌ল)

মালা—(আরতির প্রতি) আর তোমার ?

(আরতি মালার মুখের দিকে চাইল। মালা তাকেও বুকের মাঝে নিয়ে তুজনের মুখ চুমোয় ভ'রে দিল)

অরুণ—বক্‌শিস্ মিলেছে ত ? ভাগ্যবতী তোমরা।

কল্পনা—বড্ড ঘুম পেয়েছে আমাদের—আমরা এখন চল্‌লাম। এ বক্‌শিষের জের কিন্তু মেটে না তা যেন মনে থাকে।

[কল্পনা ও আরতির প্রস্থান

রেণুকা—কি অরুণ বাবু! হিংসে হ'চ্ছে—না আপশোষ হ'চ্ছে ?

অরুণ—(লজ্জিত ভাবে) না—না ও কথা ব'লে আর আমায় লজ্জা দেবেন না।

রেণুকা—তাহ'লে দুই বন্ধুতে একটু গল্প করুন—আমাদের আবার ওদিকে অনেক কাজ আছে। আয় ভাই মালা—

(দু'জন কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই)

অরুণ—আমার একটী কথার উত্তর দিয়ে যেতে আপনার বন্ধুকে অনুরোধ ক'র্‌ছি।

[দু'জনে থ'ম্‌কে দাঁড়াল]

রেণুকা—ও বাবা! এর মধ্যেই এত। ভয় নেই অরুন বাবু নিয়ে ভেগে যাচ্ছি নে। নিন্, নিন্, শীগগীর সেরে নিন্।

অরুণ—(মালার প্রতি) মনে পড়ে ?

মালা—খুব।

অরুণ—এখনকার উত্তর ?

মালা—খু—ব বড় ক'রে একটা "হ্যাঁ"

(এই ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে রেণুকাকে জড়িয়ে ধ'রে প্রস্থান ক'র্‌ল)

অরবিন্দু—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) যাঁদের নিয়ে রঙ্গমঞ্চের

মাধুর্য্য তারাই যখন চ'লে গেলেন তখন শুধু শুধু সং সেজে দাঁড়িয়ে থেকে কেন আর এঁদের বিরক্ত করা ?

অরুণ—কাজেই "মহাজনো যেন্—"

(এই ব'লে দু'জনে একটু অগ্রসর হ'ল)

অরবিন্দু—একটা কথা না ব'লে পারলাম না। তোমার এ কাজটা কিন্তু তোমার সেই প্রগতির Definition এর সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না।

অরুণ—তুমি মস্ত বড় একটা idiot ! নইলে নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে এইখানেই প্রগতির প্রকৃত সার্থকতা—আর এইখানেই মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে এ "যুগের শাশ্বত বাণী"।

যবনিকা পতন